

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

হাদীসে রাসূল



মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক

মাকতাবাতুল মানসূর
[সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

মুহররম ১৪২৬ হিজরী
মার্চ ২০০৫ ঈসায়ী
মূল্য: ৮০ (আশি টাকা)মাত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংকলকের জরুরী কয়েকটি কথা	৩
এ কিতাবের সংকলন নীতি	৫
ঈমানের আরকান ছয়টি	১৩
একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা গায়েব জানেন	১৩
হযরত নবী আলাইহিমুস সালামগণ মাসুম (নিষ্পাপ)	১৫
হযরত মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী	১৬
সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনা করা হারাম	১৭
এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব	১৮
পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে কাপড়	১৯
মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরজ	২০
টেলিভিশন দেখা কবীরা গুনাহ ও হারাম	২১
উযুতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নাত	২২
তায়াম্মুম	২২
ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বের আযান	২৩
উজ্জল হওয়ার পর ফজরের নামায পড়া	২৪
আসরের নামায বিলম্ব করে পড়বে	২৫
নামায সহীহ করার জন্য আমলী মশকু	২৭
নামাযের দাঁড়ানোর সুন্নাত সমূহ	২৮
তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো	২৯
সিজদার জরগায় নজর রেখে দাঁড়ানো	৩০
তাকবীরে তাহরীমার	৩০
তাকবীরে তাহরীমার আঙ্গুলসমূহ	৩১
ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলা	৩১
হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা	৩২
ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল	৩৩
নাভীর নিচে হাত বাঁধা	৩৪
প্রথম রাকা‘আতে ছানা পড়া	৩৫
আউযুবিল্লাহ পড়া	৩৫
বিসমিল্লাহ পড়া	৩৬
ফজর ও যুহরের নামাযে তিলাওয়াত	৩৬
ফজরের প্রথম রাকা‘আত	৩৮
ফরয নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া	৪০
তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া	৪০
রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাটু ধরা	৪১
রুকুতে হাতের আঙ্গুলসমূহ	৪১

রুকুতে উভয় হাত	৪২
রুকুতে পায়ের গোছা	৪২
রুকুতে মাথা পিঠ	৪৩
রুকুতে রুকুর তাসবীহ পড়া	৪৪
রুকু হতে উঠার সময়	৪৫
তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া	৪৬
সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা	
সিজদায় কান বরাবর উভয় হাত রাখা	৪৭
সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা	৪৭
সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা	৪৮
দুই হাতের মাঝখানে সিজদা করা	৪৮
সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা	৪৯
সিজদায় কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা	৫০
সিজদায় সিজদার তাসবীহ পড়া	৫১
তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদা থেকে উঠা	৫১
সিজদা থেকে উঠার সময়	৫২
সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে	৫২
বৈঠকে উভয় হাত, রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা	৫৩
বসা অবস্থায় দৃষ্টি উভয় হাঁটুর দিকে রাখা	৫৪
বৈঠকে আশহাদু বলার সঙ্গে সঙ্গে	৫৪
মাথা সামান্য ঝুকানো	৫৫
আখেরী বৈঠকে আভাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরুদ শরীফ পড়া	৫৬
দুরুদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুরা পড়া	৫৭
উভয় দিকে সালাম ফিরানো	৫৭
ডান দিকে আগে সালাম ফিরানো	৫৮
ইমাম সাহেবের উভয় সালামে নিয়্যত করা	৫৯
মুজাদীগণের উভয় সালামে নিয়্যত করা	৫৯
একাকী নামায আদায়কারীর সালাম	৬০
মুজাদীগণের ইমামের সাথে সালাম ফিরানো	৬১
ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামায	৬১
দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা	৬২
পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে	৬২
নামাযের শুরুতে মহিলাগণ সিনা ও কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে	৬২
নামাযে মহিলাদের হাত উড়নার মধ্যে থাকবে	৬৩
মহিলাদের রুকু ও সিজদার নিয়ম	৬৪
নামাযে মহিলাদের বসার নিয়ম	৬৫
একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জামা'আত করা যাবেনা	৬৬

শুধু মহিলাদের জামা'আত করা মাকরুহ	৬৬
ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু'আ ও ঈদের জামা'আতে মহিলা	৬৭
নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার পর আর হাত উঠাবে না	৬৯
নামাযে কিরা'আতের পূর্বে আন্তে বিসমিল্লাহ বলবে	৬৯
ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না	৭০
আমীন আন্তে বলা উত্তম	৭১
সিজদা থেকে উঠার সময় না বসে দাঁড়িয়ে যাবে	৭১
তাশাহুদে ইশারা করার পর শাহাদাত আঙ্গুল উঠুও রাখবেনা	৭৩
সালামে ফছল (প্রথম সালাম) এর পর সিজদায়ে সাহু করবে	৭৩
যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায়	৭৪
পিছনের জীবনের কাজা নামায পড়া জরুরী	৭৫
মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকা'আত নফল না পড়া উত্তম	৭৭
তারাবীর নামায বিশ রাকা'আত পড়তে হবে	৭৭
তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় দেয়া-নেয়া জাযিয় নয়	৭৮
জুমু'আর জন্য দুটো আযান দিতে হবে	৭৮
জুমু'আর দিনে ছয়টি কাজের বিশেষ ফযীলত	৮০
খুতবার সময় কথা বলা, নামায পড়া নিষেধ	৮১
জুমু'আর আগে চার রাকা'আত ও পরে চার রাকা'আত সুন্নাত পড়বে	৮৩
জুমু'আর পরে চার রাকা'আত সুন্নাত পড়ে আরো দু রাকা'আত পড়া উচিৎ	৮৪
ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে পড়া সুন্নাত ও উত্তম	৮৫
জুমু'আর ও ঈদ একই দিনে হলে উভয়টা পড়া জরুরী	৮৬
মৃত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য তাড়াতাড়ি দাফন করা সুন্নাত	৮৭
জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা কিরা'আত হিসাবে পড়া যাবে না	৮৮
মৃত ব্যক্তিকে কবরে সম্পূর্ণ ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত	৯০
দাফন করার পরে মাইয়িতের মাথার দিকে সূরা বাকারা	৯১
মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে ছাওয়াব করা জাযিয়	৯২
প্রত্যেক দূরবর্তী দেশের লোক নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ	৯৩
হজ্জের মৌসুমে আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত একই ওয়াক্তে দুই ওয়াক্ত	৯৪
আরাফা ময়দানে মসজিদে নামিরার জামা'আত না পেলে যুহর	৯৫
কিরান ও তামাত্তু কারীর জন্য হজ্জের ১০ তারিখের ওয়াজিব	৯৬
একই বৈঠকে এক সঙ্গে তিন তালাক	৯৭
নিদিষ্ট মুজতাহিদ এর তাকলীদ	৯৯
আত্মশুদ্ধির জন্য বাই'আত হওয়া	১০১
পারিশিষ্ট	১০৩

সংকলকের কটি জরুরী কথা

আজ দেশের ধর্মীয় পরিস্থিতি খুবই অস্বস্তিকর, অস্থিতিশীল। ধর্মের লেবাস-ধারী ভণ্ডদের ব্যবসা আজ বড়ই রমরমা। বাতিল আর মিথ্যার তর্জনে গর্জনে হক আর সত্য যেন আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। বিষের বোতলে মধুর লেবেল লাগানোর প্রতিযোগিতা আজ সর্বত্র। সর্বসাধারণের ধর্মীয় দৈন্যতার সুযোগে তাদের দ্বীন ঈমান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আজ পাকা পোক্তা। ওদের দৌরাতে মাযহাবের অনুসারী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিশানা আজ ঢাকা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। দ্বীনের ছোট খাট মুবাহ, মুস্তাহাব সংক্রান্ত সংঘর্ষ পূর্ণ কিছু মাসাইলকে সম্বল করে ওদের পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়নের পথে। আহলে হাদীস, সালাফী, মোহাম্মাদী ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর লকব লাগিয়ে সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করণের আন্দোলন আজ তুঙ্গে। দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ আজ ওদের বিভ্রান্তির শিকার। ইলমের ধারক বাহক উলামায়ে কিরামের বিষোদগার ও তাঁদের কুৎসা রটনা আজ ওদের রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

অপর দিকে একটি গোষ্ঠী মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াতের জন্য রেখে যাওয়া প্রিয় নবীজী ﷺ এর হাদীস ভাণ্ডারকে অস্বীকার করে চলছে। তাদের মতে আমলের জন্য কুরআনই যথেষ্ট, হাদীস মানার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ হাদীস না মানা যে কুরআন না মানারই নামান্তর তা তাদের বোধগম্য নয়। সূরায়ে নিসার ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন “যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল আমি আপনাকে হে নবী! তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি”।

সূরা “আলে ইমরানের” ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের মাফ করে দিবেন। আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। (আপনি আরো) বলে দিন: তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর.....”।

অনুরূপভাবে, সূরা আল হাশরের ৭নং আয়াতে বলেন: “রাসূল তোমাদেরকে যা করতে বলেন তা কর, এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”

কুরআনের এ সকল আয়াত এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, কুরআনের সাথে সাথে হাদীসও মানা জরুরী। আর হাদীস অস্বীকার করা কুরআন অস্বীকার করার শামিল যা ঈমান বিধ্বংসী বিশ্বাস।

ওদিকে ইয়াহুদ খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার সাধারণ মুসলমান ছিটকে পড়েছে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে। চতুর্দিকে গুনাহের ছড়াছড়ি, পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভেসে চলছে মুসলমান। ওদের সরবরাহকৃত গুনাহের আসবাব আজ মুসলমানদের ঘরে ঘরে। পরকালের ভয়-ভীতি যেন ক্রমশঃই শূন্য হয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের হৃদয় থেকে।

মুষ্টিমেয় সুন্নাতের আশেক ও সুন্নাত যিন্দাকারীরা আজ দিশেহারা। কোনটা সুন্নাত কোনটা বিদ'আত তা নির্ণয় করতে তারা আজ দ্বিধাগ্রস্ত। আমলের জন্য প্রস্তুত হলেও এসব লকব ধারীদের প্রশ্ন বানে তারা হন জর্জরিত। বুখারী শরীফে আছে? মুসলিম শরীফে আছে? ইত্যাকার প্রশ্নবাণে তারা হন হতাশাগ্রস্ত। অথচ এ দুই কিতাবই সহীহ হাদীসের একমাত্র দলীল নয়, এর বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়ে গেছে। কাজেই, সর্বক্ষেত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ থেকে দলীল চাওয়ার দ্বারা অন্যান্য কিতাবের সহীহ হাদীসগুলো অস্বীকার করা হয়। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ, যার পরিণতি কুরআন অস্বীকার করার দরুন ঈমান ধ্বংস করা।

এমতাবস্থায় সকল মুমিনের আন্তরিক প্রত্যাশা ছিল এমন একটি গ্রন্থের যা কিনা হবে মুসলমানদের চাহিদার খোরাক, যা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিবে এসব মাযহাব বিদেষীদের ষড়যন্ত্র। মজবুত করবে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা। রক্ষা করবে তাদেরকে ঐ সব ভণ্ডদের খপ্পর থেকে। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গাইড করবে সুন্নাত প্রেমীদেরকে। সরাসরি হাদীস থেকে ভীতি প্রদর্শন করবে গুনাহে অভ্যস্ত মুসলমানদেরকে।

আর মুসলমানদের এ চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন যাবৎ সরাসরি হাদীস ভিত্তিক প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ প্রস্তুতের ইচ্ছা লালন করে আসছিলাম অন্তরে। সেমতে আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে শুরুও করেছিলাম কাজটি। অবশেষে তা তৈরী হয়ে এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। গ্রন্থটি প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে স্মরণ করছি স্নেহাস্পদ মাওলানা আব্দুল জলীল ও মাওলানা জহীরুল ইসলামকে তারা উভয়ে আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা তাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

পরিশেষে বলব, গ্রন্থটি নির্ভুল করার কোন প্রচেষ্টাতেই আমাদের কমতি ছিলনা। সবকিছু সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই, এর কোথাও কোন ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে অবশ্যই তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। ইনশা-আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি থাকল।

সবশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনীত আরজী পেশ করছি, তিনি এই কিতাবটিকে যেন সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপকারী করেন এবং এটিকে কবুলিয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেন। আমীন।

এ কিতাবের সংকলন নীতি

বর্তমান বাজারে প্রচলিত গতানুগতিক ধারার বিপরীতে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রমাণ সমৃদ্ধ কিতাব, যাতে মুসলমানদের মাঝে বাহ্যতঃ সংঘর্ষপূর্ণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল ছাড়াও স্থান পেয়েছে এমনকিছু গুনাহের ব্যাপারে আলোচনা, যেগুলো মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক হারে বিরাজমান।

কিতাবটির নাম “হাদীসে রাসূল ﷺ” হলেও এতে শুধু কিছু হাদীস জমা করে দেয়া হয়েছে এমন নয়। বরং একটা নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে মাসাইলগুলোকে প্রমাণ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের আত্মবিশ্বাস এ ধরনের রচনা বাংলা ভাষায় বাজারে এটি প্রথম না হলেও প্রথম সারির তো অবশ্যই।

কিতাবে অনুসরণীয় কিছু নীতি মালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। সংশ্লিষ্ট শিরোনামের অধীনে এতদসংক্রান্ত শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট হাদীস খানা প্রথমে আরবীতে (প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত করে মূলদাবীর সমর্থন সূচক বাক্যটি রেখে) উপস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে আরবীতে দু’একটি হাদীসের কিতাবের হাওয়ালা ও দেয়া হয়েছে।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হাদীসের সরল বঙ্গানুবাদ করে প্রয়োজনে শিরোনামে উল্লেখিত দাবী কিতাবে প্রমাণিত হল তা দেখানো হয়েছে।

৩। হাদীসের তরজমার শেষে “সূত্রঃ” বলে হাদীস খানার একাধিক প্রমাণ পঞ্জীমালা থেকে শুধুমাত্র কয়েকটি গ্রন্থের নাম, খণ্ড, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দেয়া হয়েছে।

৪। হাদীসটি সহীহাইন তথা বুখারী মুসলিমের হলে সেটার সনদী তাহকীক করা হয়নি। যেহেতু বুখারী ও মুসলিম শরীফ বিশুদ্ধতম কিতাব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫। হাদীসটি সহীহাইনের বাইরের কোন কিতাব থেকে হলে উহার মান নির্ণয়ের জন্য সনদ ও মতন নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে কালাম করা হয়েছে এবং শেষে হাদীসটির মান উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হলঃ পূর্ববর্তী হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী এক-একাধিক কোন মুহাদ্দিস কর্তৃক হাদীসের ব্যাপারে কোন মন্তব্য থেকে থাকলে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সকল মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য উল্লেখ করে দেয়াকে যথেষ্ট মনে করা

হয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজের কোন মতামত প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। অবশ্য, সে সকল মন্তব্যের মাঝে পারস্পরিক দক্ষ পরিলক্ষিত হলে তা নিরসনে প্রয়োজনে নীতি নির্ভর কোন মন্তব্য নিজের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপারে কারও কোন মন্তব্য না পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে উসূলে হাদীসের ও ইলমে আসমায়ে রিজালের সহায়তায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ হাদীসটির নির্দিষ্ট কোন মান নির্ণয় করা হয়েছে।

৬। কোন হাদীস তাহকীকের ক্ষেত্রে দীর্ঘ কোন আলোচনা না থাকলে হাদীসের তরজমার পরপরই হাদীসটির সূত্র বর্ণনার পাশাপাশি সে কালাম ও মান সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সে ব্যাপারে দীর্ঘ কোন আলোচনা থেকে থাকলে সংশ্লিষ্ট হাদীসের তরজমা ও হাওয়ালা উল্লেখ করার পর অবশিষ্ট আলোচনা দেখার জন্য কিতাবের শেষাংশে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে। আর এজন্য যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়েছে তা হলঃ হাওয়ালার শেষে বলা হয়েছে (অবশিষ্ট-১) (অবশিষ্ট-২) ইত্যাদি। এর অর্থ হলঃ পরিশিষ্টাংশে বর্ণিত (১-অবশিষ্ট) (২-অবশিষ্ট) ইত্যাদির অধীনে বর্ণিত কথা গুলো উল্লেখিত আলোচনারই অবশিষ্টাংশ। সুতরাং কারো ইচ্ছা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সেখানে দেখে নিতে পারবেন।

৭। যেহেতু কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে জোর তাকীদ ছিল, তাই হাদীসের পর্যায় নির্ণয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যথায় কোন কোন হাদীস এমন ও রয়েছে যেগুলোর এক একটি তাহকীকের জন্য অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন। وماتوفيقى الله عليه توكلت واليه أئيب

ঈমানের আরকান ছয়টি

عن عمر بن الخطاب قال : بين ما نحن عند رسول الله ﷺ - ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي ﷺ - فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال :...أخبرني عن الايمان ' قال : أن تؤمن بالله وملكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال : صدقت .
رواه مسلم في "صحيحه" برقم (١) كتاب الايمان . باب بيان الايمان والاسلام والاحسان .

অর্থ: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে (হাদীসে জিবরাঈলে) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: একদা আমরা প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে অবস্থান করছিলাম, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত হল যার পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, চুলগুলো ছিল কুচকুচে কালো, তার মাঝে সফরের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের কেউ তাকে চিনতেও পারছিলনা। লোকটি এসে প্রিয় নবী ﷺ এর সামনে বসে পড়ল এবং নিজের হাঁটুকে তার হাঁটুর সাথে টেক লাগিয়ে বসল, আর স্বীয় হাতকে স্বীয় রানের উপর রাখল। তারপর (সে কয়েকটি প্রশ্ন করল তার মধ্যে একটি প্রশ্নে) সে জিজ্ঞেস করল: আপনি আমাকে বলুন যে, ঈমান কি জিনিস? (অর্থাৎ ঈমানের আরকান কয়টি?) তিনি জবাব দিলেন যে, ঈমান হল: ১-তুমি আল্লাহর প্রতি ২-তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি ৩-তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ৪-তাঁর রাসূলগণের প্রতি ৫-শেষ দিবসের প্রতি ৬-ভাল-মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (প্রিয় নবীজীর এ জবাব শুনে) লোকটি বলল: আপনি সত্যিই বলেছেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ), তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানুষের আকৃতিতে প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে এসেছিলেন, যা হাদীসের শেষাংশে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

বলা বাহুল্য, বর্ণিত হাদীসে ঈমানের হাকীকত কি? এ প্রশ্নের জবাবে প্রিয় নবী ﷺ ছয়টি জিনিস উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল ঈমানের আরকান, এর সব গুলোকে এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম হল ঈমান এবং বিশ্বাসকারীকে বলা হয় মুমিন। এর মধ্য হতে কোন একটিকে অস্বীকার কবলে বা সন্দেহ করলে বা ঠাট্টা করলে তার ঈমান থাকবেনা বরং সে কাফের হয়ে যাবে।

বি: দ্র: ঈমানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য লেখকের কিতাবুল ঈমান নামক গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা গায়েব জানেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ বা অন্য কেউ গায়েব জানেন বলে মনে করা কুফুরী

عن عائشة قالت : من حدثك أن محمداً - رأى ربه فقد كذب وبه يقول : (لا تدركه الابصار) (سورة الانعام : ١٠٣) ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وبه يقول : (لا يعلم الغيب الا الله) رواه البخارى فى “صحيحه” ١٨٤٩/٤ (٧٣٨٠)

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “তোমার নিকট যে ব্যক্তি একথা বলবে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তার রবকে (দুনিয়াতে থেকে সরাসরি) দেখেছেন, সে মিথ্যা বলেছে। কারণ তিনি নিজেই (আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে) বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলাকে চক্ষুসমূহ (দুনিয়া থেকে) দেখতে পারবে না। (সূরা আন‘আম আয়াত-১০৩) আর যে তোমার নিকট একথা বলবে যে, তিনি গায়েব (অদৃশ্যের বিষয়) জানতেন, সে মিথ্যা বলেছে। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন: একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই গায়েব জানেন”। সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৮৪৯(৭৩৮১)

উল্লেখ্য যে, যারা এ আকীদা পোষণ করে যে, প্রিয় নবী ﷺ গায়েব জানতেন বা জানেন তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে। এবং আয়িশা রাযি. এর ভাষায় তারা মিথ্যুক।

হযরত নবী ‘আলাইহিস্স সালামগণ মাসুম (নিষ্পাপ)

(١) عن عبد الله بن عباس أن أباسفيان بن حرب أخبره (في حديث طويل) أن برقل قال له : وسألتك بل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر...الخ

رواه البخارى فى “صحيحه” ١/ ١٩- ٢١ (٧) كتاب بدء الوحي رقم الباب (٦)

(٢) عن علي بن أبى طالب قال قال رسول الله - ﷺ - فوالله ما بمممت بعددا ابداً بسوء مما يعمل اهل الجاهلية حتى أكرمنى الله تعالى بنبوته

أخرجه الحاكم فى “المستدرک” ٢٤٥/٤ (٧٦١٩) كتاب التوبة والاثابة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الحافظ الذيبى: على شرط مسلم .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হরব রাযি. তাকে এ মর্মে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, (তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম মুহাম্মদ ﷺ ধোঁকাবাজী, প্রতারণা করেন? তুমি জবাব দিলে যে, না। আর নবী পয়গাম্বরগণ এমনি হন যে, তাঁরা কারো সাথে ধোকাবাজী বা প্রতারণা করেন না। অর্থাৎ, তাঁরা সকল প্রকার অন্যায ও দুর্নীতির উর্ধ্বে। সূত্র: বুখারী শরীফ, ১/২০ (৭)

অর্থ: হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান, আল্লাহর শপথ ঐ ঘটনার (নির্দিষ্ট একটি ঘটনা বর্ণনা করার) পর কখনো এমন কোন মন্দ কর্মের ইচ্ছাও পোষণ করিনি, যেগুলো

জাহিলিয়াতের লোকেরা করতো। এমন কি এক সময় আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নবুওয়াতের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সূত্র: মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/২৪৫ (৭৬১৯)

ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ীও সহীহ। তবে ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. এ হাদীস তাঁদের কিতাবে আনেননি। আল্লামা যাহাবী রহ. ও ইমাম হাকিমের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন যে, বাস্তবেই ইহা ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তানুযায়ী।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, তাঁর পরে কাউকে নবী মানলে কাফির হয়ে যাবে।

عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: إن مثل و مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: 'بلا' وضعت هذه اللبنة قال: فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين .

رواه البخارى فى "صحيحه" ٨٦٨/٢ (٣٥٣٥) كتاب المناقب 'باب خاتم النبيين' - ﷺ - ومسلم فى "صحيحه" برقم (٢٢٨٦)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবী (আঃ) গণের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর বানিয়েছে, সেই ঘরের এক কোণে একটি মাত্র ইটের স্থান ব্যতীত বাকী সকল স্থান খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করেছে। এবার লোকেরা এসে ঘুরে ঘুরে সে ঘর দেখতে লাগল এবং আশ্চর্যান্বিত হতে লাগল এবং বলতে লাগল: ঐ ইটটি কেন দেয়া হল না? প্রিয় নবী ﷺ বলেন-আমিই সেই ইটটি। অর্থাৎ, আমি সকল নবীগণের সমাপ্তকারী।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, যারা (কাদিয়ানীরা) ছায়া নবী মানে; বা যারা (বার ইমাম পছন্দী শিয়া) ইমামতের নামে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর পরে নবীর চেয়েও শক্তিশালী ব্যক্তিকে মানে তারা সকলেই কাফের এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিস্কার হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল হক্কানী উলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সূত্র: বুখারী শরীফ, ২/৮৬৮ (৩৫৩৫) মুসলিম শরীফ, হাদীস নং (২২৮৬) মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং (৭৪৯০)

এ ব্যাপারে মুফতী আজম, মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব “খতমে নবুওয়াত” গ্রন্থে একশত আয়াত ও দুইশত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁদের সমালোচনা করা হারাম ও অভিশাপের কাজ

(১) عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله - ﷺ - على السمع و الطاعة في عسرنا و يسرنا و منشطنا و مكاربنا ، وعلى أن لانزاع الأمر أبه ، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم
 رواه الإمام النسائي في “سننه” ٩٨/٧ (٤١٥٣) كتاب البيعة باب البيعة على القول بالعدل . قلت : هذا حديث
 اسناده صحيح.

(২) وعن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي - ﷺ - . “لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أفق مثل أحد ذهباً ما بلغ
 مد أحدهم ولا نصيفه”.

رواه البخارى في “صحيحه” ٨٩٨/٢ (٣٦٧٣) كتاب فضائل الصحابة ‘باب قول النبي - ﷺ - لو كنت متخذاً
 خليلاً . ومسلم في “صحيحه” برقم (٢٥٤٠)

অর্থ: (১) হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রিয় নবী ﷺ এর হাতে এ মর্মে বাই‘আত গ্রহণ করেছি যে, আমরা সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দ সর্বাবস্থাতেই তাঁর কথা শুনব ও মানব। এবং কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলের সাথে ঝগড়া ঝাটি করব না। যেখানেই থাকি, ন্যায় নিষ্ঠার সাথে কথা বলব। এবং আল্লাহ তা‘আলার কাজে কোন ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে ভয় করবোনা। সূত্র: নাসাঈ শরীফ ৭/৯৮ (৪১৫৩) হাদীসটির সনদ সহীহ।

অর্থ: (২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালী দিওনা, কারণ তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবে তাদের একজনের মুদ পরিমাণ বরং তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমানও হবে না। সূত্র: বুখারী শরীফ, ২/৮৯৮ (৩৬৭৩) মুসলিম শরীফ, হাদীস নং (২৫৪০)

এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

عن ابن عمر عن النبي قال : “خالفوا المشركين و وفروا للحي و احفوا الشوارب” وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحية فما فضل أخذه .

رواه البخارى في “صحيحه” ١٥٠/٤ (٥٨٩٢) كتاب اللباس ‘باب تقليم الاظفار..

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয় নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা পূর্বক তোমাদের দাড়িকে লম্বা হতে এবং মৌচকে ছোট করে ফেল।

আর হযরত ইবনে উমর রাযি. হজ্ব ও উমরা আদায়ান্তে স্বীয় দাড়ি মুষ্টি বদ্ধ করে অতিরিক্ত গুলো কেটে ফেলতেন। সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৫০১(৬৮৯২)

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীসে শুধু দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাতে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে হাদীসের শেষ অংশে উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত ইবনে উমর রাযি. আমল দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, দাড়ি বাড়ানোর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল এক মুষ্টি। আর হযরত ইবনে উমর (রাযি) হলেন ঐ সাহাবী, যার ব্যাপারে একথা সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে যে, হযরত সাহাবায়ে কিরামের

রাযি. মধ্যে তিনিই প্রিয় নবী ﷺ এর অধিক সাদৃশ্য অবলম্বনকারী। দ্রষ্টব্য-সিয়াকু আলামিন নুব্বালা ৪/৩৫৩

কাজেই, তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে প্রিয় নবীজী ﷺ এর দাড়ি ছাটার যে কথা এসেছে, তা থেকে একথা বলা যায় যে, তিনি এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাঁটতেন। বলাবাহুল্য যে, চারো মাযহাবেই একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করা কবীরা গুনাহ ও হারাম

عن عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله --: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة" فقلت لحا رب: أذكر أزاره؟ قال: ماخص أزارا ولاقيصا.

رواه البخارى فى "صحيحه" ٣٨/٤ (٥٧٩١) كتاب اللباس' باب من جر ثوبه من الخيلاء.

وفى رواية عنه أن رسول الله -- قال: بينا رجل يمر أزاره اذ خسف به فهو يتجلىل فى الأرض الى يوم القيامة.

رواه البخارى فى "صحيحه" ١٤٧/٤ (٥٧٩٥) كتاب اللباس' الباب السابق.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় কাপড় হেঁচড়িয়ে চলবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার পানে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। এতদশ্রবণে বর্ণনাকারী শু‘বা রহ. স্বীয় উস্তাদ হযরত মুহারেব ইবনে দিসার রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার উস্তাদ হযরত ইবনে উমর রাযি. কি এ ক্ষেত্রে লুঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন যে, তিনি লুঙ্গি, পায়জামা, জামা কোনটাকেই নির্দিষ্ট করেননি। (অর্থাৎ যেকোন ধরণের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়লেই বর্ণিত ধমকির মধ্যে পড়বে। তবে মোজা দ্বারা টাখনুর ঢাকা নিষিদ্ধ নয়) সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৪৭৮ (৫৭৯১)

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকেই অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান: এক ব্যক্তি স্বীয় লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে জমীনের মধ্যে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনভাবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সে জমীনে ধসতে থাকবে। সূত্র: বুখারী শরীফ, ৪/১৪৭৮ (৫৭৯০)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে যদিও কাপড়কে ঝুলিয়ে পরার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বুখারী শরীফের বর্ণিত হাদীসের পূর্বের হাদীসের মধ্যে সেই পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাহলে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়া। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, কাপড়ের যে অংশটুকু টাখনুর নিচে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। সূত্র: বুখারী শরীফ, হাদীস নং (৫৭৮৭)

মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরজ

عن ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله - و ممجونه فاقبل ابن أم مكتوم حتى دخل علي و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال رسول الله -- : "احتجبا منه" فقلنا : يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يصيرنا ولا يعرفنا؟ قال : أفعميان أنما ألتستا تبصرانه؟

رواه احمد في "مسنده" ٣٢٩٠٦ (٢٤٥٩٣) والترمذی في "جامعه" برقم (٢٧٧٨) كتاب الأدب' باب ماجاء في احتجاب النساء من الرجال. وقال : هذا حديث حسن صحيح .

অর্থ: হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও হযরত মাইমুনা রাযি. প্রিয় নবী ﷺ এর নিকট অবস্থান করছিলাম, ইত্যবসরে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. (অন্ধ সাহাবী) এসে প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে প্রবেশ করলেন। আর ঘটনাটি ছিল পর্দার ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট হওয়ার পরের। যাক, তখন প্রিয় নবী ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন: তোমরা তাঁর থেকে পর্দা কর। এতদশ্রবণে আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাছাড়া তিনি তো আমাদেরকে চিনতেও পারছেন না। তখন প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করলেন: তাহলে তোমরাও কি অন্ধ হয়ে গেলে? তোমরা কি (তাকে) দেখতে পাচ্ছনা? সূত্র: মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩২৯(২৬৫৯৩) তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং (২৭৭৮) আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং (৪১১২) নাসাঈ শরীফ, (কুবরা) হাদীস নং (৯২৪১) সহীহে ইবনে হিব্বান, (৭/৪৩৯)

ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনা কবার পর বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। এছাড়া ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উল্লেখ্য যে এ, হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ পবিত্রাত্মা উম্মাহাতুল মু‘মিনীনকে এক জন অন্ধ সাহাবী থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতের অন্যান্য মহিলাগণকে অন্যান্য বেগানা পুরুষ থেকে কি পরিমাণ সতর্কতার সাথে পর্দা করা জরুরী।

টেলিভিশন দেখা কবীরা গুনাহ ও হারাম

عن عائشة زوج النبي - أنها أخبرته أنها اشترت تمرقة فيها تصاویر' فلما رآها رسول الله - ﷺ - قام على الباب فلم يدخل' فعرفت في وجهه الكرامية' قالت : يا رسول الله! أتوب الى الله والى رسوله' ماذا أذنبت؟ قال : ما بال هذه التمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتعقد عليها وتوسدبا فقال رسول الله - ﷺ - ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة' ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم' وقال : ان البيت الذى فيه الصور لا تدخلها الملائكة. رواه البخارى في "صحيحه" ١٥١٣/٤ (٥٩٦١) كتاب اللباس' باب من لم يدخل بيتا فيه صورة .

অর্থ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একটি গদী কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা দেখলেন, তখন ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন হযরত আয়িশা রা. প্রিয় নবী ﷺ এর চেহারা মুবারকে অসম্ভৃষ্টি ভাব লক্ষ্য করলেন।

ফলে আরয করলেনঃ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের দরবারে তওবা করছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি কী অপরাধ করেছি ? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ এই গদী কোথা থেকে কে এনেছে ? তিনি জবাব দিলেন: আমি ইহা কিনেছি। আপনার তাতে বসা ও হেলান দেওয়ার জন্য। এবার প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, এসকল ছবি নির্মাতাদের কে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে যে তোমরা যা নির্মাণ করেছ তাতে জীবন দাও। এরপর বললেন: নিশ্চয় যে গৃহে কোন ছবি থাকে সে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে টেলিভিশনের মধ্যেও যেহেতু ছবি রয়েছে এবং টিভি এর মূখ্য উদ্দেশ্যও ছবি দেখা, তাই তা ঘরে রাখা ও দেখা এ হাদীসের ধমকির অন্তর্ভুক্ত। আর একথা অনস্বীকার্য যে, এত মারাত্মক ধমকি কোন কবীরা গোনাহের ব্যাপারেই হতে পারে।

উযূতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নাত

عن مغيرة بن شعبه أن النبي - ﷺ - مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته . رواه مسلم في “صحيحه” برقم (٢٧٤) كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة .

অর্থ: হযরত মুগীরা ইবনে শু‘বা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ (উযূ করার সময়) দুই মোজা, মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(২৭৪) এছাড়াও হাদীসটি তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১০০) নাসাঈ শরীফ ১/৫৬(১০৮) ইত্যাদি কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

বি: দ্র: বিভিন্ন সময় প্রিয় নবী ﷺ যেহেতু মাথার অগ্রভাগে মাসাহ করেছেন তাই মাথার চারভাগের একভাগ মাসাহ করাই ফরজ। কখনও তিনি সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করেছেন, তবে সেটা সুন্নাত হিসেবে। কারণ সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ হলে কখনও তিনি শুধু অগ্রভাগে মাসাহ এর উপর ক্ষান্ত হতেন না।

তায়াম্মুমে যমীনে দুবার হাত মেরে সমস্ত মুখ ও দুই হাতের কনুইসহ মাসাহ করতে হবে

(১) عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: “التيمم ضربة للوجه و ضربة للذراعين إلى المرفقين” . رواه الحاكم في “المستدرک” ১/ ১৮০ (৬৩৮) والبارقطنی في “سننه” ১/ ১৮১ (৬৮০) وبذا لفظ البار قطنی .

(২) وعن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله - ﷺ - فأمر المسلمين فضربوا بأفئهم التراب و لم يقضوا من التراب شيئاً فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأفئهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم . رواه ابن ماجه في “سننه” ১/ ৩০৮ (৫৭১) كتاب الطهارة باب في التيمم مرتين . وقال محقق ابن ماجه الشيخ محمود محمد : الحديث صحيح .

অর্থ: (১) হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “তায়াম্মুম হল মুখমণ্ডল মাসাহ করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারা।

এর পর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারা।
সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/১৮০(৬৩৮) সুনানে দারা কুতনী ১/১৮১ (৬৮০) (অবশিষ্ট-১)

অর্থ: (২) হযরত আশ্মার বিন ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যখন প্রিয়নবী ﷺ এর সঙ্গে (সর্ব প্রথম) তায়াম্মুম করেছিলেন, তখন তিনি মুসলমানদেরকে তায়াম্মুমের নির্দেশ দিলে তাঁরা তাঁদের হাতকে মাটিতে মারেন তবে তাঁরা হাতে সামান্য মাটিও ধরে রাখেননি। অনন্তর, তাঁরা সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করলেন। অতঃপর তাঁরা পুনঃ মাটিতে হাত মেরে তাঁদের হাতসমূহ মাসাহ করলেন। সূত্র: আব্দুদাউদ শরীফ হাদীস নং (৩২৮) ও (৩১৯), ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৩০৮ (৫৭১), ইবনে মাজার টিকায় শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মদ বলেন: হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২০ ও ৪/৩২

ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বের আযান ফজরের জন্য যথেষ্ট হবে না

(১) عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر.
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٩٤/١ (٢٢٢٣)

(২) عن عبد الله بن مسعود عن النبي -ﷺ- قال: "لا يمنع أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره فانه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح."
رواه البخاري في "صحيحه" ١/ ١٥٦ (٦٢١) كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر. ومسلم في "صحيحه" برقم (١٠٩٣) صحيح.

অর্থ: (১) হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন “মুআযযিনগণ ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দিতেন না”। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/১৯৪(২২২৩) হাদীসটির সনদ সহীহ। “আরজাওহারুন নকী” নামক কিতাবে (১/১০২) রয়েছে, এই সনদটি সহীহ। দ্রষ্টব্য: আসারুস সুনান, পৃষ্ঠা-৭২ ইলাউস সুনান ২/১৩২

উল্লেখ্য যে, কোন কোন হাদীসে যে বর্ণিত আছে, হযরত বেলাল রাযি. সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দিয়েছেন সেটা মূলতঃ সাহরীর আযান ছিল। যেমন সামনের হাদীসে আসছে।

অর্থ: (২) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. প্রিয় নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তো রাত্রে আযান দেয় এ কারণে যে, তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদ পড়েছে তারা যেন সাহরী খাওয়ার দিকে ফিরে যায় এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঘুমন্ত তারা যেন জেগে যায়। সে (তার আযানের মাধ্যমে) একথা বলেন যে, সকাল হয়ে গেছে। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৫৬(৬২১) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০৯৩) মুসনাদে আহম্মদ হাদীস নং (৩৬৫৪)

খুব উজ্জল হওয়ার পর ফজরের নামায পড়া উত্তম

عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله ﷺ - يقول : ” أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر “ رواه الترمذی فی “جامعه” برقم (۱۵۴) كتاب الصلاة : باب ما جاء في الإسفار بالفجر .

অর্থ: হযরত রাফে ইবনে খদীজ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা (রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার পর খুব উজ্জল হয়ে গেলে ফজরের নামায আদায় করবে। কারণ, ইহা ছোয়াবকে অধিক বর্ধনকারী।) সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১৫৪) ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ (অবশিষ্ট-২)

আসরের নামায বিলম্ব করে (বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর) পড়বে

(১) عن ابن عمر عن رسول الله - قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ قال : ألا فأتهم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا لكم الأجر مرتين . فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : نحن أكثر عمالا وأقل عطاء ؟ قال الله : بل ظلمتكم من حَقِّكم شيئا ؟ قالوا : لا . قال الله : فانه فضلي أعطيه من شئت . رواه البخارى في “صحيحه” ۸۵۲/۲ (۳۴۵۹) كتاب أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن بنى إسرائيل .

(২) و عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبی - قال: سألت أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة : أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك ، والعصر إذا كان ظلك مثلي . رواه الامام مالك في “الموطأ” ص:

অর্থ: (১) হযরত ইবনে উমর রাযি. প্রিয় নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় তোমাদের বয়স পূর্ববর্তী উম্মতের বয়সের তুলনায় আসরের নামায থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। আর তোমাদের ও ইয়াহুদ খৃষ্টানদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ যে, এক ব্যক্তি কিছু শ্রমিক নিয়োগ কবতে চায়, তাই সে ঘোষণা করল: এক এক কিরাত মজুরীর বিনিময়ে কারা কারা দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দিবে? (তার এই ঘোষণায়) ইহুদীগণ (সম্মত হয়ে) দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের শর্তে কাজ করল। সেই ব্যক্তি পূর্ণঃ ঘোষণা করল, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এক এক কিরাত মজুরীর বিনিময়ে কারা আমার কাজ করে দিবে? এবার খৃষ্টানগণ এক এক কিরাতের বিনিময় দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করল। তৃতীয় বার সেই ব্যক্তি ঘোষণা করল, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে দুই দুই কিরাত মজুরীর বিনিময়ে কারা আমার কাজ করে দিবে? প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন, “শুনে রাখ তোমরাই তারা যারা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে। শুনে রাখ তোমাদেরকেই দ্বিগুণ মজুরী দেওয়া হবে”। (এ অবস্থা দেখে) ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণ এই বলে রাগান্বিত হয়ে গেল যে, আমরা কাজ করলাম অধিক

আর আমাদের মজুরী কম! তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন আমি কি তোমাদের প্রাপ্যের কোন অংশ কমিয়ে দিয়েছি? তারা জবাব দিল “না” এবার আল্লাহ তা‘আলা বলেন! নিশ্চয় এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে চাই তাকে তা দান করি। সূত্র: বুখারী ৩/৮৫২ (৩৪৫৯)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানদের কাজের সময় উম্মতে মুহাম্মাদীর তুলনায় বেশী, অথচ মজুরীর বেলায় তাদের চেয়ে কম হওয়ায় তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় ইয়াহুদীদের সময় যা সকাল থেকে দুপুর ও খ্রীষ্টানদের সময় যা দুপুর থেকে আসর তা অবশ্যই উম্মতে মুহাম্মাদীর সময় তথা আসর-মাগরিব থেকে বেশী। আর এটা তখনই হবে যখন আসরকে দুই মিছিল তথা বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর ধরা হবে। আর যদি ছায়া এক গুণ হওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত বলা হয়, তবে আসর থেকে মাগরিবের সময় যুহর থেকে আসরের সময়ের চেয়ে অবশ্যই বেশী হয়ে যাবে। অথচ এমতাবস্থায় খ্রীষ্টানদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার কোন অর্থ থাকে না। কেননা, তাদের কাজের সময় তো উম্মতে মুহাম্মাদীর সময়ের তুলনায় কম। সুতরাং একথা বাধ্য হয়েই বলতে হবে যে, দুই মিছিলের পর আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

অর্থ: (২) প্রিয়নবী ﷺ এর সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামার রাযি. দাস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, “তুমি যুহরের নামায পড়; যখন তোমার ছায়া এক গুণ হয়, আর আসর পড় যখন তোমার ছায়া দ্বিগুণ হয়”। সূত্র: মুআত্তা মালেক পৃষ্ঠা-৩ হাদীসটির সনদ সহীহ। আসারুস সুনান পৃষ্ঠা-৫৩

নামায সহীহ করার জন্য আমলী মশক প্রয়োজন

أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَلِكُ بْنُ الْحَوَرِثِ فِي مَسْجِدِنَا بِذَا فَقَالَ: إِنِّي لِأَصْلِي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أَصْلَى كَيْفَ كَانَ رَأْيُ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْلَى ؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا بِذَا - وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى .
رواه البخاري في “صحيحه” ١/١٦٦ (٦٧٧) كتاب الأذان - باب من صلى بالناس وبولا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - ﷺ - وسننه

অর্থ: হযরত আইয়ুবরহ. হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: একদা সাহাবী হযরত মালেক ইবনুল হুয়াইরিস রাযি. আমাদের এই মসজিদে আগমন করলেন। অনন্তর, বললেন: আমি এখন তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ব। তবে নামায পড়ার উদ্দেশ্য নয় বরং প্রিয় নবী ﷺ কে আমি যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি সেভাবে তোমাদেরকে দেখানোর জন্যই আমি নামায পড়ব। (হাদীসের রাবী আইয়ুব তার উস্তাদ আবু কিলাবা রহ. কে বলেন) তারপর আমি আবু কিলাব রহ. কে বললাম তিনি তখন কিভাবে নামায

পড়েছিলেন? তিনি একজন শাইখের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন যে, আমাদের এই শাইখের নামায পড়ার ন্যায়। আর কথিত শাইখ এভাবে নামায পড়তেন যে, তিনি প্রথম রাকা‘আতে সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পরে, দাঁড়ানোর পূর্বে একটু বসতেন। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৬৬ (৬৭৭)। অধ্যায়: ঐ ব্যক্তির দলীল যিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়েন, তার মূল উদ্দেশ্য নামায পড়া নয় বরং লোকদেরকে নবী ﷺ এর নামায ও তাঁর সুন্নাতের প্রশিক্ষণ দেয়া।

উল্লেখ্য, বেজোড় রাকা‘আতে দাঁড়ানোর পূর্বে বসাকে জলসায়ে ইসতিরাহাত বলে, যা নবী ﷺ এর সুস্থতার যামানার নামাযে ছিল না। তবে, শেষ জীবনে অসুস্থতার সময় এরূপ বসতেন।

বলাবাহুল্য, উল্লেখিত হাদীস দ্বারা হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কর্তৃক নামাযের আমলী মশকের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, নামায সহীহ তথা পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ী হওয়ার জন্য নামাযের আমলী মশক করা তথা বাস্তব প্রশিক্ষণ নেয়া জরুরী।

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে নামাযের সুন্নাত সমূহের প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

নামাযের দাঁড়ানোর সুন্নাত সমূহ

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহ কিবলামুখী করে রাখা

عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله - ﷺ - جالس في ناحية المسجد - فصلي - ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله - ﷺ - وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلي - ثم جاء فسلم فقال : وعليك السلام فارجع فصل فانك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعد علمني يا رسول الله! فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الخ .
رواه البخاري في “صحيحه” ١٥٨٠/٤ (٦٢٥١) كتاب الاستئذان باب من ردّ فقال : عليك السلام .

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করল যখন প্রিয় নবী ﷺ মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। তারপর লোকটি নামায আদায় করল। অনন্তর, সে প্রিয় নবী ﷺ এর কাছে এসে সালাম দিল। প্রিয় নবী ﷺ তাকে বললেন: ওয়া ‘আলাইকাসসালাম। তার পর বললেন: তুমি আবার যেয়ে নামায পড়ো, কেননা তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে হয়নি। তারপর সে ফিরে গিয়ে পূণঃ নামায পড়লো। এরপর এসে সালাম দিল। প্রিয় নবী ﷺ বললেন: ওয়া‘আলাইকাসসালাম। তুমি আবার নামায পড়ে আস, কারণ তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে হয়নি। লোকটি দ্বিতীয়বার বা তার পরের বার আরজ করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন প্রিয় নবী ﷺ এবার বললেনঃ তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তুমি উত্তম রূপে উযু

করবে তারপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ৪/১৫৮০ (৬২৫১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে নামাযের পূর্বে কিবলামুখী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশের ব্যাপকতার মধ্যে পায়ের আঙ্গুলসমূহকেও কিবলামুখী করে রাখা অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ নির্দেশকে পরিপূর্ণভাবে তখনই পালন করা হবে যখন প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ মুসল্লী কিবলামুখী হবে। তাছাড়া ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফের মধ্যে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন (باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجله) অর্থাৎ, কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখবে। এ বিষয়টি হযরত আবু হুমাইদ রাযি. প্রিয় নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো

عن أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً... الخ. رواه الترمذی في "جامع" برقم (۳۰۴) كتاب الصلاة باب ماجاء في وصف الصلاة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. و أبو داؤد في "سنن" برقم (۷۳۰) و سكت. كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة.

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আসসাদ্দী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। সূত্র:তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৩০৪) আব্দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৩০) মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৪ (২৩৫৯৯) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/২৯৭- ২৯৮(৫৮৭) আলমুনতাকা পৃষ্ঠা: ১০৩ হাদীস নং (১৯২) বাইহাকী শরীফ ২/৭২ (২৫১৭) মুসনাদে বায্যার ৯/১৬২ শরহুসসুন্নাহ ৩/১১-১৩(৫৫৫) (অবশিষ্ট-৩৩)

সিজদার জায়গায় নজর রেখে দাঁড়ানো

عن سالم بن عبد الله أن عائشة كانت تقول: عجباً للمؤمن المسلم إذ دخل الكعبة حتى يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالاً لله وإعظاماً دخل رسول الله - ﷺ - الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أخرجه الحاكم في "المستدرک" ۴/۷۹ (۱۷۶۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في "التلخيص" حيث قال: "على شرط البخاري ومسلم."

অর্থ: হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত আয়িশা রাযি. বলতেন ঐ মুসলমান ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য লাগে যখন সে কা'বা শরীফে প্রবেশ করে তখন সে নিজ দৃষ্টিকে ছাদের দিকে উঁচু করে। অথচ আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এটা পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি ততক্ষন পর্যন্ত সিজদার জায়গা হতে দৃষ্টি হটাননি। যতক্ষন পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হয়ে যাননি। সূত্র: মুসতাদারাকে হাকিম ১/৪৭৯ সুনানে বাইহাকী ৫/১৫৮(৯৭২৬) (অবশিষ্ট-৪)

তাকবীর তাহরীমার জন্য উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো

عن مالك بن الحويرث أن رسول الله - ﷺ - كان إذا كبر رفع يديه حتى يجاذى بها أذنيه.

أخرج الإمام مسلم في “صحيحه” برقم (٣٩١) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام.

অর্থ: হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন তখন হাত এতটুকু উঁচু করতেন যে, তা উভয় কান বরাবর হয়ে যেত। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯১) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৪৫) নাসাঈ শরীফ ১/১৪১ ইবনে মাজাহ শরীফ নং (৮৯৫) বাইহাকী শরীফ ১/৩০৭ হাদীস নং (৯৫৪) তহাবী শরীফ ১/১৪৩-১৪৪ দারাকুতনী ১/১৩৬ ৩/২৯ মুসতাদরাকে হাকিম ১/২২৬ মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৮

তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখা

عن سعيد بن سميان قال : دخل علينا أبو هريرة في نجد بنى زريق فقال : ثلاث كان رسول الله - ﷺ - يفعل بهن تركهن الناس كان إقاماً إلى الصلاة قال : بكنا وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها .
رواه الحاكم في “المستدرک” ٢٣٤/١ (٨٥٦) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره عليه الذهبي في “التلخيص” حيث قال : صحيح.

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে সামআন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. বনী যুরাইক গোত্রের নজদ নামক এলাকায় আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন যে, তিনটি জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন লোকেরা তা ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলো হল: প্রিয় নবী ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি এমনটি করতেন। তার পর বর্ণনা করী হযরত আবু আমের রাযি. কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দেখালেন। তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো এমনভাবে রাখলেন যে, একেবারে ফাঁকও করলেন না, আবার একবারে মিলিয়েও দিলেন না। অর্থাৎ, আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখলেন। সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/২৩৪ (৮৫৬) সহীহ ইবনে খুযাইমা ১/২৩৪ (৪৫৬) (অবশিষ্ট-৫)

ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা

عن أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ - قال : إنا جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ... الخ .
رواه مسلم في “صحيحه” برقم (٤١٤) كتاب الصلوة ، باب اتمام المأموم بالإمام . والبخارى في “صحيحه” ١٧٩ (٧٣٤) كتاب الاذان ، باب ايجاب التكبير و افتتاح الصلوة .

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন: ইমাম এ জন্যই বানানো হয়ে যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয়। অতএব, (তুমি তাঁর বরখিলাফ করবে না, বরং) ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাঁর পরক্ষণেই তাকবীর বলবে। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪১৬) বুখারী শরীফ ১/১৭৯ (৭৩৪)

হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা

(১) عاصم بن كليب قال : حدثني أبي أن وائل بن حجر أخره قال : قلت : لأظنن إلى صلاة رسول الله - ﷺ - كيف يصلي ؟ فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادثا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ... الخ

رواه الإمام أبو داود في "سننه" برقم (٧٢٦) و (٩٥٧) كتاب الصلاة " باب رفع اليدين في الصلوة والنسائي في "سننه" ٩٢/٢ (٨٨٩) كتاب الافتتاح " باب موضع اليدين من الشال في الصلاة "

(٢) عن حجاج بن حسان قال : سمعت أبا مجلز أو قال : سئلته قال : كيف يصنع ؟ قال : يضع باطن كف يمينه على ظاير كف شماله يجعلها أسفل من السرة .

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣٤٣/١ (٣٩٤٢)

অর্থ: (১) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. বলেন: আমি একদা বললাম, প্রিয় নবী ﷺ কিভাবে নামায পড়েন তা আমি দেখব। প্রিয় নবীজীর দিকে চেয়ে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে দুহাত উঁচু করলেন এমনকি তাঁর হাতদ্বয় তাঁর কান বরাবর হয়ে গেল, তারপর তাকবীর বলা অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের পাতার পিঠের উপর এবং কজি ও বাহুর উপর রাখলেন। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৬) নাসাঈ শরীফ ২/৯২ (৮৮৯) (৯৫৭)

আল্লামা নিমাতীরহ. বলেন إسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ। দ্রষ্টব্য: আছারু সুনান-পৃষ্ঠা-৮৩

অর্থ: (২) হযরত আবু মিজলায রহ. থেকে বর্ণিত, তাঁকে হাজ্জাজ ইবনে হাস্‌সান প্রশ্ন করলেন যে, (নামাযে) হাত কিভাবে রাখতে হবে? তিনি বলেন: ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর নাভীর নিচে রাখবে। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪৩ (৩৯৪২) হাদীসটির সনদ সহীহ। বি দ্রঃ ইলাউসুনান ২/১৮০-১৮১

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কজি ধরা ও অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে রাখা

(১) عن قبيصة بن بلعن أبيه قال : كان رسول الله - ﷺ - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه .

رواه الترمذی في "جامعه" برقم (٢٥٢) كتاب الصلاة " باب ما جاء في وضع اليدين على الشال وقال : حديث بلب حديث حسن "

(২) عن عبد الله بن مسعود قال : مر بي النبي - ﷺ - وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ يدي اليمنى فوضعها على اليسرى

رواه ابن ماجه في "سننه" ٢٤١/١ (٨١١) قال المحقق : الحديث صحيح .

অর্থ: (১) হযরত কবীসা ইবনে হুলাবরহ. থেকে বর্ণিত, তিনি নিজ পিতা হুলাব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ আমাদের ইমামতী করতেন তখন (হাত বাঁধার সময়) ডান হাত দ্বারা বাম ধরতেন। সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫২) ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৪১ (৮০৯) মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ (২২৭) (অবশিষ্ট-৬)

অর্থ: (২) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা প্রিয় নবী ﷺ আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমি (নামাযে) আমার বাম হাত ডান হাতের উপর রাখা অবস্থায় ছিলাম। (ইহা দেখে) প্রিয় নবী ﷺ আমার ডান হাত ধরে তা বাম হাতের উপর রেখে দিলেন। সূত্র: ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৪১(৮৮১) অত্র কিতাবের মুহাক্কিক বলেন الحدیث اর্থاً ۱ هادی‌س‌টি‌ س‌ه‌ی‌ه‌ (অবশিষ্ট-৭)

উল্লেখ্য যে, এ অনুচ্ছেদে হাদীস শরীফে দু’ধরণের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছেঃ ১- বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। ২-ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরা। আর উভয় বিষয় বস্তুই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই ফুকাহায়ে কিরাম এতদুভয়ের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন যে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কজ্জি ধরা ও অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে রেখে দেওয়া, এতে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

নাভীর নিচে হাত বাঁধা

(১) عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي - ﷺ - وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة . رواه ابن أبي شيبة في "مصنف" ۳۴۲/۱ (۳۹۳۸)

(২) عن أبي جحيفة أن علياً قال: "إن من السنة في الصلاة وضع الأُكف على الأُكف في الصلاة تحت السرة . رواه أبو داؤد في "سنن" برقم (۷۵۶) كتاب الصلاة' باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . وأحمد في "مسنده" ۱/ ۱۱ (۸۷۸) وبذا لفظ أحمد

অর্থ: (১) হযরত আলকামাহ ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর রহ. নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয় নবী ﷺ কে নামাযের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে বাঁধতে দেখেছি। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩৪২ (৩৯৩৮) (অবশিষ্ট-৮)

অর্থ: (২) হযরত আবু জুহাইফা রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাযি. বলেছেন নামাযে (হাত বাঁধার মধ্যে) সুন্নাত হল ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখা। সূত্র: সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং (৭৫৬) সুনানে দারাকুতনী ১/২২৭ (১০৮৯) বাইহাকী শরীফ ২/৩১ (২৩৪১) মুসনাদে আহমাদ ১/১১০ (৮৭৮)

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে হযরত আলী রাযি. নাভীর নিচে হাত বাঁধাকে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছেন। আর উসূলে হাদীসের একটি মৌল নীতি হল, কোন সাহাবী স্বাভাবিকভাবে “সুন্নাত” শব্দ ব্যবহার করলে এর দ্বারা প্রিয় নবী ﷺ এর সুন্নাত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। দৃষ্টব্য: তাদরীবুররাবী (১/১৮৮) সুতরাং হাদীসটি বাহ্যতঃ মউকুফ হলেও বাস্তবে তা মারফু (৯-অবশিষ্ট)

প্রথম রাকা‘আতে ছানা পড়া

عن عائشة قالت : كان رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

أخرج أبو داود في “سننه” برقم (٧٧٥) و (٧٧٦) والحاكم في “المستدرک” ٢٣٥/١ (٨٥٩) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ... إلى أن قال : ولا أحفظ في قوله عليه السلام عند افتتاح الصلاة سبجناك اللهم و بحمدك أصح من بنين الحديثين . وهذا لفظ الحاكم.

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন সুবহানাকাল্লাহুমা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়াতা‘আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা । সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং(৭৭৫) ও (৭৭৬) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮০৪) ও (৮০৬) মুসনাদে আহমাদ ৬/২৩০ সুনানে দারাকুতনী ১/২৯৮ (১১২৮) (অবশিষ্ট-১০)

আউযু বিল্লাহ পড়া

عن جابر بن مطعم أن النبي ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة قال: اللهم اني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من بزمه و نفخه و نقسه .

رواه أبو داود في “سننه” برقم (٧٦٤) كتاب الصلاة“ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

অর্থ: হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন “আল্লাহুমা ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শাইতানির রজীম পড়তেন”। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৬৪) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং(৮০৭) মুসনাদে আহমাদ ৪/৮০ তাবারানী কাবীর ২/১৩৪(১৫৬৮) (অবশিষ্ট-১১)

বিসমিল্লাহ পড়া

عن نعيم المجرم قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : آمين وقال أبو هريرة : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة رسول الله - ﷺ .

رواه الإمام النسائي في “سننه” برقم (٩٠٥) كتاب افتتاح الصلاة“باب ترك الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم .والحاكم في “المستدرک” ٣٤٦/١ (٨٤٩)

অর্থ: হযরত নূ‘আইম আল মুজমিররহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি হযরত আবু হুরাইরাহররাযি. পিছনে নামায পড়লাম ।নামাযে তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন অতঃপর সূরায়ে ফাতিহা পড়লেন। নামায শেষে হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. বললেনঃ ঐ সত্ত্বার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় তোমাদের চেয়ে আমার নামায প্রিয় নবী ﷺ এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ। সূত্রঃ নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৯০৬) মুত্তাদরাক ১/২৩২ (৮৪৯) সুনানে দারা কুতনী ১/৩০৫ (১১৫৫) সহীহ ইবনে খুযাইমা ১/২৫১ (৪৯৯) আল মুত্তাকা পৃষ্ঠা: ১০১ হাদীস নং (১৮৪) বাইহাকী শরীফ ২/৪৬ (২৩৯৪) (অবশিষ্ট-১২)

ফজর ও যুহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাস্সাল, আসর ও ইশার নামাযে আউসাতে মুফাস্সাল এবং মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্সাল পড়া সুন্নাত

১) (عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : "ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - ﷺ - من فلان أمير كان بالمدينة. قال سليمان : فصليت أنا وراه فكان يطيل في الأوليين من الظهر و يخفف الآخرين و يخفف العصر و يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل... الخ")
رواه الإمام النسائي في "سننه" ٢ / ١٢٠ - ١٢١ (٩٨٣) كتاب افتتاح الصلاة بالقرأة في المغرب تبصا للمفصل وابن حبان في "صحيحه" أنظر "الأحسان" ٣ / ١٢١ - ١٢٢ (١٨٣٣) وبذا لفظ ابن حبان

২) (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخرين قدر خمس عشرة آية أو قال : نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الآخرين قدر نصف ذلك .
رواه الإمام مسلم في "صحيحه" برقم (٤٥٢) كتاب الصلاة باب القرأة في الظهر والعصر.

অর্থ: (১) হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. কে বলতে শুনেছেন যে, প্রিয় নবী ﷺ এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্য পূর্ণ নামায অমুক ব্যক্তি অপেক্ষা (একজন সাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন যিনি তৎকালে মদীনার আমীর ছিলেন) আর কাউকে পড়তে দেখিনি। (হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. ছাত্র সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন: (এ কথা শুনে) আমি ঐ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়লাম। তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকা‘আতকে দীর্ঘ করতেন। আর শেষের দুই রাকা‘আত কে খাট করতেন। আর আসর কে খাট করতেন। এবং মাগরিবের প্রথম দুই রাকা‘আতে কিসারে মুফাস্সাল ও ইশাতে আউসাতে মুফাস্সাল ও ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পড়তেন। সূত্র: নাসাঈ শরীফ ২/১২০-১২১ (৯৮৩) ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৪৯ (৮২৭) সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১২১ (১৮৩৩) সহীহ ইবনে খুযাইমা হাদীস নং (৫২০) হাদীসটির সনদ সহীহ। দ্রঃ বুলুগুল মুরাম পৃষ্ঠা: ৮৪ হাদীস নং (৩০৮)

অর্থ: (২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাকা‘আতের প্রতি রাকা‘আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। আর শেষের দুই রাকা‘আতে ১৫ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। (বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেন:) অথবা তিনি বলেছেন যে, প্রিয় নবী ﷺ যুহরের শেষের দুই রাকা‘আতে প্রথম দুই রাকা‘আতের তুলনায় অর্ধেক পড়তেন। আর আসরের প্রথম দুই রাকা‘আতের প্রতি রাকা‘আতে ১৫ আয়াত পরিমাণ ও পরের দুই রাকা‘আতে তার অর্ধেক পড়তেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০১৫) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (১০৪) মুসনাদে আহমাদ ৩/৮৫

উল্লেখ্য যে, এ অনুচ্ছেদে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ফজর, মাগরিব ও ইশার সুন্নাত কিরাআত প্রমাণিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে, “তিনি যুহরে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ ও আসরে যুহরের অর্ধেক

বা পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।” আর তিওয়ালে মুফাস্সালের পরিমাণ ত্রিশ আয়াত এবং আউসাতে মুফাস্সালের পরিমাণ পনের আয়াত। সুতরাং বর্ণিত সাহাবী কর্তৃক নবী ﷺ এর যুহর ও আসরে উল্লেখিত পরিমাণ কিরাআত পড়ার দ্বারা এই দুই ওয়াক্তের সুন্নাত কিরাআতের পরিমাণ প্রমাণিত হল।

বি: দ্র: যুহরের শেষ রাকা‘আতে নবী ﷺ কখনো সূরা মিলিয়েছেন, এটাকে জায়য বুঝানোর জন্য। নতুবা ফরয নামাজের শেষের রাকা‘আত গুলোতে তিনি শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। যার দলীল একটু পরেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ফজরের প্রথম রাকা‘আত দ্বিতীয় রাকা‘আত অপেক্ষা লম্বা করা, এছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে উভয় রাকা‘আতের কিরাআত সমান রাখা উচিত

(১) عن أبي قتادة قال: كان رسول الله ﷺ - يصلي بنا فقراً في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتح الكتاب وسورتين ويسمعا الآية أحياناً وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. رواه مسلم في “صحيحه” برقم (٤٥١) كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر.

(২) (وعن أبي سعيد الخدري قال: ان النبي ﷺ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخرين قدر خمس عشر آية أو قال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية. وفي الآخرين قدر نصف ذلك. رواه مسلم في “صحيحه” برقم (٤٥٢) كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر

অর্থ: (১) হযরত আবু কাতাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাদীসে রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যুহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকা‘আতে সূরা ফাতিহা এবং দুটি সূরা পড়তেন, যার দু-এক আয়াত কখনো কখনো উচ্চ শব্দেও পড়তেন যে, আমরা তা শুনতে পেতাম এবং যুহর ও ফজরের প্রথম রাকা‘আত লম্বা করতেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৫১) তুহফাতুল আখইয়ার বিতরতীবি শরহে মুশকিলিল আসার হাদীস নং (৬৪৭)

অর্থ: (২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী ﷺ যুহর নামাযের প্রথম দুই রাকা‘আতের প্রত্যেক রাকা‘আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন এবং শেষের দুই রাকা‘আতে এর অর্ধেক পড়তেন। এবং আসর নামাযের প্রথম দুই রাকা‘আতে পনের আয়াত পরিমাণ ও শেষের দুই রাকা‘আতে এর অর্ধেক পড়তেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৫২)

উল্লেখ্য যে, ১নং হাদীস দ্বারা যেমনিভাবে ফজরের প্রথম রাকা‘আতকে দ্বিতীয় রাকা‘আতের তুলনায় লম্বা করার কথা বুঝে আসছে তেমনিভাবে যুহরের প্রথম রাকা‘আতকে এবং এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনা দ্বারা আসরের প্রথম রাকা‘আতকেও দ্বিতীয় রাকা‘আতের তুলনায় লম্বা করার কথা বুঝে আসছে। পক্ষান্তরে ২নং হাদীস দ্বারা যুহর ও আসরের উভয় রাকা‘আত এর কিরাআত এক

সমান রাখা সুন্নাত হওয়া বুঝে আসছে। হযরত ফুকাহায়ে কিরাম রহ. এ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাপর হাদীসসমূহকে সামনে রেখে বর্ণিত দুই হাদীসের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, ফজর ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাযের উভয় রাকা‘আতের কিরাআত সমান রাখা সুন্নাত। কিন্তু প্রথম হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম রাকা‘আত দ্বিতীয় রাকা‘আতের তুলনায় এ জন্য লম্বা হয়েছে যেহেতু প্রথম রাকা‘আতে সানা আউযুবিলাহ রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রাকা‘আতে তা নেই।

ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকা‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া

عن أبي قتادة أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولىين بفاتحة الكتاب و سورة في كل ركعة وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال : وكذلك في صلاة العصر قال : وكذلك في صلاة الفجر .

رواه البخارى في “صحيحه” برقم (٧٧٤) كتاب الصلاة‘ باب يقرأ في الأخيرين بفاتحة الكتاب .

অর্থ: হযরত আবু কাতাদাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাকা‘আতের প্রত্যেক রাকা‘আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তেন, আর যুহরের শেষ দুই রাকা‘আতের প্রত্যেক রাকা‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। এমনি ভাবে আসরের নামাযের শেষ দুই রাকা‘আতেও শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৭৭৬) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৫১) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৯৯) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৯৭৮) সুনানে দারেমী হাদীস নং (১২৬৮)

তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع .

رواه البخارى في “صحيحه” برقم (٧٨٩) كتاب الأذان‘ باب التكبير اذا قام من السجود و مسلم في 211 صحيحه “ برقم (٣٩٢) كتاب الصلاة‘ باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة...الخ .

অর্থ: হযরত আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. কে বলতে শুনেছি যে, প্রিয় নবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর আবার রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৭৮৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯২) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৩৬) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১০২২) সুনানে দারা কুতনী হাদীস নং (১০৯৯)

রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা

عن أبي يعفور قال : سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت الى جنب أبي فطبت بين كفى ثم وضعتها بين فخذي فنهاني أبى وقال كنا نفعل فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .

رواه البخارى في “صحيحه” برقم (٧٩٠) كتاب الأذان‘ باب وضع الأُكف على الركب في الركعة

অর্থ: হযরত আবু ইয়াফুর রহ. বলেন: আমি হযরত মুসআব ইবনে সাআদ রহ. কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: একবার আমি আমার পিতা হযরত সাআদ রাযি. এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম আর (রুকুর সময়) আমার উভয় হাত মিলিয়ে উভয় রানের মাঝে রেখে দিলাম। আমার পিতা আমাকে (এভাবে হাত রাখতে দেখে নামায শেষে) নিষেধ করে বললেনঃ আমরাও এভাবে হাত রাখতাম, অতঃপর আমাদেরকে এভাবে হাত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রেখে (হাঁটু ধরার) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং(৭৯০) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৬৭) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫৯)

রুকুতে হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা

عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي -ﷺ- كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. رواه ابن خزيمة في "صحيحه" ٣٢٤/١ (٦٤٢) والحاكم في "المستدرک" ٣٥٠/١ (٨٢٦) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره الزبيبي في "تلخيص المستدرک".

অর্থ: হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল রহ. স্বীয় পিতা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখতেন। আর যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখতেন। সূত্র: সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৪ (৬৪২) সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং (১৯২৫) মুস্তাদরাক ১/৩৫০ (৮২৬) তাবারানী কাবীর ২২/১৯ (২৬) (অবশিষ্ট-১৩)

রুকুতে উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা

عن عبد المالك بن عمرو قال: اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله -ﷺ- فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها ووتر يديه فنها بها عن جنبه. رواه الامام الترمذی في "جامعه" برقم (٢٦٠) وقال حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. كتاب الصلاة باب ما جاء انه يجا في يديه عن جنبه في الركوع.

অর্থ: হযরত আব্দুল মালেক ইবনে আমর রহ. বলেন: হযরত আবু হুমাইদ রাযি. ও হযরত আবু সাঈদ রাযি. ও হযরত সাহল বিন সাআদ রাযি. ও হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযি. এক মজলিসে বসে প্রিয়নবী ﷺ এর নামাযের আলোচনা করছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন: রুকুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত দ্বারা হাঁটু মজবুত করে ধরলেন এবং উভয় হাত ধনুকের রশির ন্যায় সোজা রাখলেন। আর বাহুকে পাড়ড থেকে পৃথক রাখলেন। সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৬০) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৪) (অবশিষ্ট-১৪)

রুকুতে পায়ের গোছা হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা

عن سالم البراء قال لنا أبو مسعود البدری: ألا أصلى لكم صلاة رسول الله -ﷺ- قال: فذكر فرقع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه وجا في ابطيه حتى استقر كل شيء منه.

رواه النسائي في "سننه الكبرى" ٢١٧/١ (٦٢٦). كتاب الصلاة باب التجا في في الركوع

অর্থ: হযরত সালেম বাররাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাকে হযরত আবু মাসউদ বদরী রাযি. বললেন: আমি কি আপনাকে প্রিয়নবী রাসূল ﷺ এর নামায দেখাব? এই বলে তিনি এক পর্যায়ে তাকবীর দিলেন, এরপর রুকু করলেন, আর আঙ্গুলসমূহ হাঁটুর উপর ফাঁক ফাঁক করে রাখলেন। এবং বাহুকে বগল থেকে দূরে রাখলেন, এমন কি শরীরের হাড়িডর প্রত্যেক জোড়া তার নির্ধারিত স্থানে বসে গেল। সূত্র: নাসাঈ শরীফ কুবরা ১/২১৭ (৬২৬) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৬৩) মুসনাদে আহমাদ ৪/১১৯ তাবারানী কাবীর ১৭/২৪০ (৬৬৮) (অবশিষ্ট-১৫)

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে হাড়িডর প্রত্যেক জোড়া তার নির্ধারিত স্থানে বসে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর রুকু অবস্থায় ইহার উপর পুরোপুরি আমল করা তখনই সম্ভব হবে যখন পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা থাকবে।

রুকুতে মাথা পিঠ ও কোমর সমান রাখা, মাথা উঁচু নিচু না করা

(১) عن عائشة قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . رواه مسلم في " صحيحه " برقم (٢٩٨) كتاب الصلاة ' باب الإعتدال في السجود .

(২) عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي -ﷺ- فذكرنا صلاة النبي -ﷺ- فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله -ﷺ- رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم بصر طهره .

رواه البخاري في " صحيحه " ١/ ١٩٩/ ٨٢٨ كتاب الأذان ' باب سنية الجلوس في التشهد .

অর্থ: (১) হযরত আয়িশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন মাথা নিচু করতেন না এবং উঁচু ও করতেন না, বরং মাথা পিঠ কোমরের সমান রাখতেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৯৮)

অর্থ: (২) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একদা সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আতের সাথে বসা ছিলেন, ইত্যবসরে হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী রাযি. বলে উঠলেন, প্রিয় নবী ﷺ এর নামায তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভালভাবে সংরক্ষণ করেছি, তিনি বলেন: আমি তাঁকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাতেন তখন তাঁর হাতের কজ্জি কাঁধ বরাবর (এবং আঙ্গুল কান বরাবর) রাখতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন উভয় হাত দ্বারা হাটুদ্বয়কে মজবুতভাবে ধরতেন, অনন্তর তিনি পিঠকে বিছিয়ে দিতেন। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯৯ (৮২৮)

উল্লেখ্য যে প্রথম হাদীস দ্বারা মাথাকে অন্যান্য অঙ্গের বরাবর রাখা ও দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা পিঠ সম্পূর্ণ বিছিয়ে রাখার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি ইবনে মাজার এক হাদীসে এসেছে যে, নবীজী ﷺ পিঠকে এমনভাবে বিছিয়ে দিতেন যে, উহার উপর পানি প্রবাহিত করে দিলে তা স্থির হয়ে যেত। দ্রষ্টব্য: ইবনে মাজার হাদীস নং (৮৭২)

রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়া

عن حذيفة بن اليمان انه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا ركع سبحان ربى العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات •

رواه ابن ماجه في “سننه” ٤٨٠/١ (٨٨٨) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها. باب التسييح في الركوع والسجود.
অর্থ: হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাক্বিয়াল আযীম পড়তেন। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাক্বিয়াল আ‘লা পড়তেন। সূত্র: ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮৮৮) সুনানে দারাকুতনী ১/৩৪০ (১২৭৮) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৩৩ (৬৬৮) তাহাভী শরীফ ১/২৩৫ (অবশিষ্ট-১৬)

রুকু হতে উঠার সময় ইমামের সামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ তারপর মুক্তাদীর রাক্বানা লাকাল হামদ এবং একাকী নামায আদায়কারীর উভয়টি বলা

(১) عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله ﷺ - ”إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتِمَ بِهِ“ وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ“ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ •
رواه البخارى في “صحيحه” ١٧٩/١ (٧٣٤) كتاب الأذان ‘ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.

(২) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا بصير يقول: كان رسول الله ﷺ - إذا قام إلى الصلاة ‘ يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وبو قائم : ربنا لك الحمد.

رواه البخارى في “صحيحه” ١٩٠/١ (٧٨٩) كتاب الأذان ‘ باب التكبير إذا قام من السجود.
অর্থ: (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম এই জন্য বানানো হয়েছে যেন তার ইজ্জিদা করা হয়, ইমাম যখন “সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলে তখন তোমরা “রাক্বানা লাকাল হামদ” বলবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৭৯ (৭৩৪)

অর্থ: (২) হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. কে বলতে শুনেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন, এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন, এরপর রুকু থেকে উঠার সময় তিনি “সামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলতেন। এরপর পূর্ণ সোজাভাবে দাঁড়িয়ে “রাক্বানা লাকাল হামদ” বলতেন। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯০ (৭৮৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯২) বাইহাকী ২/১২৭ (২৭৬৮)

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় হাদীসে যখন নবী কারীম ﷺ একা নামায পড়তেন তখনকার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

তাকবীর বলা অবহায সিজদায় যাওয়া

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدًا ١٠
رواه البخاري في “صحيحه” ١٩٣/١ (٨٠٣) كتاب الاذان ‘ باب يهوي بالتكبير حين يسجد. ومسلم في “صحيحه” برقم (٣٩٢) كتاب الصلاة‘ باب اثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة...
অর্থ: হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন, চাই তা ফরজ নামায হোক বা অন্য নামায হোক। রমাযান মাস হোক বা অন্য মাস হোক। নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন, এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর রুকু থেকে সিজদায় যাওয়া অবস্থায় আল্লাহ আকবার বলতেন।
সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯৩ (৮০৩) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৩৯২) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৩৬) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১০২৩) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫৪)

সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা

عن وا ثل بن حجر قال : رأيت النبي - ﷺ - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه .
رواه الإمام أبو داود في “سننه” برقم (٨٣٨) كتاب الصلاة‘ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه .

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন উভয় হাত মাটিতে রাখার পূর্বে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখতেন, আর যখন সিজদা হতে উঠতেন তখন উভয় হাঁটু উঠানোর পূর্বে উভয় হাত জমীন থেকে উঠাতেন। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৩৮) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৬৮) নাসাঈ শরীফ ২/৫৫৩ (১০৮৮) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮৮২) দারেমী হাদীস নং (১২৯৪) মুস্তাদরাক হাদীস নং (৮২২) (অবশিষ্ট-১৭)

সিজদায় কান বরাবর উভয় হাত রাখা

عن وا ثل بن حجر قال : قلت لأبى داود إلى رسول الله - ﷺ - كيف يصلي؟ قال : ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه .

رواه الإمام أحمد في “مسنده” ٣١٧/٤ (١٨٨٥٨) وأبو داود في “سننه” برقم (٧٢٦) كتاب الصلاة‘ باب رفع اليدين. في الصلاة .

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, আমি হযরত রাসূল ﷺ এর নামায দেখব তিনি কিভাবে নামায পড়েন? এরপর তিনি পূর্ণ নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে সিজদা সম্পর্কে বললেন যে, নবী ﷺ যখন সিজদা করলেন তখন কান বরাবর উভয় হাত রাখলেন। সূত্র: মুসানাদে আহমাদ ৪/৩১৭ আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৬) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১২৬৫) ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান হাদীস নং (১৮৬) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৩ (৬৪১) তহাভী শরীফ ১/২৫৭ সুনানে দারাকুতনী হাদীস নং (১১২১) (অবশিষ্ট-১৮)

সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা

عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي الله - ﷺ - فذكروا صلاة رسول الله - ﷺ -
 ٠٠٠ فقال : فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل أطراف أصابعه القبلة... الخ.
 رواه ابن خزيمة في "صحيحه" ٣٢٤/١ (٦٤٣) كتاب الصلاة ' باب استقبال أصابع اليدين من القبلة في
 السجود.

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয় নবী ﷺ এর কয়েকজন সাহাবার রাযি. সাথে বসা ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। একজন সাহাবী রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাত এমনভাবে রাখতেন যে তা বিছিয়েও দিতেন না। আবার সংকুচিতও করে রাখতেন না এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতেন। সূত্র: সহীহে ইবনে খুযাইমাহ ১/৩২৪ (৬৪৩) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৩২) হাদীসটির সনদের একজন রাবী ঈসা ইবনে ইবরাহীম ব্যতীত বাকী সকলেই বুখারী শরীফের রাবী এবং নির্ভরযোগ্য। আর ঈসা ইবনে ইবরাহীমও ثقة (নির্ভরযোগ্য)। দ্রষ্টব্য: তাকরীবুত্তাহযীব পৃষ্ঠা-২৩২

সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা

عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي - ﷺ - كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه.
 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" انظر "الإحسان" ١٥١/٣ (١٩١٦)

অর্থ: হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুযর রহ. তার পিতা ওয়ায়েল রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখতেন এবং যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখতেন। সূত্র: সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১৫১ (১৯১৬) মুত্তাদারাক ১/৩৫০ (৮২৬) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৪ (৬৪২) (অবশিষ্ট-১৯)

দুই হাতের মাঝখানে খালী জায়গায় মুখমণ্ডল রেখে সিজদা করা এবং নাকের দৃষ্টি অগ্রভাগের দিকে রাখা

(١) عن علقمة بن وائل بن حجر أنه رأى النبي - ﷺ - "رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر... فلما سجد سجد بين كفيه."
 رواه الامام مسلم في "صحيحه" برقم (٤٠١). كتاب الصلاة ' باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام...

(٢) عن عائشة... دخل رسول الله - ﷺ - الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها.

رواه الحاكم في "المستدرک" ٤٧٩/١ (١٧٦١) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

অর্থ: (১) হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজর রহ. ও তাদেরই একজন দাস তাঁর পিতা ওয়ায়েল রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রিয় নবী ﷺ কে দেখেছেন যে তিনি নামায শুরু করার সময় উভয় হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন উভয় হাতের মাঝখানে চেহারা রেখে সিজদা

করতেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪০১) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং(৭২৩) মুসনাদে আহমদ ৪/৩১ (১৮৮৬৬) মুসনাদে আবু আওয়ানা ১/৫০৩ (১৮৭৯) সহীহে ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান হাদীস নং (১৮৬২) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩২৩(৬৪১)

অর্থ:(২) হযরত আয়িশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কা'বা শরীফ প্রবেশ করেন তখন তিনি কা'বা শরীফ থেকে রের হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টিকে সিজদার জায়গা থেকে হটাননি। (বি: দ্র: সিজদায় নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখলে সিজদার স্থানে নজর রাখা হয়।) সূত্র: মুসতাদরাকে হাকিম ১/৪৭৯ (১৭৬১) (অবশিষ্ট-২০)

সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা

عن محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته وبو في عشرة من أصحاب النبي - ﷺ - أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ - إلى أن قال : ثم بوي ساجدا وقال : "الله أكبر" ثم جا في وفتح عضديه عن بطنه .

رواه الإمام أحمد في "مسنده" ٢٢٤/٥ (٢٣٦٢) وفي رواية لأبي داود: "وإذا سجد فرج بين فخذه غير حامل بطنه على شيء من فخذه" سنن أبي داود رقم الحديث (٧٣٥) كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة .

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে আতা রহ. হযরত আবু হুমাঈদী আস্‌সাদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন এমতাবস্থায় যখন তিনি দশজন সাহাবীদের রাযি. মাঝে অবস্থান করছিলেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবয়ী রাযি. “তোমাদের মধ্যে আমিই প্রিয় নবী ﷺ এর নামায সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অবগত। (এ কথা বলে) তিনি সবাইকে নামায দেখাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি আল্লাহ আকবার বলে সিজদা করলেন এরপর তিনি পেট থেকে উরু পৃথক রাখলেন এবং ঘুরে রাখলেন। সূত্র: মুসনাদে আহমদ ৫/৪২৮(২৩৬৬২) বাইহাকী শরীফ ২/১১৫ (২৭১২)

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এরূপ আছে “এরপর যখন সিজদাহ করলেন তখন উরুদ্বয়কে পৃথক রাখলেন। এবং উরুর কোন অংশের উপর পেট রাখলেন না। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৩৫) (অবশিষ্ট-২১)

সিজদায় কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা

عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - قال : "اعتدلوا في السجود ولا ينسبط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ."

رواه البخاري في "صحيحه" ١٩٨/١ (٨٢٢) كتاب الأذان باب لا يفتش ذراعيه في السجود.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. প্রিয় নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন, “তোমরা ধীরস্থিতার সাথে সিজদা কর এবং তোমাদের কেউ সিজদার মধ্যে কনুইকে কুকুরের মত জমীনে বিছিয়ে রাখবে না”। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৮২২) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৯৩) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং(৪৩৯) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১১৮৩) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৭৬) ইবনে

মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৮৯২) মুসনাদে আহমাদ ৩/১১৫ (১২১৪৯) সুনানে দারেমী হাদীস নং (১২৯৬)

সিজদায় কমপক্ষে তিন বার সিজদার তাসবীহ পড়া

عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول : اذا ركع "سبحان ربّي العظيم" ثلاث مرات "واذ اسجد قال : "سبحان ربّي الأعلى" ثلاث مرات.

رواه ابن ماجه في " سننه " ৪০/১ (১১৮৮) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها. باب التسبيح في الركوع والسجود.

অর্থ: হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাক্বিয়াল আযীম পড়তেন। আর যখন সিজদা করতেন তখন তিন বার সুবহানা রাক্বিয়াল আ'লা পড়তেন। সূত্র: ইবনে মাজাহ হাদীস নং (৮৮৮) সুনানে দারাকুতনী ১/৩৪০ (১২৭৮) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৩৩ (৬৬৮) তহাভী শরীফ ১/২৩৫ (অবশিষ্ট-২২)

তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদা থেকে উঠা

عن سعيد بن الحارث قال : صلى لنا أبو سعيد ، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال : بكذا رأيت النبي - ﷺ - .

رواه البخارى في "صحيحه" ১৭৮/১ (১২৫) كتاب الأذان' باب يكبر ويو ينهض من السجدين.

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনুল হারেছ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. একদা আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। এ ধারাবাহিকতায় যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন তিনি আওয়াজ করে তাকবীর দিলেন এবং যখন সিজদা করলেন এবং যখন দুই রাকা'আত পরে বৈঠক শেষে উঠে দাঁড়ালেন (তখন ও তিনি আওয়াজ করে তাকবীর দিলেন) অতঃপর তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী ﷺ কে এরূপই করতে দেখেছি। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৯৮(৮২৫) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/২৯১ (৫৮০) মুসনাদে আহমদ ৩/১৮ (১১১৪০) মুস্তাদরাক ১/২২৩ (৮১৩) বাইহাকী ২/১৮ (২২৭৬)

সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে উভয় হাত তারপর হাঁটু উঠানো

عن وا ثل بن حجر قال : رايت رسول الله - ﷺ - "إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".

رواه الترمذى في "جامعه" برقم (২৬৮) وقال: "بذا حديث حسن غريب" كتاب الصلاة' باب ماجاء في وضع الركبتين قبل اليدين.

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ কে দেখেছি যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন মাটিতে উভয় হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন এরপর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন উভয় হাঁটু

উঠানোর পূর্বে উভয় হাত মাটি থেকে উঠাতেন। সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৬৮) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা, উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ সাধ্যমত কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা

(১) عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنها - قال : من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى .

رواه النسائي في "سننه" ١٤٧/٢ (١١٥٨) كتاب التطبيق ' باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد .

(২) (عن عائشة قالت : كان رسول الله - ﷺ - يستفتح الصلاة بالتكبير ... إلى أن قال : "وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ... الخ."

رواه الإمام مسلم في "صحيحه" برقم (٤٩٨) كتاب الصلاة ' باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به... الخ .

অর্থ: (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নিজ পিতা উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, “নামাযে সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রাখা এবং উহার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে করে দেওয়া, আর বাম পায়ের উপর বসা। সূত্র: নাসাঈ শরীফ ২/৫৮৬ (১১৫৬) হাদীসটির সনদ সহীহ। দ্রষ্টব্য: আসারুস সুনান পৃষ্ঠা-১৫৪ (অবশিষ্ট-২৩)

অর্থ: (২) হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ নামাযকে তাকবীরের মাধ্যমে শুরু করতেন।....(এবং যখন বসতেন তখন) বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং(৪৯৮)

বৈঠকে উভয় হাত, রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা

عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى... الخ .

رواه الإمام مسلم في "صحيحه" برقم (٥٧٩) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ' باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين .

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ যখন তাশাহহুদে বসতেন তখন বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন, আর ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৫৭৯)

বসা অবস্থায় দৃষ্টি উভয় হাঁটুর দিকে রাখা

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان رسول الله - ﷺ - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته .

رواه أبو داود في "سننه" برقم (٩٩٠) كتاب الصلاة ' باب الإشارة في التشهد

অর্থ: হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন প্রিয় নবী ﷺ যখন তাশাহহুদে বসতেন তখন ডান

হাতকে ডান রানের উপর রাখতেন এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখতেন। আর দৃষ্টিকে ইশারার স্থান অর্থাৎ হাঁটু থেকে হটাতেন না। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৯০) নাসাই শরীফ ৩/২৮ (১২৭৫) মুসনাদে আহমাদ ৪/৩ (১৬১০৬) মুসনাদে আবু আউয়ানা ১/৫৩৯ (২০১৮) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৫৫ (৭১৮) সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস নং (১৯৪৪) হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনা কারী ثقَات (নির্ভরযোগ্য) বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

বৈঠকে আশহাদু বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা এক সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং লা-ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করা

عن وا ثل بن حجر قال : لا نظرن إلى صلاة رسول الله - ﷺ -....”ثم جلس فافترش رجله اليسرى“ ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحده مرفقة الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنيتيه وحلق حلقة“ ورأيت يته يقول : بكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى“ وأشار بالسبابة .

رواه أبو داؤد في “سننه” برقم (٧٢٦) كتاب الصلاة : باب رفع اليدين في الصلاة.

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, আমি প্রিয় নবী ﷺ এর নামায দেখব (তিনি পূর্ণ নামাযের বর্ণনা দিয়ে তাঁর বসা সম্পর্কে বললেন) এরপর রাসূল ﷺ বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসলেন আর বাম হাত বাম রানের উপর রাখলেন। আর ডান হাতের কনুইকে ডান রানের উপর উঁচু করে রাখলেন এবং (কনিষ্ঠা ও অনামিকা) এই দুই আঙ্গুলকে মুড়িয়ে রাখলেন। এবং (মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে) গোলাকার বৃত্ত বানালেন (এ পর্যন্ত এসে বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) আমি প্রিয়নবী ﷺ কে দেখলাম যে তিনি এরূপ করেছেন। (কিরূপ করেছেন সেটা সাহাবী রাযি. কাজের মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদেরকে দেখিয়েছেন। আর সেই আকৃতিটাকে ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ মুসাদ্দাদ তাঁর উস্তাদ বিশির থেকে এভাবে ব্যক্ত করেন যে) তাঁর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানান এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭২৬) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৯১২) হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী ثقَات সুতরাং এর সনদ সহীহ।

তাশাহুদে ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙ্গুলের মাথা সামান্য ঝুকানো

عن مالك بن نمير الحزامي عن أبيه قال رأيت رسول الله - ﷺ - وبوقاعد في الصلاة قد وضع ذراع اليمنى على فخذه اليمنى رافعا يصبغ السبابة قد أحناها شيئا وبوق يدعو .
رواه و احمد في “مسنده” ٤٧١/٣ (١٥٨٧٢) والنسائي في “سننه” ٢٨/٣ (١٢٧٤) كتاب السهو : باب إحناء السبابة في الإشارة.

অর্থ: হযরত মালেক ইবনে নুমাইর আলখুযায়ী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি প্রিয়নবী ﷺ কে নামাযে বসা অবস্থায় দেখেছি যে ডান হাতকে ডান রানের উপর রাখলেন এমতাবস্থায় যে, ইশারা করার সময় শাহাদাত

আঙ্গুল উঁচু করে রাখলেন, আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় সামান্য নীচে ঝুঁকিয়ে দিলেন। সূত্র: নাসাঈ শরীফ ৩/২৮ হাদীস নং ১২৭৪ আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৯১) সহীহে ইবনে হিব্বান হাদীস নং (১৯৪৬) মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৭১ (১৫৮৭২) সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/৩৫৫ (৭১৬) বাইহাকী শরীফ ২/১৮৯ (২১৮৫) (অবশিষ্ট-২৪)

আখেরী বৈঠকে আন্তাহিয়াতু পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أبدى لك بديع سمعتها من النبي ﷺ - فقلت بلى ، فأبدىها لي فقال : سألنا رسول الله ﷺ - فقلنا : يا رسول الله ! كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ فان الله قد علمنا كيف يسلم عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
رواه البخارى في "صحيحه" برقم (٣٣٧٠) كتاب أحاديث الأنبياء. رقم الباب (١٠) .

অর্থ: হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত কা'আব ইবনে উজরাহ রাযি. এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিয়া দিব যা আমি প্রিয় নবী ﷺ থেকে শুনেছি? হযরত আবদুর রহমান রাযি. বলেন: আমি বললাম অবশ্যই দিন, হযরত কা'আব ইবনে উজরাহ রাযি. বলেন: আমরা রাসূল ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম হে-আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কিভাবে দরুদ পাঠাব? কেননা আল্লাহ তা'আলাতো আপনার উপর কিভাবে সালাম পাঠাতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দরুদে ইবরাহীমী পড়তে নির্দেশ দিলেন। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৩৩৭০) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৯০৮) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৭৬) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৪৮৩) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১২৮৮) ইবনে মাজা শরীফ হাদীস নং (৯০৪)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা শেষ বৈঠকে আন্তাহিয়াতুর পর দরুদ শরীফ পড়া সুন্নাত হওয়া এভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে আন্তাহিয়াতুর পর দরুদ শরীফ পড়ার অধ্যায়ে এনেছেন। যেমন ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটিকে এনেছেন باب الصلاة على النبي ﷺ - بعد التشهد এর অধীনে।

দরুদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুরা পড়া

عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ﷺ - "علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : قل : اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم"
رواه البخارى في "صحيحه" برقم (٨٣٤) كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام. ومسلم في "صحيحه" برقم (٤٨٦٩) كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ.

অর্থ: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী ﷺ এর নিকট আবেদন করলাম যে, আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা

আমি নামাযে পড়ব। তিনি বলেন প্রিয় নবী ﷺ আমাকে দু‘আয়ে মাছুরা পড়ার নির্দেশ দিলেন। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং (৮৩৪) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৬৮৬৯) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৩৫৩১) নাসাই শরীফ হাদীস নং (৬৩০৩) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৩৮৩৫)

উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত দু‘আয়ে মাছুরা পড়ার স্থান যদিও নিদিষ্ট করা হয়নি কিন্তু একথা স্বীকৃত যে নামাযে কোন লম্বা দু‘আ পড়তে হলে তা দুরূদ শরীফের পরে পড়তে হবে। আর এ জন্যই উলামাগণ বিভিন্ন প্রকার দু‘আ যা নামাযের মধ্যে পড়া প্রমাণিত তা দুরূদের অধ্যায়ের পরে উল্লেখ করেছেন।

উভয় দিকে সালাম ফিরানো

عن عبد الله عن النبي - ﷺ - أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ‘ السلام عليكم ورحمة الله.”

رواه الترمذی فی “جامعہ” برقم (۲۹۵) أبواب الصلاة ‘ باب ما جاء فی التسليم فی الصلاة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم.

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. প্রিয় নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে প্রিয় নবী ﷺ ডান দিকে আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন, এরপর বাম দিকে আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সোম ফিরাতেন। (সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও তাঁদের পরবর্তী অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল এই হাদীসের বিষয় বস্তুর উপরই ছিল।) সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৯৫) ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন হাদীসটি “হাসান সহীহ”।

ডান দিকে সালাম ফিরানো

عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله - ﷺ - يسلم عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم في “صحيحه” برقم (৫৮২) كتاب المساجد و مواضع الصلاة ‘ باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها ويكفيته.

অর্থ: হযরত আমের ইবনে সা‘আদ রাযি. স্বীয় পিতা হযরত সা‘আদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি প্রিয় নবী ﷺ কে (প্রথমে) ডান দিকে সালাম ফিরাতে (এরপর) বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখে ছিলাম। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদিস নং (৫৮২)

ইমাম সাহেবের উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়্যত কর

عن جابر بن سمرة مرفوعا قال : ” انما يكفى أحكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه و شماله.”

رواه مسلم في “صحيحه” برقم (৬৩১) كتاب الصلاة ‘ باب الأمر بالسكون في الصلاة و النهي عن الاشارة و رفعها عند السلام

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের জন্য এটা যথেষ্ট যে (নামাযে বসা অবস্থায়) নিজ হাত কে নিজ রানের উপর রাখবে, এরপর নিজের ডান দিকের এবং বাম দিকের ভাইকে সালাম দেয়ার নিয়্যতে সালাম দিবে। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪০১) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (১০০১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে ইমাম কর্তৃক সালাম করার সময় নিয়্যত করা এবং সেই নিয়্যতে তার ডানে বামের ফেরেশতা জিন ও ইনসান সবাই দাখিল আছে।

মুজাদীগণের উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা

(১) عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ: ... إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على أخيه من على يمينه و شال. رواه مسلم في "صحيحه" برقم (٤٣١) كتاب الصلاة ' باب الامر بالسكون في الصلاة).

(২) عن حماد قال: "إذا كان الإمام عن يمينك فسلمت عن يمينك و نويت الإمام في ذلك ' و إذا كان عن يسارك و نويت الإمام في ذلك أيضا و إذا كان بين يديك فسلمت عليه في نفسك ' ثم سلمت عن يمينك و شالك."

رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢٢٤/٢ (٣١٥٢) باب الرد على الإمام .

(৩) عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نسلم على أئمتنا و أن يسلم بعضنا على بعض . رواه الإمام ابن ماجه في "سننه" برقم (٩٢٢) كتاب اقامه الصلاة' باب رد السلام على الإمام.

অর্থ: (১) হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:.... প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে স্বীয় হাত রানের উপরে রাখবে। অতঃপর স্বীয় মুসল্লী ভাইদেরকে সালাম করবে। (অর্থাৎ সালাম করার নিয়্যত করবে।) সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪০১)

অর্থ: (২) হযরত হাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ইমাম আপনার ডান দিকে থাকেন তখন ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করবেন। আর যখন ইমাম আপনার বাম দিকে থাকেন, তখন বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় ইমামকে সালাম করার নিয়্যত করবেন। আর যখন ইমাম আপনার বরাবর থাকবেন, তখন (উভয় সালামে) মনে মনে তাঁকে সালাম করার নিয়্যত করবেন এবং ডানে-বামে সালাম ফিরাবেন। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২২৪ (৩১৫২) (অবশিষ্ট-২৫)

অর্থ: (৩) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের ইমামদের সালাম

(করার নিয়্যত) করি এবং আমাদের একে অপরকে সালাম (করার নিয়্যত) করি
সূত্র: ইবনে মাজাহ ১/৪৯৭ (৯২২) আবু দাউদ হাদীস নং (১০০১) (অবশিষ্ট-২৬)

একাকী নামায আদায়কারীর শুধু ফেরেশতগণের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ليس عن يميني أحد و عن يساري أناس قال: فأبدأ، فسلم من على يمينك من أجل الملائكة ثم سلم على الذي يسارك.

رواه عبد الرزاق في “مصنفه” ২/২১ (৩১৪০) باب التسليم

অর্থ: হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আতা রহ. এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম মুসল্লীর ডানে কেউ নেই অথচ বামে অনেক লোক রয়েছে এমতাবস্থায় সে ডানে সালাম ফিরানোর সময় কার নিয়্যত করবে? উত্তরে হযরত আতা রহ. বললেন: তুমি ডান দিক থেকে সালাম দেওয়া শুরু কর। আর ডান দিকের সালামে ডান দিকের ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়্যত করবে। আর বাম দিকের সালামে বাম দিকের মুসল্লীদেরকে সালাম করার নিয়্যত করবে। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ২/২২১ (৩১৪০) হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী সিকাহ, সুতরাং এটা সহীহ।

উক্ত হাদীসটি যদিও মাকতূ কিন্তু এ বিষয় যেহেতু কিয়াস করে বলা যায় না তাই উসূলে হাদীস অনুযায়ী নিশ্চয় তিনি কোন সাহাবী রাযি. থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আর ঐ সাহাবী রাযি. নবী (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুজাদীগণের ইমামের সাথে সালাম ফিরানো

عن عتيان بن مالك يقول: “كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي - ﷺ - فقام رسول الله - ﷺ - فصفنا خلفه ثم سلم و سلمنا حين سلم.

رواه البخاري في “صحيحه” ২/১ (৪৪০) كتاب الأذان ‘ باب من لم يرد السلام على الإمام و أكتفى بتسليم الصلاة

অর্থ: হযরত ইতবান ইবনে মালেক রাযি. বলেন আমি একদা বনী সালেমের নিকট এসে নামায আদায় করলাম এরপর আমি প্রিয় নবী ﷺ এর নিকট আসলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও হুজুর ﷺ এর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামায শেষে) সালাম ফিরালেন। আমরাও প্রিয় নবী ﷺ এর সালামের সাথে সালাম ফিরলাম। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২০২ (৮৪০)

ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো

عن نافع قال: “كان ابن عمر إذا سبق بشئ من الصلاة، فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاتته... إلخ
رواه عبد الرزاق في “مصنفه” ২/২৫ (৩১৫৬) باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاتته إذا سلم الإمام

হযরত নাফে রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ইবনে উমর রাযি. এর যখন নামাযের কোন রাকা‘আত ছুটে যেত তখন তিনি ইমামের (উভয় দিকে) সালাম ফিরানো শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামায আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ২/২২৫ (৩১৫৬) (অবশিষ্ট-২৭)

দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা

عن إبراهيم أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله يرفع صوته و عن يساره السلام عليكم ورحمة الله أخفض من الأول . رواه ابن أبي شيبة في “مصنف” ٢٦٧/٢ (٣٠٥٧)

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান দিকের আসসালামু ‘আলাইকুম উচ্চ শব্দে বলতেন, আর বাম দিকের আসসালামু ‘আলাইকুম প্রথম সালামের চেয়ে আস্তে বলতেন। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২৬৭ (৩০৫৭) (অবশিষ্ট-২৮)

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে

নামাযের শুরুতে মহিলাগণ সিনা ও কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে

عن وائل بن حجر قال : جئت النبي - ﷺ - فقال : بنا وائل بن حجر جائك لم يحنكم رغبة ولا رغبة جائك حبا لله ورسوله ... الخ فقال لي رسول الله - ﷺ - يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك . والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها . رواه الإمام الطبراني في “الكبير” ٢٠/٢٢ (٢٨)

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলাম। এরপর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললাম এই হল ওয়ায়েল ইবনে হুজর। আপনার দরবারে এসেছে, ভয়ে বা আশায় আসেনি বরং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ভালবাসায় এসেছে। তিনি বলেন (এক প্রসঙ্গে) প্রিয়নবী ﷺ আমাকে বললেনঃ হে ওয়ায়েল ইবনে হুজর! তুমি যখন নামায পড়বে তখন তোমার হাতদ্বয় কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা তার হাতকে সিনা বরাবর উঠাবে। সূত্র: তাবারানী কাবীর ২২/২০ (২৮) (অবশিষ্ট-২৯)

নামাযে মহিলাদের হাত উড়ানার মধ্যে থাকবে

(٢) عن بن مسعود عن النبي - ﷺ - قال : المرأة عورة ... الخ. رواه الامام الترمذی في 211 جامع. برقم (١١٧٣) كتاب الرضاع . رقم الباب (١٨) و قال : بنا حديث حسن غريب

অর্থ: হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ ফরমানঃ মহিলা হলে হতর। (অর্থাৎ, আবৃত থাকার বস্তু) সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১১৭৩) সহীহ ইবনে খুযাইমা ৩/৯৩ (১৬৮৬) সহীহ ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান হাদীস নং (৫৫৯৮) তাবারানী কাবীর ৯/২০৮ (৮৯১৪) হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্য: নসবুর রায়হ ২৯৮

স্মর্তব্য যে, বর্ণিত হাদীসে যেহেতু মহিলাকে আবৃত থাকার বস্তু বলা হয়েছে কাজেই, তারা নামাযের মধ্যে পুরুষের ন্যায় হাতকে আঁচলের ভিতর থেকে বের

করবেনা। তাছাড়া এ বক্তব্য হযরত আতা রহ. এর এক কণ্ডল দ্বারাও সমর্থিত হয়। তিনি বলেন: تجمع المرأة يديها في قيامها ما استطاعت

অর্থাৎ: মহিলাগণ দাঁড়ানো অবস্থায় হাতদ্বয়কে সম্ভাব্য জমিয়ে রাখবে। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৭) হাদীসটির সনদ সার্বিক বিচারে সহীহ।

মহিলাদের রুকু ও সিজদার নিয়ম

(৩) عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - ﷺ - مرَّ على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضماً بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل.

رواه الأمام أبوداود في “مراسيله” برقم (٨٧)

অর্থ: হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ একদা নামাযরত দুজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা যখন সিজদা করবে তখন দেহের কিছু অংশকে জমীনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা মেয়েরা এক্ষেত্রে পুরুষের মত নয়। সূত্র: মারাসীলে আবু দাউদ হাদীস নং (৮৭) (অবশিষ্ট-৩০)

মোট কথা মহিলারা সকল রুকন যথাসম্ভব সংকুচিত হয়ে আদায় করবে। হযরত আতা রহ. এর অপর একটি উক্তি থেকেও এ কথাই সমর্থিত হয়। তিনি বলেন:

تجمع المرأة إذا ركعت. ترفع يديها إلى بطنها، وتجمع ما استطاعت فإذا سجدت فلتضم يديها إليها وتنضم بطنها و صدرها إلى فخذيها وتجمع ما استطاعت
رواه عبد الرزاق في “مصنفه” ١٣٧/٣ .

অর্থাৎ, মহিলা যখন রুকু করবে তখন জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। হাতদ্বয়কে পেটের সাথে মিলিয়ে নিবে এবং যথা সম্ভব সংকুচিত হয়ে থাকবে আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয়কে দেহের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পেট ও সিনাকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। এবং সম্ভাব্য সংকুচিত হয়ে থাকবে। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৯) হাদীসটির সনদ সহীহ।

অনুরূপভাবে এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী রহ. ও হযরত কাতাদার রহ. কণ্ডল লক্ষণীয় তারা বলেন:

إذا سجدت المرأة فإنها تضم ما استطاعت ولا تتجافى لكى لا ترفع غيرتها.

অর্থাৎ, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যথা সম্ভব সংকুচিত হয়ে থাকবে এবং ছড়িয়ে থাকবে না যাতে করে তার কোমর উঁচু না হয়ে যায়। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭ (৫০৬৮) হাদীসটির সনদ সহীহ। অনুরূপ কণ্ডল হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকেও বর্ণিত আছে। তা নিম্নরূপঃ

নামাযে মহিলাদের বসার নিয়ম

(৪) عن إبراهيم قال : و تجلس المرأة من جانب في الصلاة

رواه الامام ابن أبي شيبة في “مصنفه” ٢٤٣/١ قلت : هذا إسناد صحيح.

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলা নামাযের মধ্যে তার এক পার্শ্বে বসবে। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১/২৪৩ (২৭৯২) সনদটি সহীহ।

হযরত কাতাদা রহ. থেকে অপর এক রিওয়াযাতে একথা সুস্পষ্টভাবে রয়েছে যে, মহিলা দুই সিজদার মাঝখানে বাম পার্শ্বের উপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রায়্যাক ৩/১৩৯ (৫০৭৫) সনদটি সহীহ।

আলোচ্য হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রতীয়মাণ হল যে, পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে কোন কোন জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। কাজেই যারা একথা বলেন যে, উভয়ের নামায একই, কোন পার্থক্য নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। এখানে আমরা শুধু কয়েকটি পার্থক্যের প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এছাড়াও আরো পার্থক্য রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের রচিত “নবীজীর (ﷺ) সুন্নাত” নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জামা‘আত করা যাবেনা

عن أبي بكر ؓ أن رسول الله - ﷺ - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة ‘ فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أبه فصلى بهم.

رواه الطبرانی في “الأوسط” برقم (٤٦٠١) كذا في “مجمع الزوائد” ١٣٥/٢.

অর্থ: হযরত আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত একদা প্রিয়নবী ﷺ মদীনার কোন এক প্রান্ত থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে আসলেন। এসে দেখলেন, লোকেরা নামায আদায় করে ফেলেছেন। তাই বাসায় গিয়ে নিজের পরিবারের লোকদেরকে জমা করে তাদেরকে নিয়ে জামা‘আতে নামায আদায় করলেন। সূত্র: তাবারানী আউসাত হাদীস নং (৪৬০১) মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৩৫ আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন: رجا له ثقا ১ অর্থাৎ, সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

শুধু মহিলাদের জামা ‘আত করা মাকরুহ

عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال : “لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد أو في جنازة قتيل”
رواه الإمام احمد في “مسنده” ٦٦/٦.

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, মহিলাদের জামা‘আতের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে মসজিদে বা শহীদের জানাযার নামাযে হলে সে কথা ভিন্ন। সূত্র: মুসনাদে আহমাদ ৬/৬৬ তাবারানী আউসাত ৯/২৪৬ (৯৩৫৯) (অবশিষ্ট-৩১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে মহানবী ﷺ মহিলাদের পারম্পরিক জামা‘আত কে অপছন্দ করেছেন এবং অপর এক হাদীসে মহানবী ﷺ গৃহের অন্দর মহলে যেখানে জামা‘আত করা সম্ভব নয় সেখানে মহিলাদের নামাযকে সব চেয়ে উত্তম

নামায বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূত্র: মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০১ সহীহে ইবনে খুযাইমা ৩/৯২ মুত্তাদরাকে হাকিম ১/২০৯

সুতরাং তারপরও মহিলাদের পরস্পরে জামা‘আত করা হলে তা যে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

স্মর্তব্য যে, পরবর্তীকালে নবী কারীম ﷺ মহিলাদেরকে মসজিদের জামা‘আতে শরীক হতে নিষেধ করেছেন যার দলীল সামনে আসছে। সুতরাং হাদীসের শেষের অংশের দ্বারা মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামা‘আতে নামায আদায় করার কথা বাহ্যতঃ বুঝে আসলেও এখন আর এর উপর আমল করা যাবে না।

ওয়াক্তিয়া নামায, জুমু‘আ ও ঈদের জামা‘আতে মহিলাদের শরীক হওয়া নিষেধ

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي - ﷺ - تقول : لو أن رسول الله - ﷺ - رأى ما أحدث النساء لمنعن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قال : فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل ممنعن المسجد ؟ قالت : نعم.

رواه الإمام مسلم في 211 صحيحه“ برقم (٢٢٥) كتاب الصلوة ‘ باب خروج النساء إلى المساجد. و البخارى في صحيحه “ ٢٠٨/١ (٨٦٩) كتاب الأذان ‘ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم

অর্থ: হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ এর সহধর্মীনী হযরত আয়িশা রাযি. কে বলতে শুনেছি, “প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইত্তিকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বর্ণনাকারী বলেন), আমি হযরত আমরাহ রহ. কে বললাম: বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে কি মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি জবাব দিলেন যে, হ্যাঁ। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২০৮(৮৬৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪৪৫) মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং (২৬০৪১)

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা মহিলাদের জন্য ওয়াক্তিয়া ও জুমু‘আর নামায আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে গমনের নিষিদ্ধতা বুঝা যাচ্ছে। আর এ নিষিদ্ধতার কারণ তথা ফিতনার আশংকা যেহেতু ঈদের নামাযে অংশ গ্রহণের মধ্যে বিদ্যমান বেশী, তাই মহিলাদেরকে ঈদের নামাযে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে একাধিক সাহাবা রাযি. ও তাবেঈ থেকে হাদীস ও বর্ণিত আছে। সেই হাদীস গুলো নিম্নরূপঃ

(১) عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يخرج نساء في العيدين.

رواه ابن أبي شيبة في “مصنف” ٤/٢ (٥٧٩٤) من كره خروج النساء إلى العيدين . قلت : رجال الإسناد كلهم ثقات .

(২) عن إبراهيم قال : يكره خروج النساء في العيدين.

رواه ابن أبي شيبة في “مصنف” ٣/٢ (٥٧٩٣) في الباب السابق . قلت : رجال الإسناد كلهم ثقات.

(৩) عن بشام بن عروة عن أبيه ” انه كان لا يدع امرأة من أبله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. “
رواه ابن أبي شيبة في ” مصنفه “ ٤/٢ (٥٧٩٥) قلت : رجال الإسناد كلهم ثقات

অর্থ: (১) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে ঈদের নামাযে যেতে দিতেন না। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪ (৫৭৯৪) হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ সুতরাং ইহা সহীহ।

অর্থ: (২) হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. বলেন মহিলাদের জন্য ঈদের নামাযে গমন করা মাকরুহে তাহরীমী। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪ (৫৭৯৩) হাদীসটি সহীহ।

অর্থ: (৩) হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার পরিবারের কোন মেয়েকে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা কোনটিতেই যেতে দিতেন না। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪ (৪৭৯৫) হাদীসটি সহীহ।

নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার পর আর হাত উঠাবে না

عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - ﷺ - فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة .

رواه الترمذی في ” جامعہ “ برقم (٢٥٧) و قال حديث ابن مسعود حديث حسن . و به يقول غير واحد من أبل العلم من اصحاب النبي - ﷺ - والتابعين . و هو قول سفيان و أبل الكوفة . كتاب الصلاة ‘ باب ما جاء أن النبي - ﷺ - لم يرفع إلا في أول مرة .

অর্থ: হযরত আলকামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আমাদেরকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে প্রিয় নবী ﷺ এর নামায দেখাব না? অনন্তর তিনি নামায পড়লেন এবং পূর্ণ নামাযে মাত্র নামাযের শুরুতে একবার হাত উঠালেন।” সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৪৮) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (২৫৭) অধ্যায়: নবী কারীম ﷺ নামাযের শুরু ছাড়া আর হাত উঠাতেন না। (অবশিষ্ট-৩২)

নামাযে কিরাআতের পূর্বে আন্তে বিসমিল্লাহ বলবে

عن أنس بن مالك قال : صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر و عثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم.

رواه النسائي في ” سننه “ ٩٩ / ٢ (٩٠٧) كتاب الصلاة ‘ باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী ﷺ, হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমররাযি., হযরত উসমানরাযি. প্রমুখের পেছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তে শুনি নি। সূত্র: নাসাঈ শরীফ ২/৯৯ (৯০৭) ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১১১ (১৭৯৫) (অবশিষ্ট-৩৩)

ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না

(১) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

رواه الإمام مسلم في “صحيحه” برقم (٤٠٤) كتاب الصلاة ‘ باب التشهد في الصلاة ‘ (٦٣)

(২) و عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال : من كان له امام فقرأه الإمام له قراءة .
رواه الامام محمد في “موطأ” ص : ٦٢-٦٣ و الإمام الدارقطني في “سننه” ١/ ٣٢٣-٣٢٤ (١٢٢٠) و (١٢٢١)

(৩) و عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سئل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام ؟ فقال : لا قراءة مع الامام في شيء ... الخ .

رواه مسلم في “صحيحه” برقم (٥٧٧) كتاب المساجد و مواضع الصلاة ‘ باب سجود التلاوة .

অর্থ: (১) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. নবী কারীম ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেব যখন কিরাআত পড়েন তখন তোমরা (মুক্তাদীগণ) চুপ থাক। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৪০৪) ইবনে মাজাহ্ ১/৪৫৮ (৮৪৬) নাসাঈ শরীফ ২/১০৩ (৯২১) (৯২২) মুআত্তা মালেক পৃষ্ঠা-২৯০ মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৫ ও ২/৩২৬ তাহাবী শরীফ ১/১৫৯

অর্থ: (২) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান, যেই ব্যক্তির ইমাম আছে অর্থাৎ, ইমামের পিছনে ইকতেদা করেছে ঐ ব্যক্তির জন্য ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত হিসেবে গণ্য হবে। সূত্র: মুআত্তা মুহাম্মদ পৃষ্ঠা-৬৩ আলআযহার আলা কিতাবিল আছার ১/৫২০ মুসনাদে ইমাম অযম পৃষ্ঠা-৬১ সুনানে দারা কুতনী ১/৩২৩ (১২২০) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৩০ (৩৭৭৯) (অবশিষ্ট-৩৪)

অর্থ: (৩) হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত তিনি হযরত যায়ের ইবনে ছাবেত রাযি. কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি জবাব দিলেন যে, কোন ক্ষেত্রেই ইমামের সাথে কোন কিরাআত নেই। (উল্লেখ্য, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নবী (আঃ) থেকে না জেনে তিনি কখনো বলতে পারেন না।) সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৫৭৭)

আমীন আস্তে বলা উত্তম

عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي - ﷺ - حين قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين يخفض بها صوته .

رواه الحاكم في “المستدرک” ٢ / ٢٢٣ (٢٩١٣) و قال : بهذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و قال الحافظ الذهبي في “التلخيص” : على شرط البخارى و مسلم .

অর্থ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়লেন। নবীজী ﷺ যখন পড়লেন, غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন আস্তে করে আমীন বললেন। সূত্র: মুস্তাদরাকে হাকিম ২/২৩২ (২৯১৩) (অবশিষ্ট-৩৪)

সিজদা থেকে উঠার সময় না বসে দাঁড়িয়ে যাবে

(১) عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فذكر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لآلین عباس : إنه أحق فقال نكثتكم أمك سنة أبي القاسم - ﷺ -

رواه البخاری فی " صحیحہ " ۱۹۰/۱ (۷۸۸) کتاب الأذان ' باب التکبیر إذا قام من السجود .

(২) عن عباس أو عباس بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي - ﷺ - و في المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد فذكر الحديث و فيه : ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك .
رواه ابو داؤد في " سننه " برقم (۹۶۶) كتاب الصلاة ' باب من ذكر التورك في الرابعة قلت : إسناده الحديث صحيح . كذا قال الشيخ النجوى في " أثار السنن " ص : ۱۵۲ وبكذا في " إعلاء السنن " ۲ / ۴۸ .

অর্থ: (১) হযরত ইকরিমা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি মক্কায় এক শায়েখের পেছনে নামায পড়লাম। তিনি (চার রাকা'আত নামাযে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) বাইশটি তাকবীর দিলেন। তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে বললাম লোকটি নিশ্চয় আহমক! তদুত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে ভৎসনা করলেন। তারপর বললেন এটাইতো প্রিয়নবী ﷺ এর সুন্নাত।
সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং(৭৮৮)

প্রকাশ থেকে যে, উক্ত রেওয়াজাত দ্বারা সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ, যদি তাই না হতো তবে তো বেজোড় রাকা'আতে বসার পর উঠার সময় তাকবীর দেয়াতে তাকবীর ২২টি না হয়ে ২৪টি হতো। কেননা একথা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত আছে যে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক উঠা নামা, দাঁড়ানো বসাতে তাকবীর বলতেন। দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা:১৫২

অর্থ: (২) হযরত আব্বাসরাযি. অথবা হযরত আইয়্যাশ ইবনে সাহাল আসসায়েদী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক মজলিসে ছিলেন। যেখানে তার পিতা উপস্থিত ছিলেন। যিনি প্রিয় নবীজী ﷺ এর সাহাবীদের একজন, অনুরূপভাবে উক্ত মজলিসে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি., হযরত আবু হুমাইদ আসসায়েদী রাযি. ও হযরত আবু সাঈদ রাযি. তার পর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যার মধ্যে রয়েছে অতঃপর তিনি (প্রিয়নবী ﷺ) তাকবীর বলে সিজদাতে গেলেন। তারপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন সিজদার পর বসলেন না। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৬৬) আল্লামা নিমাতী রহ. বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ। দ্রষ্টব্য: আসারুস সুনান পৃষ্ঠা-১৫২

তাশাহুদে ইশারা করার পর শাহাদাত আঙ্গুল উঠুও রাখবেনা, হেলাতেও থাকবেনা

عن عبد الله بن الزبير أن النبي - ﷺ - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها .
رواه ابو داؤد في " سننه " برقم (۹۸۹) كتاب الصلاة ' باب الإشارة في التشهد

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয় নবী ﷺ যখন (তাশাহুদে) লা ইলাহা পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং আঙ্গুল নাড়াতে থাকতেন না। আর ইতোপূর্বে এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবী ﷺ ইশারা করার পর শাহাদত আঙ্গুল সামান্য নিচু করতেন। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৯৮৯) নাসাঈ শরীফ ১/১৪২ মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ২/২৪৯ (৩২৪২) শরহুস সুন্নাহ ৩/১৭৭ বাইহাকী ২/১৩২

সালামে ফছল (প্রথম সালাম) এর পর সিজদায়ে সাহু করবে

عن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعد ما سلم.

رواه الإمام البخارى في “صحيحه” ১/২৮৯ (১২২৬) كتاب السهو ‘باب اذا صلى خمسا . فيه أيضا عنه ... إذا شك أحكم في صلاته فليتحرك الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين (صحيح البخارى ১/১১২ (৪০১))

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত প্রিয়নবী ﷺ একদা যুহরের নামায ৫ রাকা‘আত পড়ে ফেললেন। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করা হল “নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে?” জবাবে নবীজী ﷺ বললেন-“কি হয়েছে?” সাহাবী বললেন-“আপনিতো পাঁচ রাকা‘আত পড়েছেন।” এতদশ্রবণে প্রিয় নবী ﷺ ফিরানোর পর দুটি সিজদা করলেন। সূত্র: বুখারী ১/২৮৯ (১২২৬)

অন্য এক হাদীসে আছে “তারপর (তাশাহুদ ইত্যাদি পড়ে) পূণঃ সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন।” সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৫৭৪)

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে অপর এক রিওয়াযাতে মহানবী ﷺ ইরশাদ ফরমান: “তোমাদের কেউ যখন নামাযের মধ্যে সন্দেহ করবে তখন সঠিক কোনটি তা নির্ণয়ের চেষ্টা করবে। এরপর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। এরপর দুটি সিজদা করবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১১২ (৪০১) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৫৭২)

যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেল সে সংশ্লিষ্ট রাকা‘আত পেয়ে গেল

(১) عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: “من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.”
رواه الامام البخارى في “صحيحه” ১/১৪৮ (৪৮০) كتاب مواقيت الصلاة ‘باب من أدرك ركعة من الصلاة.
(২) و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - “إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجدون، فاسجدوا ولا تعبدوا شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.”

رواه الإمام مسلم في “صحيحه” مختصراً برقم (৬০৭) و ابوداود في “سننه” برقم (৮৭৩) كتاب الصلاة ‘باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يضع؟ والحاكم في “المستدرک” ১/২১৬ (৭৮৩) وقال: بهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين و أقره الحافظ الذهبي في “التلخيص” وكذا أخرجه في موضع آخر من “المستدرک” ১/২৭৪ (১০১২) وقال: بهذا حديث صحيح وقد احتج الشيخان برواته عن

أخبرهم غير يحيى بن أبي سليمان و هو شيخ من أهل المدينة سكن مصر و لم يذكر بجرح و قال الحافظ الذهبي : صحيح و يحيى لم يذكر بجرح .

অর্থ: (১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ ফরমান: যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের রুকু পেল সে নামাযের ঐ রাকা‘আত পেল। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/১৪৮ (৫৮০) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৬০৭)

অর্থ: (২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন: প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমরা যখন নামায পড়তে আস, আর আমরা সিজদারত অবস্থায় থাকি, তখন তোমরা সিজদায় শরীক হও। তবে সেটাকে কোন রাকা‘আত গণ্য করোনা। আর যে রুকু পেয়ে গেল সে রাকা‘আত পেয়ে গেল। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৮৯৩) মুসতাদরাক ১/২১৬ (৭৮৩) (অবশিষ্ট-৩৭)

পিছনের জীবনের কাজা নামায পড়া জরুরী

(১) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله - ﷺ - : ” إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول : أمم الصلاة لذكرى .
رواه مسلم في ” صحيحه “ برقم (٦٨٤) كتاب المساجد و مواضع الصلاة .

(২) عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال : يا رسول الله ! إن أمتي ماتت و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى .
رواه البخاري في ” صحيحه “ ٤٦٢/١ - ٤٦٣ (١٩٥٣) كتاب الصوم باب من مات وعليها صوم

অর্থ: (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: “তোমাদের কেউ যদি নামায রেখে অনিচ্ছায় ঘুমিয়ে যায় অথবা নামায থেকে গাফেল হয়ে যায় তবে, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় করে নেয়। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন: “তোমরা নামায কয়েম কর আমার স্মরণের জন্য বা নামাযের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই। (কিরাআতের ভিন্নতার কারণে দু’রকম অর্থ হয়েছে।) সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৬৮৪)

অর্থ: (২) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতার উপর এক মাসের রোযা ওয়াজিব থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে তার কাজার ব্যবস্থা করতে পারি? অর্থাৎ, ফিদিয়া দিতে পারি? প্রিয়নবী ﷺ জবাব দিলেন যে হ্যাঁ! (অপর এক রিওয়াযাতে আছে, প্রিয়নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: যদি তোমার মাতার জিম্মায় কোন ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে দিতে তাহলে তোমার সে আদায় যথেষ্ট হতো কিনা? তিনি জবাবে বললেন: জি হ্যাঁ, তখন প্রিয় নবী ﷺ বললেন যে) তাহলে তো আল্লাহ

তা‘আলার প্রাপ্য ঋণ আদায় করা আরো অধিক উপযুক্ত ব্যাপার। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৪৬২-৪৬৩ (১৯৫৩) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১১৪৮)

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীসের শব্দ “আল্লাহ তা‘আলার প্রাপ্য ঋণ অধিক আদায়যোগ্য” বাক্যটি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, অতীত জীবনের ক্বাযা নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা অতি জরুরী। কেননা, নামায ও রোযা তরক কারীর জিম্মায় আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ অনাদায়ী রয়ে গেছে।

মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকা‘আত নফল না পড়া উত্তম

عن طائوس قال : سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - ﷺ - يصليهما ... إلخ .

رواه ابوداؤد في “سننه” برقم (١٢٨٤) كتاب التطوع باب الصلاة قبل المغرب .

অর্থ: হযরত তাউস রহ. থেকে বর্ণিত, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. কে মাগরিবের পূর্বকর দুই রাকা‘আত নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাউকে এই দুই রাকা‘আত পড়তে দেখিনি।” সূত্র: আবু দাউদ শরীফ ২/৬০ (১২৮৪) বাইহাকী শরীফ ২/৪৭৬-৪৭৭ (৪৫০৫) (অবশিষ্ট-৩৮)

বি: দ্র: একান্ত কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারে, একটি মারফু হাদীসে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য: বুখারী শরীফ ১/২৭৮ (১১৪৩) তবে, মাগরিবের তা‘জীল নষ্ট না হয় (অর্থাৎ, ওয়াক্ত হওয়ার পর নামায শুরু করতে দেরী না করা) সে দিকে লক্ষ্য রেখে পড়তে হবে। ঢালাওভাবে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

তারাবীর নামায বিশ রাকা‘আত পড়তে হবে

(١) عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة و الوتر .

رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه” ١٦٢ / ٢ (٧٦٩٠)

(٢) و عن السائب بن يزيد قال : كنا نقوم من زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة .

رواه البيهقي في “السنن الكبرى” ٦٩٩ / ٢ (٤٦١٧)

অর্থ: (১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ রমজান মাসে বিশ রাকা‘আত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/১৬২ (৭৬৯০) তাবারানী কাবীর ১১/৩৯৩ (১২১০২) আউসাত ১/৩৩০ (৮০২) বাইহাকী ২/৪৯৬ (৪৬১৫) আল কামেল ১/২৪০ তরজমা নং (৭১) (অবশিষ্ট-৩৯)

অর্থ: (২) হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর খেলাফত কালে বিশ রাকা‘আত তারাবীহ ও বিতর পড়তাম। (পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে অদ্যাবধি সেই আমল জারী আছে) সূত্র: বাইহাকী ২/৬৯৯ (৪৬১৭) মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক ৪/২৬১ (৭৭৩৩) (অবশিষ্ট-৪০)

তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় দেয়া-নেয়া জাযিয় নয়

(১) عن عبد الله بن مغفلٍ أنه صلى بالناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبيد الله بن زياد بحلة و بخمس مائة درهم فردبها و قال : إنا لا نأخذ على القرآن أجرا.
رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ١٧٠/٢ (٧٧٣٨)

(২) عن عبد الرحمن بن شبلٍ قال : قال رسول الله - ﷺ - " اقرأوا القرآن و لا تأكلوا به و لا تستكثروا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فيه."
رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ١٧١/٢ (٧٧٤٢)

অর্থ: (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. থেকে বর্ণিত, যে তিনি রমায়ান মাসে মুসল্লীদেরকে নিয়ে তারাবীহ নামায পড়িয়েছেন। অনন্তর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এক জোড়া পোশাক ও পাঁচশত টাকা তাঁর নিকট পাঠালে তিনি এই বলে তা ফিরিয়ে দিলেন যে, আমরা কুরআন পড়ে এর কোন বিনিময় গ্রহণ করি না। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/১৭০ (৭৭৩৮) (অবশিষ্ট- ৪১)

অর্থ: (২) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবল রাযি. বর্ণনা করেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা কুরআন পড়, কিন্তু এর বিনিময় গ্রহণ করো না এবং এর মাধ্যমে (দুনিয়াতে) অধিক আশা করো না। এর থেকে দূরে সরে যেয়ো না এবং এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।” সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ২/১৭১ (৭৭৪২) মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হাদীস নং (১৯৪৪৪)

জুমু‘আর জন্য দুটো আযান দিতে হবে

عن السائب بن يزيد قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكرٍ و عمرٌ . فلما كان في خلافة عثمانٍ وكثروا أمر عثمانٍ يوم الجمعة بالاذنان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك
رواه البخارى في " صحيحه " ٢١٧/١ (٩١٦) كتاب الجمعة ' باب التأذين عند الخطبة.

অর্থ: হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী নবী ﷺ হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. এর শাসন আমলে জুমু‘আর প্রথম আযান হতো ইমাম যখন খুতবার জন্য মিম্বরে বসতেন তখন। অতঃপর হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতকালে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি তৃতীয় আরেকটি আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন সে আযান মিনারায় দেওয়া হয় । পরবর্তীতে বিষয়টি এর উপরই চূড়ান্ত হয়ে যায়। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২১৭ (৯১৬) আবুদাউদ শরীফ হাদীস নং (১০৮৭) (১০৮৮) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৫১৬) ইবনে মাজাহ শরীফ ২/৪২ (১১৩৫) মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৫০ বাইহাকী শরীফ ৩/২২৯

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফত কাল পর্যন্ত যেহেতু ইমামের মিম্বরে বসার পরই জুমু‘আর আযান হতো, এর পূর্বে কোন আযান হতো না, তাই বর্ণিত হাদীসে এটাকে প্রথম আযান বলা হয়েছে। আর হাদীসে “তৃতীয় আরেকটি আযান” বলতে প্রথম আযান ও ইকামত ব্যতীত আরেকটি আযান বৃদ্ধি করার

কথা বলা হয়েছে, যা বর্তমানে ওয়াস্ত হওয়ার প্রায় পর পরই দেয়া হয়। এবং এটাই জুমু‘আর প্রথম আযান বলে পরিচিত। সুতরাং জুমু‘আর জন্য মোট দুটো আযান প্রমাণিত হল।

প্রকাশ থাকে যে,হযরত উসমান রাযি. ঐ মহান ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ বলেছেন: **عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِينَ** অর্থাৎ, আমার ও (আমার পরবর্তী) হিদায়াত প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক খলীফাগণের নীতি অনুসরণ করা তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দেয়া হল।

সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত মান্য করা উম্মাতের জন্য জরুরী ।

জুমু‘আর দিনে ছয়টি কাজের বিশেষ ফযীলত

عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله - ﷺ - ” من غسل يوم الجمعة و اغتسل و بكر و ابتكر و مشى و لم يركب و دنا من الإمام فاستمع و لم يبلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها و قيامها “
 رواه الترمذی فی ” جامعہ “ برقم (۴۹۶) و قال : حدیث أوس بن أوس حدیث حسن . كتاب الجمعة باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة وابن ماجه في ” سننه “ ۱۹/۲ (۱۰۸۷) كتاب إقامة الصلاة ‘ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة و بذنا لفظه. قال النووي : اسناده جيد. وقال ابن حجر : ورواه احمد وصححه ابن حبان والحاكم وقال : ان على شرط الشيخين ‘ قال بعض الأئمة لم نسمع في الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا اثواب. كذا في المرقاۃ ۲۵۶.۳

অর্থ: হযরত আউস ইবনে আউস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন যে, “জুমু‘আর দিন যে ব্যক্তি ভাল ভাবে গোসল করবে, নামাযের ওয়াস্ত হওয়ার সাথে সাথে কোন বাহনে না চড়ে পায়ে হেটে মসজিদে গমন করবে, ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বসবে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শ্রবণ করবে এবং (খুতবা চলাকালে) কোন রূপ কথা বার্তা বা কাজে লিপ্ত হবে না, তার জন্য রয়েছে মসজিদে গমনের পথে প্রতি কদমের বিনিময়ে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক বৎসরের (নফল) রোযা ও এক বৎসরের (নফল) নামাযের হুওয়াব। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৩৪৫) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৪৯৬) ইবনে মাজাহ শরীফ ২/১৮-১৯ (১০৮৭) ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন “এটি হাসান হাদীস।” মুস্তাদরাকে হাকেম ১/২৮২ (১০৪২) বাইহাকী ৩/২২৯ তারগীব ১/২৮৮ (৭৮৯) আল্লামা মুনিযরী রহ. বলেন: হাদীসটিকে ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, হাকিম প্রমুখ সহীহ বলেছেন।

ইমাম নববী রহ. বলেন হাদীসটির সনদ ভাল। মুল্লা আলী কারী রহ. জুনৈক ইমাম থেকে নকল করেন যে, শরী‘আতের মধ্যে এত অধিক ছাওয়াব সম্বলিত কোন সহীহ হাদীস আমরা শুনিনি। দ্রষ্টব্য: মিরকাত ৩/২৫৬

খুতবার সময় কথা বলা, নামায পড়া নিষেধ

(১) عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال : ” إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت و الإمام يخطب فقد لغوت. “

رواه البخارى فى ” صحيحه “ ١ / ٢٢١ (٩٣٤) كتاب الجمعة . باب الانصات يوم الجمعة و الإمام يخطب و إذا قال لصاحبه : أنصت فقد لغا .

(٢) عن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله - ﷺ - : ” من اعتسل يوم الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر ثم ادبى او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت ‘ غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى .

رواه الامام البخارى فى ” صحيحه “ ١ / ٢١٦ (٩١٠) كتاب الجمعة . باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة .

(٣) عن ابن عباس و ابن عمر انهما كانا يكربان الصلوة والكلام بعد خروج الإمام .

رواه ابن ابى شيبه فى ” مصنفه “ ١ / ٤٢٨ (٥١٧٥)

অর্থ: (১) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “তুমি যখন জুমু‘আর দিন তোমার সঙ্গীকে বললে যে, তুমি চুপ থাক তখন তুমি অহেতুক কাজ করলে।” সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২২১ (৯৩৪)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা জুমু‘আর দিন (খুতবার সময়) কথা বলার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

অর্থ: (২) হযরত সালমান ফারসী রাযি. থেকে বর্ণিত, অপর হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ফরমান: যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করল এবং সম্ভাব্য পবিত্রতা অর্জন করল অতঃপর তৈল বা সুগন্ধী ব্যবহার করল। অনন্তর মসজিদ পানে রওয়ানা হল এবং দুজনের মাঝখানে গিয়ে তাদেরকে পৃথক করল না, অতঃপর যতটুকু সম্ভব নামায পড়ল। এর পর যখন ইমাম সাহেব আগমন করল তখন সে চুপ থাকল তবে তার এই জুমু‘আ থেকে নিয়ে আরেক জুমু‘আ পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/২১৬ (৯১০)

উল্লেখ্য, অন্য রিওয়াযাতে ১০ দিনের গুনাহ মাফ হওয়ার ঘোষণা এসেছে। দ্রষ্টব্য: তাবারানী আউসাত হাদীস নং (৭৩৯৯) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ২/৩২৫(৩০৬৫)

অর্থ: (৩) অন্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা ইমাম সাহেব বের হয়ে আসার পর অর্থাৎ, মিম্বরে বসার পর কথা বলা ও নামায পড়াকে মাকরুহ বলতেন। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/৪৪৮ (৫১৭৫) তুহাবী শরীফ ১/২৫৩, হাদীসটির সনদ সহীহ।

জুমু‘আর আগে চার রাকা‘আত ও পরে ৪ রাকা‘আত সুন্নাত পড়বে

(১) عن أبى عبد الرحمن السلى قال : كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعاً و بعدبأ أربعاً . رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه “ ٢ / ٢٤٧ (٥٥٢٥)

(২) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - ﷺ - : ” إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدبأ أربعاً . “

رواه مسلم فى ” صحيحه “ (٨٨١) كتاب الجمعة ‘ باب الصلاة بعد الجمعة

অর্থ: (১) হযরত আবু আব্দুর রহমান আস্‌সুলামী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আমাদেরকে জুমু‘আর পূর্বে চার রাকা‘আত

ও পরে চার রাকা‘আত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন। সূত্র: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ২/২৪৭(৫৫২৫) আদদিরাযা গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৩৩) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: رجا له ثقاة অর্থাৎ এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আছারুস্ সুনানে আছে: صحیح سنا ده ائرفاৎ এর সনদটি সহীহ। (দ্রষ্টব্য: আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা-৩০৩)

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি বাহ্যত মওকুফ হলেও এটা “মারফু” এর হুকুম রাখে। কারণ, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এ ব্যাপারে তখনই নির্দেশ দিয়েছেন যখন তার নিকট তা নবী কারীম ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। এছাড়া তাবারানীর এক রিওয়াযাতে হাদীসটি কিছুটা যঈফ সনদে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে “মারফুআন” ও বর্ণিত রয়েছে। দ্রষ্টব্য: নসবুররাযা ২/২০৬

অর্থ: (২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান “তোমাদের মধ্য থেকে যে জুমু‘আর পরে নামায পড়বে সে যেন জুমু‘আর ফরজের পর চার রাকা‘আত পড়ে।” সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৮৮১) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (১১৩১) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১৪২৫)

জুমু‘আর পরে চার রাকা‘আত সুন্নাত পড়ে আরো দুই রাকা‘আত পড়া উচিত

(১) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاً. فقدم بعده عليّ ، فكان إذا صلى الجمعة صلى بعداً ركعتين و أربعاً. فاعجبنا فعل عليّ فاخترناه.
رواه الإمام الطحاوى “ في شرح معاني الآثار ” ২৩৪/১
(২) و عن عليّ أنه قال : “ من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ستاً . ”
رواه الطحاوى في ‘ شرح معاني الآثار “ ১/

অর্থ: (১) হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী রহ. বলেন “আমাদের মাঝে অর্থাৎ, কুফা নগরীতে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. যখন (হুকুমতের পক্ষ থেকে) এলেন, তখন তিনি জুমু‘আর পর চার রাকা‘আত পড়তেন এরপর হযরত আলী রা. (তাঁর খেলাফত কালে) এসে জুমু‘আর পর ২ রাকা‘আত ও চার রাকা‘আত (মোট ৬ রাকা‘আত) পড়তে লাগলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) এটা আমাদের নিকট ভাল লাগল। ফলে আমরা এটা গ্রহণ করলাম। সূত্র: তুহাবী শরীফ ১/২৩৪ আল্লামা নিমাতী রহ. এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলেন: “সনদটি সহীহ”। দ্রষ্টব্য: আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা-৩০৩

বি: দ্র: এ হাদীসে জুমু‘আর পর সর্ব মোট কত রাকা‘আত নামায তার বর্ণনা উদ্দেশ্য, তারতীব উদ্দেশ্য নয়, কারণ হযরত উমর রাযি. ও হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত অন্য একটি মওকুফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার রাকা‘আত আগে এবং দুই রাকা‘আত পরে পড়তে হবে। দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২২২১

অর্থ: (২) হযরত আলী রাযি. থেকেই (অপর রেওয়াযাতে) বর্ণিত, আছে যে, তিনি বলেন তোমাদের মধ্যে যারা জুমু‘আর পর নামায পড়বে, তারা যেন ছয় রাকা‘আত পড়ে। সূত্র: তুহাভী শরীফ, আল্লামা নিমাজী রহ. এই হাদীসের ব্যাপারে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। আছারুস্ সুনান পৃষ্ঠা-৩০৩

উল্লেখ্য যে, খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রাযি. ছয় রাকা‘আতের নির্দেশ তখনই দিতে পারেন যখন তা প্রিয় নবী ﷺ থেকে তাঁর নিকট প্রমাণিত হয়েছে।

ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে পড়া সুন্নাত ও উত্তম

عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري و حذيفة بن اليان : كيف كان رسول الله - ﷺ - يكثر في الأضحية و الفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكثر أربعاً تكبيره على الجنائز فقال حذيفة : صدق فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم فقال أبو عائشة و أنا حاضر سعيد بن العاص .

رواه الإمام أبو داود في “سننه” برقم (١١٥٣) كتاب الصلاة ‘ باب التكبير في العيدين . و ابن أبي شيبة في “مصنفه” ٤٩٣/١ (٥٦٩٤)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. এর সাহচাৰ্য অবলম্বনকারী হযরত আবু আয়িশা রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত সাঈদ ইবনুল আস রহ. একদা হযরত আবু মুসা আশ‘আরী রাযি. ও হযরত হুযাইফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয় নবী ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর কিভাবে তাকবীর বলতেন? জবাবে হযরত আবু মুসা রাযি. বলেন: জানাযার তাকবীরের ন্যায় প্রতি রাকা‘আতে ৪টি করে তাকবীর দিতেন। তখন হযরত হুযাইফা রাযি. ও আবু মুসা আশ‘আরীর রাযি. কথাকে সমর্থন করলেন। এরপর হযরত আবু মুসা রাযি. বলেন আমি যখন বসরার গভর্ণর ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর বলতাম। হযরত আবু আয়িশা রহ. বলেন: এ প্রশ্নোত্তরের সময় আমি সাঈদ ইবনুল আসের রহ. নিকট উপস্থিত ছিলাম। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (১১৫৩) মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৬ (১৯৭৩৪) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৪৯৩ (৫৬৯৪) তহাবী শরীফ ৪/৩৪৫-৩৪৬ (অবশিষ্ট-৪৩)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে জানাযার নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযেও ৪ তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল: প্রথম রাকা‘আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ আরো অতিরিক্ত তিন তাকবীর মোট ৪ তাকবীর। এবং দ্বিতীয় রাকা‘আতে রুকুর তাকবীর সহ আরো অতিরিক্ত তিন তাকবীর, মোট ৪ তাকবীর (যা তুহাবী শরীফে বর্ণিত অন্য এক সূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য রয়েছে, দ্রষ্টব্য: তুহাবী শরীফ ২/৩৭১) সুতরাং তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত তাকবীর ৬ টি হল যা তুহাবী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে। নতুবা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ, ঈদের নামাযে ৪ বা ৮ তাকবীর কোন ইমামের মাযহাব নয়। সুতরাং বাহ্যিক ঐ অর্থ করলে হাদীসটি কোন মাযহাবে গ্রহণযোগ্য থাকে না এবং হাদীসটি আমল যোগ্যও থাকে না।

কাজেই সেরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না। সার কথা, এটি সংক্ষিপ্ত হাদীস আর সংক্ষিপ্ত হাদীস সম্পর্কে নিয়ম হল বিস্তারিত হাদীসের সাথে মিলিয়ে তার সঠিক মর্ম বুঝে আমল করা।

জুমু‘আ ও ঈদ একই দিনে হলে উভয়টা পড়া জরুরী

قال أبو عبيد (مولى ابن أزر) ... ثم شهد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أجل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له
رواه البخارى فى “صحيحه” ١٢٢٨/٣ (٥٥٧٢) كتاب الأضاحى ‘ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى و ما يتزود منها.

অর্থ: হযরত ইবনে আযহারের আযাদকৃত দাস হযরত আবু উবাইদ রহ. বলেন আমি হযরত উসমান রাযি. এর সঙ্গে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করি। দিনটি ছিল জুমু‘আর দিন। তিনি খুতবার পূর্বে ঈদের নামায পড়ালেন, এরপর ঈদের খুতবা দিলেন। তারপর বললেন: হে লোক সকল! আজকে এমন এক দিন যাতে তোমাদের জন্য দুটি ঈদ একত্রিত হয়ে গিয়েছে, কাজেই গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে (যাদের উপর জুমু‘আ ওয়াজিব নয়) যারা জুমু‘আর নামায পড়ে যেতে চায় তারা যেন অপেক্ষা করে। আর যারা ঘরে ফিরে যেতে চায় তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। সূত্র: বুখারী শরীফ হাদীস নং(৫৫৭২)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে হযরত উসমান রাযি. জুমু‘আ পড়া না পড়ার ইখতিয়ার কেবলমাত্র গ্রামবাসীদেরকে দিলেন, যাদের উপর মূলতঃ জুমু‘আ ওয়াজিব নয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাদের উপর জুমু‘আ ওয়াজিব যারা শহরে বা বড় গ্রামে বাস করে, তাদের কোন ইখতিয়ার নেই। তাদের অবশ্যই ঈদের নামাযের পর জুমু‘আর ওয়াজিব হলে জুমু‘আ পড়তে হবে। আর শহরবাসীদের উপর এরূপ বাধ্যবাধকতা তিনি তখনই করতে সক্ষম হবেন যখন তা প্রিয়নবী ﷺ থেকে তাঁর নিকট প্রমাণিত হবে, সুতরাং এটা মারফু হাদীসের হুকুমে।

মৃত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য তাড়াতাড়ি দাফন করা সুন্নাত

(১) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - ﷺ - يعوده فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به و عجلوا فإنه لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين ظهرائى أبله . رواه ابوداؤد فى “ سننه” برقم (٣١٥٩) كتاب الجنائز ‘ باب التعجيل با لجنابة وكرامية حسبها .

(২) عن أبى هريرة عن النبي - ﷺ - “ أسرعوا با لجنابة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم “ .(رواه اصحاب الستة)

অর্থ: (১) হযরত হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াজ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত তালহা ইবনে বারা রাযি. অসুস্থ হলে প্রিয় নবী ﷺ তাঁর গুশ্ক্ষা করতে তার গৃহে আগমন করলেন। এবং অবস্থা দৃষ্টে তার (বিশেষ কোন লোককে) বললেন: “আমিতো তালহার মধ্যে মউতের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি সুতরাং তার মৃত্যু হয়ে গেলে আমাকে সংবাদ দাও এবং দ্রুত কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো। কারণ, কোন মুসলমান ইনতিকাল করার পর (কবর না দিয়ে) তার মৃতদেহ পরিজনদের মধ্যে আটকিয়ে রাখা সমীচীন নয়। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ ২/৪৫৩ (৩১৫৯) তাবারানী কাবীর ৪/৭৩ আল্লামা হাইসামী রহ. হাদীসটি মাজমাউয়্ যাওয়ায়েদে ৩/১১২ উল্লেখ্য করার পর বলেন এর সনদ হাসান। তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ রহ. কর্তৃক হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করাও প্রমাণ করে যে হাদীসটি আমলযোগ্য।

অর্থ: (২) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. প্রিয়নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: “তোমরা জানাযা সংক্রান্ত কাজকর্ম তাড়াতাড়ি কর। কারণ, যদি সে নেককার হয় তবে তো ভাল, তাকে তোমরা আগেই ভালোর দিকে পাঠিয়ে দিলে। আর যদি সে তার উল্টোটা হয় তবে তো সে মন্দ। তাকে তোমাদের গর্দান থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেললে।” সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৩১১(১৩১৫), মুসলিম শরীফ হাদীস নং (৯৪৪)

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা কিরাআত হিসেবে পড়া যাবে না

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف كان من كبراء الأنصار وعلمائهم و أبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله - ﷺ - أخبره رجال من أصحاب رسول الله - ﷺ - في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي - ﷺ - و يخلص الصلاة في التكميرات الثلاث ثم يسلم تسلياً خفياً حين ينصرف و السنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل إمامه.

رواه الحاكم في “المستدرک” ١/ ٣٦٠ (١٣٣١) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. و قال الذهبي : على شرطها.

অর্থ: আনসারী একজন বড় আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ রহ. যিনি প্রিয়নবী ﷺ এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের সন্তানদের অন্যতম, তাঁকে প্রিয়নবী ﷺ এর সাহাবীদের রাযি. একটি জামা‘আত জানাযার নামাযের ব্যাপারে এমর্মে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, ইমাম প্রথমে তাকবীর বলবে (তারপর ছানা পড়বে) অতঃপর পরবর্তী তিন তাকবীরে অর্থাৎ ২য় ও ৩য় তাকবীরের পর দুর্দুদ শরীফ ও খালেস দু‘আ পড়বে। অতঃপর যখন নামায থেকে বের হবে তখন হালকা ভাবে সালাম ফিরাবে। আর সুন্নাত হল মুক্তাদীগণও তাই করবে যা তার ইমাম করেছে। সূত্র: মুস্তাদরাকে হাকিম ১/৩৬০ (১৩৩১) ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, হাদীসটি সহীহ, এতে বুখারী রহ. ও মুসলিমের রহ. শর্ত পাওয়া গিয়েছে। যদি ও তারা হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবী রহ. ও হাকিমের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে জানাযার মধ্যে শুধু দুরুদ ও দু‘আর কথা উল্লেখ রয়েছে, সূরা ফাতিহার কথা উল্লেখ নেই এবং এতটুকুকেই ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য সুন্নাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে যে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় তার অর্থ হল সীনা বা দু‘আ হিসাবে তা পড়া, কিরাআত হিসাবে নয়।

অপর এক হাদীসে হযরত নাফে রহ. হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জানাযার নামাযে কিরা‘আত পড়তেন না। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ২/৪৯২ মুআত্তায়ে মালেক পৃষ্ঠা-৭৯ হাদীসটির সনদ সহীহ।

অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে সহীহ সনদে জানাযা নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে শুধু তাকবীর দু‘আ ও দুরুদের কথাই উল্লেখ আছে। সূত্র: মুআত্তা মালেক পৃষ্ঠা-৭৯

মৃত ব্যক্তিকে কবরে সম্পূর্ণ ডানকাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত

(১) عبید بن عمیر عن أبيه أنه حدث - وكان له صحبة - أن رجلاً سأل فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: بن تسع فذكر معناه زاد و عقوب الوالدين المسلمين و استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً. رواه أبو داؤد في “سننه” و سكت ٧٤٣/٣ (٢٨٧٥) كتاب الوصايا، رقم الباب (١٠).

(২) عن عبد الله بن أبي قتادة أن النبي - ﷺ - حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معمرٍ قالوا: توفي و أوصى بثلاث لك يا رسول الله! و أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر فقال رسول الله - ﷺ - أصاب الفطرة. رواه الحاكم في “المستدرک” ١/٣٥٤ (١٣٠٥) وقال: حديث صحيح فقد احتج البخاري بنعيم بن حاد و احتج مسلم بن حجاج بالدروردي و لم يخرجوا بهذا الحديث.

অর্থ: (১) হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের রহ. স্বীয় পিতা হযরত উমাইর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবীরাগুনাহ গুলো কি কি? তিনি জবাবে বললেন: “কবীরা গুনাহ নয়টি” অতঃপর তিনি তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন যার উল্লেখ এর পূর্বের হাদীসে করা হয়েছে। তবে এ হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, (কবীরাহ গুনাহ সমূহের মধ্য হতে) “মুসলমান পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, ও সম্মানিত গৃহ বাইতুল্লাহ যা তোমাদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় কিবলা তার সম্মান নষ্ট করাকে বৈধ মনে করা।” সূত্র: আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (২৮৭৫) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৩৭৪৬) মুসতাদরাক ১/৫৯ ও ৪/২৫৯(অবশিষ্ট-৪৪)

জ্ঞাতব্য: বর্ণিত হাদীসের শব্দ “বাইতুল্লাহ যা তোমাদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় কিবলা” দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিবলামুখী করে ডান কাতে শোয়াতে হবে। আল্লামা শাওকানী রহ. “নাইলুল আউতারে”(৪/৪৬)

لأن المراد بقوله: ‘أحياء’ عند الصلاة و ‘أمواتا’ في الحد

অর্থাৎ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জীবিত অবস্থায় নামাযের সময় ও মৃত অবস্থায় কবরে কিবলা মুখী হওয়া।

অর্থ: (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ মদীনাতে আগমন করার পর হযরত বারা ইবনে মা'রুর রাযি. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. উত্তর দিলেন-তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এবং মৃত্যুর পূর্বে আপনার জন্যে তার এক তৃতীয়াংশ মালের ওসিয়াত করে গেছেন। এবং এও ওসিয়াত করে গেছেন যে, তিনি যখন মৃত্যু মুখে পতিত হবেন তখন যেন তাকে কিবলামুখী করে ডান কাতে রাখা হয়। এতদশ্রবণে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, “সে স্বভাবজাত সঠিক বিষয়টিতেই উপনীত হয়েছে।” সূত্র: মুসতাদরাব ১/৩৫৪(১৩০৫) হাকিম বলেন “হাদীসটি সহীহ”। ইমাম যাহাবী রহ. ও বলেন “হাদীসটি সহীহ”।

দাফন করার পর মাইয়িতের মাথার দিকে সূরা বাকারার শুরু এবং শেষ আয়াত সমূহ পড়া সুন্নাত

(৭) عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال : قال لي أبي : يا بني إذا أنا مت فأخدني فإذا وضعتني في الحدى فقل بسم الله و على ملة رسول الله ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة البقرة و خاتمتها فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول ذلك .

رواه البيهقى في “سننه الكبرى” ٤ / ٥٦ (٧٠٦٨). كتاب الجنائز ‘ باب ما ورد قراءة القرآن عند القبر.

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আলা ইবনে লাজলাজ তার পিতা আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে- আমার পিতা আলা ইবনে লাজলাজ আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন: “হে প্রিয় বৎস! যখন আমি ইনতিকাল করব, তখন আমার জন্যে লাহাদ কবর খনন করবে। এরপর যখন আমাকে কবরে রাখার ইচ্ছা করবে তখন বলবে বিসমিল্লাহি ওয়া ‘আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ”। এর পরে আমার উপরে আন্তে আন্তে মাটি ফেলবে। অনন্তর, দাফনের পর আমার শিয়রের দিকে সূরা বাকারার শুরু এবং (পায়ের দিকে সূরা বাকারার) শেষ অংশ পড়বে। কারণ, আমি হযরত নবী করীম ﷺ কে এরূপ বলতে শুনেছি। সূত্র: বাইহাকী শরীফ ৪/৫৬ (৭০৬৮) মুজামুত্তাবরানী কাবীর ১৯/২২০ মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১২৪ (অবশিষ্ট-৪৫)

মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে ছাওয়াব করা জাযিয়

عن ابن عباس قال : أتى رجل النبي - ﷺ - فقال له : ان أختي قد نذرت أن تحج و أنها ماتت فقال النبي - ﷺ - : “ لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء.”

رواه البخارى في “صحيحه” ٤ / ١٦٨٢ (٤٦٩) (٤٩) كتاب الأيمان و النذر ‘ باب من مات و عليه نذر.

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ এর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: আমার বোন হজ্ব করার মান্নত করেছিল। এখন সে (হজ্ব না করে) মৃত্যুবরণ করেছে। (এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে সে হজ্ব আদায় করতে পারি?) প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, “তার জিম্মায় যদি কোন ঋণ থাকতো (আর তুমি তা আদায় করে দিতে) তাহলে যথেষ্ট

হতো কি না? তিনি বললেন জী হ্যাঁ! নবীজী ﷺ বললেন তুমি আল্লাহর ঋণ আদায় করে দাও। কারণ এটা আদায়ের অধিক উপযুক্ত। সূত্র: বুখারী শরীফ ৪/১৬৮২(৬৬৯৯)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল ঈসালে ছাওয়াব জায়য, কেননা বর্ণিত ব্যক্তি এখানে তার বোনের পক্ষে হজ্ব করে ঈসালে ছাওয়াব করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রত্যেক দূরবর্তী দেশের লোক নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ পালন করবে

عن كريبٍ أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل على رمضان و أنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، و رآه الناس وصاموا و صام معاوية فقال : لكننا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه فقلت : أو لا تكتفى بروية معاوية و صيامه ؟ فقال : لا ، بكذا أمرنا رسول الله - ﷺ -

رواه الإمام مسلم في ” صحيحه “ برقم (١٠٨٧) كتاب الصيام ، باب بيان ان لكل بلد رؤيته و أنهم إذا رأوا الهلال ببلة لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .

অর্থ: হযরত কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত, যে হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেজ রাযি. তাকে কোন এক প্রয়োজনে সিরিয়াতে পাঠালেন। তিনি বলেন আমি সিরিয়া পৌঁছে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করলাম, ইত্যবসরে আমি সিরিয়াতে থাকা অবস্থাতেই রমায়ানের চাঁদ উঠল। আমি দেখলাম যে, জুমু‘আর রাত্রিতে চাঁদ উঠেছে। এরপর মাসের শেষে মদীনায ফিরে আসলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. আমার সাথে চাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা কবে চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম জুমু‘আর রাত্রে দেখেছি। তিনি বললেন তুমিও দেখেছ? আমি বললাম জি হ্যাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে। এবং তারা রোযা রেখেছে এবং মু‘আবিয়া রাযি. ও রোযা রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন: কিন্তু আমরাতো শনিবার রাত্রে দেখেছি। কাজেই আমরা আমাদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা পর্যন্ত বা ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোযা রেখেই যাব। কুরাইব রাযি. বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হযরত মু‘আবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা কে যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন যে, না। কারণ প্রিয় নবী ﷺ আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

(অর্থাৎ, দূরবর্তী অন্য দেশের চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করে নিজেরা চাঁদ দেখে রোযা-ঈদ পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন)। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০৮৭) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (২৩৩২) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (২১১০) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৬৯৩)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, দূরবর্তী এক দেশের লোকদের চাঁদ দেখা অন্য দেশের লোকদের জন্য যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেক দেশের

লোকজন নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখে ইবাদত পালন করবে। আর এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত মু‘আবিয়া রাযি. ও হযরত কুরাইবের সিরিয়াতে চাঁদ দেখে রোযা রাখাকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করেননি। বরং তাঁর সেই দেখাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের দেখার কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন।

হজ্জের মৌসুমে আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে একই ওয়াক্তে দুই ওয়াক্ত নামায পড়া জাযিয় নয়

عن ابن مسعود قال : ما رأيت رسول الله - ﷺ - صلى صلاة بغير ميقاتها ، إلا صلاتين جمع بين المغرب و لعشاء بالمزدلفة ، و صلى الفجر قبل ميقاتها .
رواه البخارى فى “صحيحه” ٤٠٠/١ (١٦٨٢) كتاب الحج ، باب من يصلى الفجر بجمع . و الإمام مسلم فى “صحيحه” برقم (١٢٨٩) . كتاب الحج ، باب استحباب زيارة التغليس ... الخ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি প্রিয়নবী ﷺ কে কখনো কোন নামায কে তার ওয়াক্তের বাইরে পড়তে দেখিনি। শুধুমাত্র দুটি নামায ব্যতীত। প্রথমটি হল: তিনি মুযদালিফায় -মাগরিব ও ইশাকে (ইশার ওয়াক্তে) এক সঙ্গে পড়েছেন। দ্বিতীয়টি হল- তিনি ফজরকে সেদিন তার মুস্তাহাব ওয়াক্তের পূর্বেই পড়েছেন। অর্থাৎ, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ পরিষ্কার হওয়ার পূর্বেই পড়েছেন। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৪০০(১৬৮২) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১২৮৯)

আরাফা ময়দানে মসজিদে নামিরার জামা‘আত না পেলে যুহর ও আসরকে নিজ নিজ ওয়াক্তে পড়বে

عن إبراهيم قال : إذا صليت فى رحلك بعرفة فصل كل واحدة منها لوقتها و اجعل لكل واحدة منها أذاناً و إقامة.

رواه ابن أبى شيبة فى “مصنف” ٢٥٢/٣ (١٤٠٣٥)

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আরাফা ময়দানে তুমি যখন তোমার তাবুতে নামায পড়বে। অর্থাৎ, মসজিদে নামিরার জামা‘আত না পাবে তখন যুহর ও আসরের প্রত্যেকটিকে স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়বে। এবং প্রত্যেকটির জন্য পৃথক আযান ও ইকামত দিবে। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩/২৫২ (১৪০৩৫) হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী ছিকাত (নির্ভরযোগ্য) সুতরাং “হাদীসটি সহীহ”। বলা বাহুল্য যে, এর উপরেই উম্মাতের আমল জারী আছে।

উল্লেখ্য যে, যে সকল হাদীসে যুহর ও আসরকে এক সঙ্গে যুহরের প্রথম ওয়াক্তে পড়ার কথা আছে, তা ঐ সময়, যখন মসজিদে নামিরাতে ইমামের পিছনে পড়া হয়। এটাই নবী ﷺ এর আমল থেকে প্রমাণিত। অন্যথায় প্রত্যেকটিকে স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ার হুকুম রয়েছে যেমনটি বর্ণিত হাদীসে হয়েছে।

বি: দ্র: হাদীসটি বাহ্যতঃ মাকতূ’ হলেও হুকুমের দিক দিয়ে তা মারফু কারণ, বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ. এ ব্যাপারে তখনই অন্যকে নির্দেশ

দিতে পারেন যখন তা তার নিকট সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় মনগড়া নির্দেশ তিনি উস্মতকে কখনো দিতে পারেন না।

কিরান ও তামাত্তু কারীর জন্য হজ্জের ১০ তারিখে রমী, কুরবানী ও মাথা মুন্ডানোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব

(১) عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - أتى منى فأتى الحجرة فرمبا ' ثم أتى منزله بمنى ' و نحر ' ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى حاجبه الأيمن ثم الأيسر ' ثم جعل يعطيه الناس .

رواه الإمام مسلم في " صحيحه " برقم (١٣٠٥) كتاب الحج ' باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق و الابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المملوق .

(٢) و عن ابن عباس قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما .

رواه الإمام ابن أبي شيبة في " مصنفه " ٣ / ٣٤٥ (١٤٩٥٤)

অর্থ: (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত: প্রিয় নবী ﷺ মিনায় এসে জামরাতে আসলেন। অনন্তর বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তারপর মিনাতে অবস্থিত স্বীয় তাবুতে আসলেন। এরপর কুরবানী করে মাথা মুন্ডানোর জন্য নাপিতকে মাথার ডান পার্শ্বের প্রতি ইশারা করে বললেন যে, নাও হলক কর। এরপর বাম পার্শ্বের প্রতি ইশারা করলেন। অতঃপর (হলক কৃত সেই চুল মোবারক) উপস্থিত লোকজনকে দিতে লাগলেন। সূত্র: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১৩০৫) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (১৯৮১) তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৯১২)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয় নবী ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী এ মাথা মুন্ডানোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। আর সামনের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, একাজ গুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। নতুবা দম ওয়াজিব হবে।

অর্থ: (২) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যে ব্যক্তি স্বীয় হজ্জের কার্যাবলীর মধ্য হতে কোন একটিকে (তার স্থান থেকে) আগে করে ফেললঃ অথবা পরে করল সে যেন এর জন্য দম দেয়। (কোন কোন বর্ণনায় আছে সে যেন জবাই করে। যেহেতু সে ওয়াজিব ভঙ্গ করেছে।) সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩/৩৪৫ (১৪৯৫৪) (অবশিষ্ট-৪৬)

একই বৈঠকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে

(১) عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدى الأنصاري ... فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - ﷺ - فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله ! إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ - قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين .

رواه البخاري في " صحيحه " ٣ / ١٣٥١ (٥٢٥٩) كتاب الطلاق ' باب من أجاز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان ... الخ .

(২) عن عائشة أن رجلا طلق امرأة ثلاثا فتزوجت فطلق فسلل النبي - ﷺ - أنحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسليها كما ذاق الأول.

رواه البخارى فى “صحيحه” ١٣/ ١٣٥١ (٥٢٤١) كتاب الطلاق’ الباب السابق

অর্থ: (১) হযরত সাহাল ইবনে সা‘আদ রাযি. থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উয়াইমির নামক সাহাবী রাযি. ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়নবী ﷺ এর দরবারে লি‘আন (একে অপর কে বিশেষ কছম) করছিলেন। উভয়ে যখন লি‘আন থেকে ফারেগ হলেন তখন হযরত উয়াইমির রাযি. বলে উঠলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি তো তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি। (এমতাবস্থায় আমি তাকে কি করে রাখি এটা বলেই) প্রিয়নবী ﷺ তাকে কোন হুকুম দেয়ার পূর্বেই সে তাকে (স্ত্রীকে ঐ মজলিসেই) এক বাক্যে তিন তালাক দিয়ে দিল। হাদীসের বর্ণনা কারী ইবনে শিহাব রহ. বলেন: এ ঘটনাই লি‘আন কারীদের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সূত্র: বুখারী শরীফ ৩/১৩৫১ (৫২৫৯) মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১৪৯২)

লক্ষণীয় যে, এই হাদীসে সাহাবী কর্তৃক এক সাথে তিন তালাক দেয়ায় মহানবী ﷺ উহাকে বাতিল বলেন নাই। বুঝা গেল এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়।

অর্থ: (২) হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। অতঃপর সে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসল। অনন্তর দ্বিতীয় স্বামী তাকে (মিলনের পূর্বে) তালাক দিল। প্রিয়নবী ﷺ কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি জবাব দিলেন যে, না যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী এ স্ত্রীর স্বাদ আশ্বাদন করে নেয়। যেমনিভাবে প্রথম স্বামী তার স্বাদ আশ্বাদন করেছিল। সূত্র: বুখারী শরীফ ৩/১৩৫১ (৫২৬১)

এই হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়। অন্যথায় প্রিয়নবী ﷺ এটাকে অস্বীকার করতেন। এবং এক তালাকের সিদ্ধান্ত দিয়ে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার ফয়সালা দিতেন।

নির্দিষ্ট মুজতাহিদ এর তাকলীদ বা অনুসরণ শিরক নয় বরং ওয়াজিব

(১) عن حذيفة بن اليان قال : قال رسول الله - ﷺ - “انى لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فافتنوا با لذين من بعدى “ و أشأ ر إلى أبى بكرٍ و عمر”.

رواه الترمذى فى “جامعه” برقم (٣٦٤٢) كتاب المناقب ‘ باب مناقب أبى بكرٍ و عمر . و ابن ماجه فى “سننه” ٨٠/ ١ (٩٧) و بنا لفظ ابن ماجه.

(২) عن عكرمة أن أبل المدينة سئلوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم : تنفرو قالوا : لا نأخذ بقولك و ندع قول زيد قال : إذا قدمتم المدينة فسللوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سلم فذكرت حديث صيفة ... الخ.

رواه البخارى فى “ صحيح ” ٤١٧/١ (١٧٥٨) و (١٧٥٩) كتاب الحج ‘ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.

অর্থ: (১) হযরত হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. বলেন: প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমিতো জানিনা আর কতদিন তোমাদের মাঝে জীবিত থাকব, তাই আমার অবর্তমানে তোমরা এ দুজনের অনুসরণ করবে। এটা বলে তিনি হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমরের রাযি. দিকে ইঙ্গিত করলেন। সূত্র: তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (৩৬৬২) ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৮০(৯৭) মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৮২, ৩৮৫, ৩৯৯, ৪০২ (অবশিষ্ট-৪৭)

প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. কে নির্দিষ্ট করে তাঁদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এ ক্ষেত্রে নির্দেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদ্বারা সাধারণতঃ ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। বুঝা গেল, নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করার ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন এবং ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এর মধ্যে এদিকে ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. এর পরবর্তীতেও যোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা যাবে। যেমন সামনের হাদীসে এর একটি নজীর রয়েছে।

অর্থ: (২) হযরত ইকরিমা রহ. থেকে বর্ণিত, (একদা হজের মৌসুমে) মদীনাবাসীগণ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. (মক্কার মুফতী) কে এমন এক মহিলা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, যে তওয়াফে যিয়ারত (ফরয তাওয়াফ) করার পর ঋতুবতী হয়ে গেল। (এখন সে কি দেশে ফিরে যাবে, নাকি বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে থাকবে?) তিনি জবাব দিলেন যে, সে (নিজ কাফেলার সাথে) দেশে ফিরে যাবে। মদীনাবাসীগণ বললেন: আমরা (মদীনার মুফতী) যায়েদ রাযি. এর কথা ছেড়ে আপনার কথা গ্রহণ করতে পারি না। (কারণ, হযরত যায়েদ রাযি. মদীনা শরীফে তাদের ইমাম ছিলেন এবং তার মতামত ছিল এর বিপরীত) অনন্তর, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন: তোমরা মদীনা যেয়ে জিজ্ঞেস কর, তারা তাই করলেন। মদীনা শরীফে এসে বিভিন্ন লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। প্রশ্নকারীরা যাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. ও ছিলেন। এবং তিনি এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা রাযি. এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং ইবনে আব্বাসের রাযি. ফাতাওয়ার সমর্থন করেন। সূত্র: বুখারী শরীফ ১/৪১৭ (১৭৫৮)(১৭৫৯)

প্রকাশ থাকে যে, নবী ﷺ এর ইনতিকালের পর প্রত্যেক শহরের লোকেরা ঐ শহরের বড় আলেম এর তাকলীদ করতেন এবং তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী চলতেন। সেই হিসাবে, মদীনা বাসীগণ হযরত যায়েদ রাযি. এর তাকলীদ করতেন বলে তারা মক্কার মুফতী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর ফাতাওয়াকে গ্রহণ করলেন

না। বরং এ ব্যাপারে তাদের ইমাম হযরত যায়েদ রাযি. এর মতামতের স্মরণাপন্ন হলেন। এর দ্বারা নিদিষ্ট ইমামের তাকলীদ প্রমাণিত হয়।

আত্মশুদ্ধির জন্য বাই‘আত হওয়া বিদ্‘আত নয় বরং জরুরী

عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا عند رسول الله - ﷺ - تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال : ألا تبایعون رسول الله ؟ - ﷺ - وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال : ألا تبایعون رسول الله ؟ فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال : ألا تبایعون رسول الله ؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل احدا ينأوله إياه.

رواه مسلم في ” صحيحه “ برقم (١٠٢٣) كتاب الزكاة ‘ باب كراهية المسئلة للناس

অর্থ: হযরত আউফ ইবনে মালেক আল আশজাজি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নয় জন বা আট জন বা সাত জন প্রিয়নবী ﷺ এর নিকট অবস্থান করছিলাম। ইত্যবসরে তিনি বলেন: তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বাই‘আত হবে না? (সাহাবী বলেন) যেহেতু আমরা সবমাত্র বাই‘আত হয়েছি, তাই বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাতো আপনার হাতে বাই‘আত হয়েছি। তিনি পুনরায় বলেন: “তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে বাই‘আত হবে না?” আমরা আবাবো বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো বাই‘আত হয়েছি। তিনি পুনঃ বলেন: তোমরা কি রাসূলুল্লাহর নিকট বাই‘আত হবে না?” তিনি বলেন: এবার আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাতো আপনার নিকট বাই‘আত গ্রহণ করেছি। তাই এখন কিসের ভিত্তিতে বাই‘আত হবে? তিনি জবাব দিলেন: “এ কথার উপর বাই‘আত গ্রহণ করবে যে, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবে, অর্থাৎ, একত্ববাদ এর উপর অটল থাকবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আমার আনুগত্য করবে এবং লোকদের নিকট কিছু চাইবে না”। (রাবী বলেন:) এর পর সে জামা‘আতের অনেককে আমি দেখেছি যে (আরোহী অবস্থায়) তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গিয়েছে, কিন্তু কারো কাছে এটা চাননি যে, সে চাবুকটি তার হাতে তুলে দিক। সূত্রঃ: মুসলিম শরীফ হাদীস নং (১০৪৩) আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (১১৪২) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৪৬০) ইবনে মাজাহ শরীফ ৩/৩৯৮(২৮৬৭)

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীসে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবীদের রাযি. এ বাই‘আত ইসলাম গ্রহণের জন্য বা জিহাদের জন্য ছিলনা। কারণ, তারা আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অমি বাই‘আতে শব্দের মধ্যেও জিহাদের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এটা ছিল ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্য বাই‘আত। আর সুফীগণের বাই‘আতের উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং এটা বিদ্‘আত হওয়ার কল্পনাই করা যায়না। যারা এটাকে বিদ্‘আত বলে থাকেন এটা তাদের ইলমের স্বল্পতার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট

১-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন “হাদীসটির সনদ সহীহ।”

অনুরূপভাবে হাফেয যাহাবী রহ. ও বলেছেন: “এর সনদ সহীহ। যারা এটিকে সহীহ বলে না তাদের কথার প্রতি ভ্রক্ষেপ করা হবে না।”

ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীসটির ব্যাপারে বলেন: “এর সকল বর্ণনা কারী নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীসটি মওকুফ এটাই হল সঠিক।”

দ্রষ্টব্য: সুনানে দারাকুতনী ১/৮০ নসবুর রায়া ১/১৫১ ইলাউস সুনান ১/৩১৮-৩১৯ আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-৪৮ আল্লামা নিমাতী রহ. তাঁর “আছারুস সুনান” নামক কিতাবে ইমাম দারাকুতনীর রহ. উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ অংশকে সঠিক নয় বলে প্রমাণ করেছেন। যার সার সংক্ষেপ হল: হাদীসটিকে মারফু (রাসূলের বর্ণনা) হিসেবে বর্ণনাকারী উসমান ইবনে মুহাম্মাদ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। (দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্তাহযীব ৫/৫১২-৫১৩) আর হাদীসের নীতিমালা অনুসারে এমন ব্যক্তির বর্ণিত করণ গ্রহণযোগ্য। (দ্রষ্টব্য: তাদরীবুর রাবী ২/৪৫) তাছাড়া আলোচ্য মারফু ও মওকুফ, রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তুর মাঝেও বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কাজেই, একটিকে অপরটির বিরোধী বলে মওকুফকে সঠিক ও মারফুকে সঠিক নয় বলাও সঠিক নয়।

২-অবশিষ্ট: অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে নিম্নের কিতাব সমূহে: আবুদাউদ শরীফ হাদীস নং (৪২৪) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৫৪৮) ও (৫৪৯) ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং (৬৭২) সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১৮ (১৪৮৬)

ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনা নিম্নরূপ “তোমরা ফজরকে যতই আলোকোজ্জ্বল করে পড়বে ততই তোমাদের ছাওয়াব বাড়বে”।

ইমাম সাঈদ ইবনুল কাত্তান রহ. তার “কিতাব” নামক গ্রন্থে বলেন: “হাদীসটির তরীক (সূত্র) সহীহ”। দ্রষ্টব্য: নসবুর রায়া ১/৩০৪

৩-অবশিষ্ট: ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন:

إسناده صحيح على شرط مسلم ‘ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر ‘ فمن رجال مسلم
অনুরূপ ভাবে শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত মুসনাদে আহমাদের টীকাতে বলেন:

إسناده صحيح على شرط مسلم ‘ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر ‘ فمن رجال مسلم
অর্থাৎ, ইমাম মুসলিমের রহ. শর্ত অনুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ এর, সকল বর্ণনাকারী (সিকাত) এবং বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী, শুধুমাত্র আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর নামক একজন রাবী ব্যতীত, তবে তিনিও মুসলিম শরীফের রাবী। তাছাড়া ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. কর্তৃক হাদীসটিকে তার

“সহীহ” নামক কিতাবে ও ইবনুল জারুদ রহ. কর্তৃক তাঁর “আল মুনতাকা” নামক কিতাবে উল্লেখ করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি তাদের নিকটেও সহীহ। সুতরাং এই হাদীসের রাবীদ্বয় মুহাম্মদ ইবনে আতা ও আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর এর ব্যাপারে যারা কিছুটা আপত্তি তুলেছেন তাদের আপত্তি সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আল জাউহারুননাকী ফিররাতি আলাল বাইহাকী ২/৭২

৪-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. তার “মুসতাদরাক” নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. তাদের কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেননি। আল্লামা যাহাবী রহ. ও তার তালখীসুল মুসতাদরাকে হাকিমের উপরোক্ত বক্তব্যের স্পষ্ট সমর্থন দান করেছেন।

দ্রষ্টব্য: মুসতাদরাক ও তার টীকা ১/৪৭৯ এছাড়াও বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে শিরীন রহ. থেকে একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. নামাযের মধ্যে যখন এদিক সেদিক তাকাতেন। তখন নিম্নের আয়াত দুটো অবতীর্ণ হয়। (الذين هم في صلاتهم خاشعون)

অর্থাৎ “সে সকল মুমিন সফল কাম হয়েছে, যারা নামাযে খুশু খুজু অবলম্বন করেছে।” তখন তারা নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এবং নিজেদের সম্মুখে নজর রাখেন। এবং সিজদার স্থান থেকে নজর হটিয়ে নেওয়াকে পছন্দ করতেন না। দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারী ২/২৭৩, হাদীস নং (৭৫০)

৫-অবশিষ্ট: সহীহে ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১০৩-১০৪(১৭৭৩), সুনানে বাইহাকী ২/২৭ (৩১৭) সুনানে নাসাঈ (কুবরা) ১/৩০৮ (৯৫৭) সুনানে আব্দুদাউদ তয়ালেসী ১/১২৫ হাদীসটি সহীহ, ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. হাদীসটিকে তাদের কিতাবে আনেননি। হাফেয যাহাবী রহ. ও হাকিমের কথার সমর্থন করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম ইবনে খুযাইমা ও ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁদের “সহীহ” নামক কিতাবে হাদীসটিকে উল্লেখ করে তা সহীহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৬-অবশিষ্ট: ইমাম তিরমিযীরহ. হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন:

حديث بلب حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم .
অর্থাৎ, হাদীসটি হাসান। এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও তাবেঈনদের রহ. আমল এর উপরই। ইবনে মাজার মুহাক্কিক মাহমুদ মুহাম্মদ বলেন: الحديث حسن صحيح
শায়েখ শুআইব আল আর নাউত মুসনাদে আহমাদের টীকায় বলেন এই হাদীসটি ضعيف যদিও এ সনদটি صحيح لغیره

৭-অবশিষ্ট: আব্দুদাউদ শরীফ হাদীস নং (৭৫৫) নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (৮৮৭) এই হাদীসটির ব্যাপারে ইবনে সাইয়িহুননাস রহ. বলেন رجاله الصحيح ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন এ সনদ হাসান। নাইলুল আউতার ২/১৯০

৮-অবশিষ্ট: তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার শায়েখ মুহাম্মদ আবু তায়্যিব বলেছেন: فإذا حديث صحيح سنداً ومتناً অর্থাৎ হাদীসটি সনদ মতন উভয় দিক দিয়েই সহীহ এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা যাবে। দ্রষ্টব্য: ইলাউস সুনান ২/১৯৭, হাফেয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহ. তাঁর “তাকরীজে আহাদীসিল ইখতিয়ার” গ্রন্থে বলেছেন هذا سند جيد অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ উত্তম। এবং শায়েখ আবেদ সিন্দী রহ. বলেছেন رجاله ثقات (এর বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।) দ্রষ্টব্য: আছারুসসুনান পৃষ্ঠা-৯০

উল্লেখ্য যে, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হাদীসটির শেষ শব্দ (تحت السرة) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার কোন কোন নুসখাতে পাওয়া যায় না। যদি তাই হয় তাহলে এ হাদীস কি করে প্রমাণ যোগ্য হবে?

এর জবাবে বলব যে, অধিকাংশ নুসখাতে এ শব্দটি বিদ্যমান। যেমন: আল্লামা কাসেম সিন্দী রহ. তাঁর রিসালা “ফাউয়ুল কিরামে” বলেছেন: “যেখানে আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগার ন্যায় এমন বিদ্বৎ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে উক্ত শব্দ সহ নিশ্চিত রূপে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার বরাতে উল্লেখ করেছেন, আর আমি নিজেও শব্দটি একটি নুসখাতে দেখেছি, এবং এটা শায়েখ মুফতী আব্দুল কাদেরের খিয়ানাতে সংরক্ষিত নুসখাতেও বিদ্যমান আছে সেখানে এ শব্দটিকে ভুল বলা ইনসাফের কথা নয়। তিনি আরো বলেন যে, এ শব্দটি আমি স্বচক্ষে এমন বিশুদ্ধ নুসখাতে দেখেছি যে নুসখাতে বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন ছিল। এবং অধিকাংশ বিশুদ্ধ নুসখাতেই এটা রয়েছে। দ্রষ্টব্য: আছরুসসুনান পৃষ্ঠা-৯০ আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, শব্দটি কোন কোন নুসখাতে না থাকার কারণে এটা থাকার সম্ভাবনা দুর্বল, তবে আমরা বলব যে, এ শব্দ সম্বলিত একাধিক মারফু, মওকুফ ও মাকতু হাদীস থাকার কারণে একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বাস্তবেই শব্দটি হাদীসে বিদ্যমান আছে। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত অপর হাদীস খানা সে সকল সমর্থনকারী হাদীস সমূহেরই একটি।

৯-অবশিষ্ট: জ্ঞাতব্য: হাদীসটির সনদের মধ্যে আকুরে রহমান ইবনে ইসহাক নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। অনেক মুহাদ্দিস তাকে যঈফ বললেও মারাত্মক যঈফ কেউ বলেননি। উপরন্তু শায়েখ ইজলী রহ. ও আবু হাতেম রহ. তাকে হাদীস লেখার যোগ্য বলে উল্লেখ্য করেছেন। দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্তাহযীব ৬/১৩৬-১৩৭, যার অর্থ হল সমার্থবোধক কোন شاذ বা متابع পাওয়া গেলে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে। আর বাস্তবেও এ হাদীসের একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে। যেমন: আবু

মিজলায তাবেঈ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে, নামাযে হাত কিভাবে রাখবে? তিনি জবাব দিলেন যে, ডান হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং উভয় হাতকে নাভীর নিচে রাখবে।

দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪৩ (৩৯৪২) সুনানে আবূদাউদ ১/৪৮০ (৭৫৭) হাদীসটির সনদ জায়িদ, হাসান। তেমনিভাবে বিশিষ্ট তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৪২, (৩৯৩৯) হাদীসটির সনদ হাসান।

দ্রষ্টব্য: ইলাউস্ সুনান ২/১৯২

১০-অবশিষ্ট: মুস্তাদরাক ১/২৩৫ (৮৫৯) ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন যে, হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. হাদীসটিকে তাঁদের কিতাবে আনেননি। তিনি আরো বলেন, প্রিয় নবী ﷺ এর নামায শুরু করার সময় সুবহানাকা--- পড়ার ব্যাপারে এর চেয়ে ও এর পূর্বে উল্লেখিত হাদীসটির চেয়ে বিস্কৃত্তম হাদীস আমার জানা নেই। তাছাড়া সহীহ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত আছে যে, হযরত উমর রাযি. এই সুবহানাকা ওয়ালা ছানা-----পড়তেন। (মুস্তাদরাক ১/২৩৫)

মোট কথা হাদীসটির সনদ সহীহ। এবং এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

১১-অবশিষ্ট: সহীহে ইবনে হিব্বান দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১০৪ (১৭৭৫), সহীহে ইবনে খুযাইমা হাদীস নং (৪৬৮), মুস্তাদরাক ১/২৩৫(৮৫৮), শরহুস সুনাহ্ ৩/৪৩, ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন **هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه** অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. হাদীসটিকে, তাদের কিতাবে আনেননি। ইমাম যাহাবী রহ. ও বলেছেন হাদীসটি সহীহ। ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমা কর্তৃক হাদীসটিকে তাদের “সহীহ” নামক কিতাবে উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা গেল হাদীসটি তাদের কাছেও সহীহ।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটির সনদে “আমের ইবনে উমায়ের আল আনায়ী” নামে একজন রাবী আছে। তার ব্যাপারে কেউ কেউ কিছুটা আপত্তি করলেও উল্লেখিত উলামায়ে কিরাম কর্তৃক হাদীসটি সহীহ বলে স্বীকৃতি দেয়ার দ্বারা বুঝা গেল যে, সে সকল আপত্তি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি ছাড়াও একাধিক সাহাবায়ে কিরাম থেকে সহীহ ও হাসান সনদে মারফু ও মাউকুফ হাদীস রয়েছে, দ্রষ্টব্য: সুনানে দারাকুতনী ১/৩৫ (১১২৯), বাইহাকী শরীফ ২/৩৬(২৩৫৫)

১২-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন:

بذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

অর্থাৎ, ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী ও এই হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ. ও বলেছেন হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সম্বলিত। ইমাম দারাকুতনী রহ. বলেন **رواته كلهم ثقات** ‘**বذا صحيح**’ অর্থাৎ, হাদীসটি সহীহ। এবং এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। অনুরূপভাবে ইমাম বাইহাকী রহ. ও হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন **وإسناده صحيح و له شواهد** অর্থাৎ, এই সনদটি সহীহ। এবং এর শাওয়াহেদ আছে।

১৩-অবশিষ্ট: ইমাম ইবনে খুযাইমা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকেম প্রমূখ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাকিম তার “মুস্তাদরাক” নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন: হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী ও সহীহ। আল্লামা যাহাবী রহ. হাকিমের এ মতকে সমর্থন করেছেন। ইমাম হাইসামী রহ. তাঁর “মাজমাউয়্ যাওয়ায়েদ” নামক কিতাবে ২/১৩৫ (২৮০৭) হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।

১৪-অবশিষ্ট: সুনানে দারেমী ১/৩১৮ (১২৮২) শরহুস্ সুন্নাহ ৩/৯৩ (৬১৪) বাইহাকী ২/৮৫ (২৫৫১), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন সাহাবী আবু হুমাইদ রাযি. এর হাদীসটি হাসান সহীহ। অনুরূপ কথা আল্লামা বগতী রহ. ও তার “শরহুস্-সুন্নাহ নামক কিতাবের ৩/৯৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন। অত্র “শরহুস্ সুন্নাহ” কিতাবের টীকায় শায়েখ শুয়াইব ও শায়েখ যুহায়ের বলেন: হাদীসটির সনদ হাসান।

১৫-অবশিষ্ট: এই হাদীসের সনদের মধ্যে “আতা ইবনে সায়েব রহ.” নামে একজন রাবী রয়েছে, যিনি একজন-- রাবী।

দ্রষ্টব্য: তাহযীবুল কামাল ১৩/৫৬-৫৯ তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮৫-১৮৬ তবে, তিনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হতেন। আইন্মায়ে আসমায়ে রিজাল এমত পেশ করেছেন যে, প্রাথমিক জীবনে যারা তার নিকট থেকে হাদীস নিয়েছেন, তাদের হাদীস সহীহ। আর পরবর্তী জীবনে যারা তার থেকে হাদীস নিয়েছেন তাদের হাদীস বিবেচনা যোগ্য। আর বর্ণিত হাদীসের সনদে আতা রহ. এর ছাত্র হাম্মাম রহ. ও তার প্রাথমিক জীবনের ছাত্র। ইমাম তহাবী রহ. তার “শরহে মুশকিলিল আছারে” এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: তুহফাতুল আখইয়ার বিতরতীবী শরহে মুশকিলিল আছার ১নং খণ্ড হাদীস নং (১৬১) শায়েখ শুয়াইব ও মুসনাদে আহমাদের টীকায় এ কথাই বলেছেন। দ্রষ্টব্য: টীকা মুসনাদে আহমদ ২৮/৩১১ সুতরাং তাঁদের বক্তব্য মতে হাদীসটি সহীহ। তাছাড়া এ হাদীসের একাধিক **متابع** **شاهد** রয়েছে।

১৬-অবশিষ্ট: বর্ণিত হাদীসটির বিষয় বস্তু সহীহ। যেমনটি ইবনে মাজাহ কিতাবের টীকায় মাহমুদ মুহাম্মদ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: ইবনে মাজাহ (টিকা) ১/৪৮০ (৮৮৮) তবে, হযরত হুজাইফার রাযি. এ হাদীস খানা তিনটি সনদে বর্ণিত রয়েছে, তন্মধ্যে হতে প্রতিটির সনদেই এক একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছে।

১। যেই সনদে ইবনে মাজাহ রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিতে “ইবনে লাহইয়া” নামক একজন রাবী আছে। আইশ্মায়ে কিরাম তার ব্যাপারে ভাল মন্দ উভয় ধরণের মতামতই দিয়েছেন।

২। যেই সনদে ইমাম ইবনে খুযাইমা ও দারাকুতনী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে “মুহাম্মদ ইবনে আবী লাইলা” নামে একজন রাবী আছে। তিনি ও আইশ্মায়ে জরাহ তা’দীলের নিকট বিতর্কিত।

৩। যেই সনদে ইমাম তহাবী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে “মুজালিদ” নামে একজন রাবী আছে। তিনিও অনুরূপ বিতর্কিত। তবে একজন অপর জনের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করায় হাদীসটি হাসান হয়ে প্রমাণযোগ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া এবিষয়টি একাধিক সাহাবা রাযি. থেকে মারফুআন ও মওকুফান সহীহ সনদেও বর্ণিত আছে।

১৭-অবশিষ্ট: ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. তার “সহীহ” নামক কিতাবে (১/৩১৮) ইবনে হিব্বান রহ. তার “সহীহ” নামক কিতাবে, দ্রষ্টব্য: আল ইহসান ৩/১৪১(১৯০৮) হাকিম তার “আল মুসতাদরাক” নামক কিতাবে ১/২২৬ হাদীসটিকে “সহীহ” বলেছেন। এবং আল্লামা যাহাবীরহ. হাকিমের কথাকে সমর্থন করেছেন। ইবনুস সাকান রহ. ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: তালখীসুল হাবীর ১/২৫৪ ইবনু কাইয়িম আল জাউযিয়াহ রহ. ও বলেছেন “এটাই সহীহ”। দ্রষ্টব্য: যাদুল মাআদ ১/২২৩।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসের সনদের মধ্যে “শরীক” নামে একজন বর্ণনা কারী রয়েছে তার ব্যাপারে কোন কোন ইমামে হাদীস কালাম করেছেন। যেমন ইমাম দারা কুতনী রহ. তার “সুনান” নামক কিতাবে হাদীসটি নকল করার পর বলেছেন যে, আসেম ইবনে কুলাইব রহ. থেকে হাদীসটিকে এক মাত্র শরীকই বর্ণনা করেছেন। আর একক ভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি মজবুত নন। দ্রষ্টব্য: সুনানে দারাকুতনী (৩/৩৪৪)

এর জবাব এই যে, আইশ্মায়ে আসমায়ে রিজাল বলেছেন: শরীক শেষ জীবনে যদিও ভুল করতেন, কিন্তু যারা প্রথম জীবনে তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের হাদীস তার থেকে “সহীহ”। আর বর্ণিত হাদীসে ইয়াযিদ ইবনে হারুন শরীকের প্রাথমিক জীবনের ছাত্র। দ্রষ্টব্য: কিতাবুস্ সিকাত ৬/৪৪৪ তাহযীবুত তাহযীব ৪/৩৩৬ সুতরাং বর্ণিত হাদীসটি “সহীহ”। এ ছাড়াও শায়েখ

শুয়াইব “শরহুস সুন্নাহ” কিতাবের টিকায় বলেন: “মাওয়ারিদুয যমআন” নামক কিতাবে পৃষ্ঠা-১৩২ বর্ণিত সনদে শরীকের স্থানে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস নামে একজন রাবী আছে যিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তবে সেই ইসরাঈল শরীকের সুন্দর মুতাবে, কাজেই এ হিসাবে ও হাদীসটি অন্ততঃ পক্ষে হাসান, যা দলীল হিসেবে পেশ করার জন্য যথেষ্ট।

১৮-অবশিষ্ট: শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত “আল ইহসান” নামক কিতাবের ৫/২৭২ পৃষ্ঠা ও শরহুস সুন্নাহ কিতাবের ৩/২৭ পৃষ্ঠা ও মুসনাদে আহমাদ কিতাবের ৪/৩১৮ পৃষ্ঠা টিকায় বলেছেন হাদীসটির “সনদ সহীহ”। অনুরূপ কথা “সহীহে ইবনে খুযাইমা” নামক কিতাবের ১/৩২৩ পৃষ্ঠা “আল মুত্তাকা” নামক কিতাবের ১০৯ পৃষ্ঠা টিকায় রয়েছে যে, হাদীসটির “সনদ সহীহ”। সুতরাং উল্লেখিত মুহাক্কিকগণের উক্তি মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।

১৯-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. হাদীস খানা উল্লেখ করার পর বলেন:

بذا حديث صحيح على شرط مسلم

অর্থাৎ: ইমাম মুসলিমের রহ. শর্ত অনুযায়ীও হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ. হাকিমের উক্ত কথাকে সমর্থন করেছেন। আল্লামা হাইসামী রহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদে ২/১৩৫ (২৮০৯) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন এর সনদ হাসান।

২০-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, “হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত অনুযায়ী ও সহীহ। যদিও তারা হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি।” আল্লামা যাহাবী রহ. ও বলেছেন হাদীসটিতে বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. এর শর্ত পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রিয় নবী ﷺ বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ থেকে শুরু করে বের হওয়া পর্যন্ত দৃষ্টিকে সিজদার স্থানে নিবিষ্ট রেখেছেন। আর একথা প্রমাণিত আছে যে প্রিয় নবী ﷺ সেখানে নামাযও পড়েছেন। তাহলে তিনি নামাযেও সিজদার জায়গায় নজর রেখেছেন। আর সিজদারত অবস্থায় নাকের অগ্র ভাগই যেহেতু বিশেষ ভাবে সিজদার স্থান, তাই এর দ্বারা বুঝা যায় সিজদা অবস্থায় নাকের অগ্র ভাগে নজর রাখা সুন্নাত।

২১-অবশিষ্ট: শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত মুসনাদে আহমাদের টিকায় ৫/৪২৪

বলেন: إسناده صحيح على شرط مسلم ‘ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر فن رجال مسلم

অর্থাৎ, হাদীসটির সনদ মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী। এর সকল বর্ণনা কারী নির্ভরযোগ্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী, শুধু মাত্র আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর নামক এক ব্যক্তি ব্যতীত। তবে তিনিও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীগণের একজন।

২২-অবশিষ্ট: বর্ণিত হাদীসটির বিষয় বস্তু সহীহ। যেমনটি ইবনে মাজাহ কিতাবের টিকায় শাইখ মাহমুদ মুহাম্মাদ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: ইবনে মাজাহ ১/৪৮০ (৮৮৮) তবে, হযরত হুযাইফার রাযি. এ হাদীস খানা তিনটি সনদে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্য হতে প্রতিটি সনদেই এক একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছে। রুকুর বর্ণনায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৩-অবশিষ্ট: প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী রহ. ইলাউস্ সুনানে বলেন “হাদীসের সকল বর্ণনা কারী বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী শুধু মাত্র ইমাম নাসাঈর উস্তাদ “রবী ইবনে সুলাইমান” নামক একজন রাবী ব্যতীত। তবে তিনি ও ثقة এবং ইসহাক ইবনে বকর নামক একজন রাবী ব্যতীত তিনি শুধু মাত্র মুসলিম শরীফের রাবী এবং তিনিও ثقة. দ্রষ্টব্য: ইলাউস্ সুনান ৩/৪৬ ২৪

২৪-অবশিষ্ট: প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত হাদীসের সনদের একজন রাবী মালেক ইবনে নুমায়ের ব্যতীত বাকী সকলেই ثقات (নির্ভরযোগ্য) আর মালেক ইবনে নুমায়েরকে কেউ কেউ অভিযুক্ত করলেও ইবনে হিব্বান রহ. তাকে “كتاب الثقات” এর ৫নং খন্ডের ৩৮৬পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন। এবং তার “সহীহ” নামক কিতাবে মালেকের সনদে (১৯৪৬) নং হাদীস স্থান দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইবনে খুযাইমা রহ. ও তার “সহীহ” নামক কিতাবে ১/৩৫৫ তার সনদে হাদীস এনেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, লোকটি তাদের কাছে সহীহর এর শর্তানুযায়ী। তাছাড়া ইমাম যাহাবী রহ. “আলকাশেফে” ২/২৩৭ তার ব্যাপারে وثق বলেছেন। যদ্বারা সাধারণ সত্যায়ন বুঝা যায়। মোট কথা, লোকটির হাদীস হাসান হওয়ার যোগ্য। কাজেই এই হাদীসের সনদটি হাসান পর্যায়ে।

২৫-অবশিষ্ট: হাদীসটির সনদের সকল রাবী ثقات (নির্ভরযোগ্য)। সুতরাং এটা সহীহ। এবং প্রথম হাদীসটি ও বাহ্যতঃ মাকতূ হাদীস হলেও তা মওকূফ বরং মারফূর হুকুম রাখে। কারণ, এ বিষয়টি হযরত হাম্মাদ রহ. কোন সাহাবী থেকে না শুনে এবং সেই সাহাবী হযুর ﷺ থেকে না শুনে কিয়াস করে বলতে পারেন না। সুতরাং হাদীসের উসূল হিসাবে তিনি কোন সাহাবী থেকে শুনেই বলেছেন।

২৬-অবশিষ্ট: ইবনে মাজার সনদটি হাসান, কারণ তার সনদে আলী ইবনে আবু আ'লা নামে একজন বর্ণনা কারী আছে যিনি “صدوق” দ্রষ্টব্য: তাকরীব ১/৩২৫ (৩৮৪০) অন্যান্য সকল বর্ণনা কারী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।

২৭-অবশিষ্ট: হাদীসটির সনদের সকল রাবী সিকাহ। তবে এর মধ্যে আব্দুল আযীয ইবনে রওয়াদ নামে একজন রাবীর ব্যাপারে কিছুটা কালাম থাকার কারণে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার “তাকরীব” নামক কিতাবে ১/৩৫৮ (৪২২০) তার ব্যাপারে বলেন: صدوق عابد زهرا وبم অর্থাৎ, সে সত্যবাদী, আবিদ, তবে মাঝে

মধ্যে ভুল করেন। কিন্তু শায়েখ শুয়াইব ও শায়েখ বাশশার আওয়াদ তাদের “তাহরীরুত তাকরীব” নামক কিতাবে ২/৩৬৭(৪০৯৬) ইবনে হাজার রহ. এর উক্ত কথা কে প্রত্যাক্ষান করে বলেছেন যে তিনি ثقة (নির্ভরযোগ্য)।

২৮-অবশিষ্ট: হাদীসটির সনদে “ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ” নামে একজন রাবী আছে যিনি আইন্মায়ের রিজালের নিকট বিতর্কিত। তার ব্যাপারে ভাল-মন্দ উভয় ধরনের মন্তব্যই রয়েছে। অনেকের মতে তিনি মূলতঃ সিকাহ। অবশ্য শেষ জীবনে তার মেধা শক্তিতে দুর্বলতা সৃষ্টি হলে তিনি হাদীস বর্ণনায় মাঝে মধ্যে ভুলের শিকার হন। তবে, সনদটি তার এ দুর্বলতার কারণে হাসানের নিচে হবেনা ইনশাআল্লাহ! বিশেষতঃ “মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতের” হযরত আলী রাযি. থেকে এ প্রসঙ্গে একটি রিওয়াযাত রয়েছে যদ্বারা আলোচ্য রিওয়াযাতটি সমর্থিত হয়। তবে সেই হাদীসের সনদে “ইবরাহীম ইবনে সামী” নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। আসমায়ে রিজালের কিতাব সমূহ সম্ভাব্য ঘাটাঘাটি করেও আমরা লোকটির কোন আলোচনা পাইনি বিধায় সেই হাদীসটিকে মূল শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করিনি। সেই হাদীসটি নিম্নরূপ:

أخرج الإمام ابن أبي شيبة في “مصنفه” ٣/٢٦٦ (٣٠٥٢) بطريق ابن فضال عن إبراهيم بن سميع قال : سمعت أبا رزين يقول : سمعت عليا يسلم في الصلاة عن يمينه و عن شماله ، والتي عن شماله أخفض
অর্থ: হযরত আবু রযীন রহ. বলেন আমি হযরত আলী রাযি. কে শুনেছি যে, তিনি নামাযে ডানে বামে সালাম ফিরাতেন। আর বাম দিকের সালাম তুলনামূলক আন্তে ফিরাতেন। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২৬৬ (৩০৫২)।

২৯-অবশিষ্ট: আল্লামা হাইসামী রহ. মাজমাউয়্ যাওয়ায়েদে (৯/৪৬২) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন:

رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت جحر بن عبد الجبار عن عمتها أم يحيى بن عبد الجبار و لم أعرفها و بقية رجاله ثقات
অর্থাৎ তিনি নামক একজন রাবীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। এছাড়া অন্যান্য সকল রাবী ثقات তবে বর্ণিত সনদের উপর কোন হুকুম দেয়া সম্ভব নাহলেও যেহেতু এই হাদীসের একাধিক حسن শোব্দ রয়েছে, কাজেই এর ব্যাপারে সহীহ বা হাসান হওয়ার সুধারণা পোষণ করা যেতে পারে।
শোব্দ গুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) قال عبد ربه بن سليمان قال : رأيت أم الرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها.
رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه” ٣/٢٦٦ (٢٤٧٠) و الإمام البخاري في “جزء رفع اليدين برقم (٢٢) قلت : رجاله ثقات اسناده صحيح.

অর্থাৎ: আব্দু রব্বীহী ইবনে সুলাইমান বলেন: আমি উম্মেদ্বারদা রাযি. কে দেখেছি যে তিনি নামাযে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২১৬ (২৪৭০)। জুযে রফউল ইয়াদাইন লিল বুখারী হাদীস নং (২২) সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাত (নির্ভরযোগ্য)।

(২) قال عاصم الأحول : رأيت حفصة بنت سيرين كبرت في الصلاة و أو مأت حنو ثديها.

رواه ابن أبي شيبة في 211مصنفه“ ٢١٦/١ (٢٤٧٥) في المرأة إذا افتتح الصلاة إلى ابن ترفع يديها . قلت :
إسناده حسن.

অর্থাৎ, আসেমে আহওয়াল রহ. বলেন যে, আমি হাফসা বিনতে শিরীনকে দেখেছি যে তিনি নামাযে তাকবীর বলেছেন এবং সীনা পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন। সূত্র: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/২১৬ (২৪৭৫)

হাদীসটির এ সকল শোব্দ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজরের রাযি. হাদীস খানা সহীহ বা হাসান।

৩০-অবশিষ্ট: বাইহাকী ২/৩১৫(৩২০১) হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী যিনি প্রিয়নবী ﷺ থেকে তব্বে এটা মুরসাল, কারণ يزيد بن أبي حبيب المصري হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন তিনি সিগারে তাব্বেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। (দ্রষ্টব্য: তাকরীবুত্তাহযীব পৃষ্ঠা ৬০০) তিনি হুজুর ﷺ থেকে সরাসরি হাদীসটি শুনেছেন। তব্বে হানাফীদের নিকট যেহেতু এর মুরসাল গ্রহণ যোগ্য তাই এটি তব্বে ত্রোয়ান্না বা আমল যোগ্য। কাউয়ায়েদ ফী উলুমিল হাদীস পৃষ্ঠা-১৫৭

৩১-অবশিষ্ট: মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ২/২৩ হাদীসটির সনদের মধ্যে একজন রাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল রাবী ছিকাত আর সেই বিতর্কিত একমাত্র রাবী হলেন ইবনে লাহইয়াহ, তার ব্যাপারে তাদীল ও তাজরীহ উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। তব্বে শেষ ফযসালা হল “যঈফ” তব্বে মুতাবাতাত বা শাওয়াহেদ পাওয়া গেলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। এমনই মতামত পোষণ করেছেন ইমাম আবু যুরআহ রাযি. দ্রষ্টব্য: মীযানুল ইতিদাল ২/৪৭৭

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. দ্রষ্টব্য: তাহযীবুততাহযীব ৫/৩৭৫, আল্লামা ইবনে আদী রহ. দ্রষ্টব্য: আলকামেল ৪/১৫২ আল্লামা মুনযিরী রহ. দ্রষ্টব্য: তারগীব তারহীব ৩/৮৪, ৩/১৩৬ শুআইব আল আরনাউত, বাশশার আওয়াদ দ্রষ্টব্য: তাহরীরুত্তাকরীব, শায়েখ উমর হাসান ফাল্লাতাহ দ্রষ্টব্য: আল অযউ ফিল হাদীস ১/১৯৮ মোট কথা হাদীসটির সনদ যঈফ হওয়া সত্ত্বেও হাসান লিগাইরীহী। কারণ এই হাদীসের অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/৭৭

৩২-অবশিষ্ট: নাসাঈ শরীফ ২/১৩১ (১০২৬) তহাবী শরীফ ১/১৬২ ইমাম ইবনে হাযম বলেন: “হাদীসটি সহীহ” দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা ৪/৮৮, আত্তালখীসুল হাবীর ১/৮৩, নাইলুল আউতার ২/১৮২ অনুরূপভাবে আল্লামা নিমাতী রহ. ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-১৩৩ “আলজাওহারুন নাকী” নামক কিতাবের ১/১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী সকলেই

মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন: “হাদীসটি হাসান”। একাধিক সাহাবা ও তাবেঈ এর প্রবক্তা। এবং এটা সুফিয়ান সাউরী ও আহলে কুফার মতামত। তুহফাতুল আহওয়াযীর মুহাক্কিক ইসাম বলেন “হাদীসটি সহীহ”। দ্রষ্টব্য: তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৫৫১ তবে, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইবনুল মুবারকের এ উক্তি নকল করেছেন যে, প্রিয় নবী ﷺ থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি কেবল মাত্র নামাযের শুরুতে একবারই রফয়ে যাদাইন করেছেন।

এর জবাব এই যে, হাদীসের বিষয় বস্তুটি হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে দুই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায নকল করতে যেয়ে কেবলমাত্র একবার রফয়ে যাদাইন করে দেখিয়েছেন।

২. একাধিকবার হাত না উঠানোর বিষয়টি তিনি সরাসরি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইবনুল মুবারকের উদ্দেশ্য হল, বিষয়টি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রিয় নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। অন্যথায়, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বিষয়টি প্রথম পদ্ধতিতে অত্যন্ত মজবুত সূত্রে প্রমাণিত রয়েছে। যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের সকল বর্ণনাকারী মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী। আর এ পদ্ধতিতে হাদীসটি ব্যাহত হযরত ইবনে মাসউদের রাযি. আমল হলেও হুকমান তা মারফু। কেননা, তিনি তো রাসূলেরই নামায দেখিয়েছেন। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. বলেন ইবনুল মুবারকের কাছে বিষয়টি প্রমাণিত না থাকলেও হাদীসটিতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিতে কোন বাঁধা নেই। (আর অনুসন্ধানের পর দেখা যায়) হাদীসটির ভিত্তি আসেম ইবনে কুলাইব নামক রাবীর উপর। আর তাকে ইবনে মাজীন রহ. নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দ্রষ্টব্য: নসবুর রাযা ১/৩৯৪ তাছাড়া খোদ ইবনুল মুবারকের সূত্রে সহীহ ভাবে হাদীসটি নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে। দ্রষ্টব্য: নাসাঈ শরীফ হাদীস নং (১০২৬) সুতরাং কী করে একথা বলা যেতে পারে যে, ইবনুল মুবারকের কাছে বিষয়টি মোটেও প্রমাণিত নয়। যেখানে রফয়ে যাদাইনের ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবাদের রাযি. সাথে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর মত বিরোধ অতি প্রসিদ্ধ ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫ নসবুর রাযা ১/৩৯৫-৩৯৭ ইলাউস সুনান ২/৫৭-৬০

৩৩-অবশিষ্ট: ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা নিমাভী রহ. ও বলেছেন “হাদীসটির সনদ সহীহ” দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা- ৯৪ আল্লামা যাইলাঈ রহ. এতদসংকুলাক্রান্ত একাধিক রিওয়াযাত নকল করার পর বলেন এ সব রিওয়াযেতের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। দ্রষ্টব্য: নসবুররাযা

১/৪০৩ অনুরূপভাবে ইলাউস সুনানেও হাদীসটির সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: ইলাউসসুনান ২/২১১

৩৪-অবশিষ্ট: আল্লামা নিমাতী রহ. তার আছারুস সুনান নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা ১১৩) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন صحيح اسناده صحيح اسناده صحیح, এর সনদটি সহীহ। অনুরূপ কথা আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সানী ও ইবনুল হুমাম রহ. বলেন هذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين অর্থাৎ, এ সনদটি ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. এর শর্তানুযায়ী। দ্রষ্টব্য: ইলাউস সুনান ৪/৭১ আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী রহ. বলেন :

قلت : رجاله رجال الجماعة الا امامنا الأعظم أباحيفة و هو ثقة لا يستل عن مثله قال في "الجوهر النقي" (১৭২/১): فقد وثقه كثير من وأخرج له ابن حبان في "صحيحه" واستشهد به الحاكم في "المستدرک". অর্থাৎ, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিহাহ সিভাহ বর্ণনাকারী শুধু মাত্র আবু হানীফা রহ. ব্যতীত। আর তিনিও এতই নির্ভরযোগ্য যে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই উঠেনা। আলজাওহারুন নাকী নামক কিতাবে আছে যে, অনেকেই তাঁকে সত্যায়ন করেছেন। ইবনে হিব্বান রহ. স্বীয় সহীহ নামক হাদীস গ্রন্থে তার সূত্রে হাদীস এনেছেন। ইমাম হাকিম রহ. স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে তার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম দারাকুতনী রহ. এই হাদীসটি তার "আস সুনান" নামক কিতাবে উল্লেখ করার পর যে মন্তব্য করেছেন তার সার সংক্ষেপ হল: হাদীসটিকে মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণনাকারী আবু হানীফা রহ. ও হাসান ইবনে আম্মারা রহ. ব্যতীত আর কেউ নেই। আর তারা দুজনই হলেন যঈফ। অথচ এদুজন ছাড়া আর প্রায় সকলেই ইহাকে মুরসাল হিসাবে রিওয়াযাত করেছেন। দ্রষ্টব্য: সুনানে দারা কুতনী ১/৩২৪

এর জবাবে ইমাম দারা কুতনীর উপরোক্ত বক্তব্য মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এবং ইমাম চতুর্থের অন্যতম ইমামে আযম ইমাম আবু হানীফাকে রহ. যঈফ বলার কারণে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কিরাম তার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা এখানে উল্লেখ করা মুখ্য নয়। এখানে আমরা শুধুমাত্র আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে ইলমুল জারহে ওয়াত্তাদিলের বিখ্যাত কয়েক জন ইমামের মন্তব্য নকল করেছি।

ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. এর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. কে আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন:

هو ثقة ما سمعت أحدا ضعفه ' هذا شعبه بن الحجاج يكتب اليه أن يحدث و يأمره ' و شعبه شعبة.

অর্থাৎ, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তাকে যঈফ বলতে আমি কাউকে শুনিনি। এই যে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ; তিনি আবু হানীফা রহ. এর কাছে এ মর্মে চিঠি লিখেন যেন

তিনি তার জন্য হাদীস বর্ণনা করেন। আর শু'বাতো শু'বাই অর্থাৎ তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দ্রষ্টব্য: আলইনতিকা পৃষ্ঠা ১৯৭ তায়কিরাতুল হুফ্‌ফায় ১/১৬৮

অন্যত্র ইয়াহইয়া ইবনে মাজিন রহ. কে ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: **عدل ثقة ماثلنك بمن عدله ابن المبارك ووكيع؟**

অর্থাৎ, তিনি ইনসাফগার ও নির্ভরযোগ্য, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা যাক সত্যায়ন করেছেন ইবনুল মুবারক রহ. ও অকী রহ.। সূত্র: মানাকেবে আবু হানীফা লিন কুরদবী পৃষ্ঠা-৯১

তিনি আরো বলেন:

هو ثقة ثقة كان والله اورع من أن يكذب و هو اجل قدرا من ذلك (تاريخ بغداد ১৩/৪৫০)

অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, খোদার কসম তিনি ছিলেন মিথ্যা থেকে পুতঃপবিত্র, তাঁর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। সূত্র: তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৫০

তিনি আরো বলেন: **كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ (تهذيب التهذيب ১০/১০)**

অর্থাৎ, আবু হানীফা রহ. ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি কেবল ঐ হাদীসই বর্ণনা করতেন যা তার মুখস্থ আছে, আর যা মুখস্থ নেই তা বর্ণনা করতেন না। সূত্র: তাহযীরুত্তাহযীব ১০/৪৫০

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন:

ليس أحد أن يقتدى به من أبي حنيفة لأذ كان اماما تقيا تقيا علما فقيها كشف العلم كشف لم يكشفه أحد بصر وفهم و فطنة وثقى. (تاريخ بغداد ১৩/৩২৪)

অর্থাৎ, অনুসরণের জন্য আবু হানীফা রহ. এর চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ নেই। কারণ তিনি ছিলেন ইমাম, মুত্তাকী, আলেম, ফকীহ। তিনি ইলমকে দেখে শুনে বুঝে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেমন কেউ করেননি। সূত্র: তারীখে বাগদাদ ১৩/৩২৪

ইমাম মিস'আর ইবনে কিদাম রহ. বলেন: **(رحم الله أبا حنيفة انه كان لفقيها علما . (الاستقاء ص : ১৭৫)**

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আবু হানীফার উপর রহম করুন তিনি নিঃসন্দেহে একজন ফকীহ ছিলেন। সূত্র: ইত্তিকা পৃষ্ঠা-১৯৫

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন :

رحم الله أبا حنيفة كان اماما (جامع بيان العلم و فضلہ ১২৫০/২ والجواهر المضية ৫৮/১)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আবু হানীফা রহ. এর উপর রহম করুন। তিনি একজন ইমাম ছিলেন। সূত্র: জামিউ বয়ানিল ইলমী ২/২৫০

আসমায়ে রিজাল শাস্ত্রের এসকল যবরদস্ত ইমামগণের কয়েকটি মাত্র উক্তি এখানে উল্লেখ করা হল যাদের প্রত্যেকেই ইমাম দারাকুতনীর চেয়ে বহুগুণে বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন এবং আবু হানীফা রহ. এর নিকটবর্তী যুগের। সুতরাং এসকল

মহান ব্যক্তির সত্যায়নের মোকাবেলায় ইমাম দারাকুতনীর উল্লেখিত যঈফ বলার কোনই মূল্য নেই। বরং, এরূপ অশোভন মন্তব্যের কারণে তিনি কঠিন আপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন।

আর হাসান ইবনে আশ্মারা রহ. কে যে ইমাম দারাকুতনী রহ. যঈফ বলেছেন তা বাস্তব সম্মত হলেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ ইমাম আবু হানীফা রহ. যেখানে নির্ভর তার শীর্ষে অবস্থান করছেন, সেখানে হাসান ইবনে আশ্মারার দুর্বলতা কোন সমস্যা নয়। মোট কথা ইমাম আবু হানীফা রহ. এক জন শীর্ষস্থানীয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আর হাদীসের উসূল অনুযায়ী এমন ব্যক্তির বর্ধিতকরণ গ্রহণযোগ্য। দ্রষ্টব্য: শরহে মুসলিম লিননববী (১/২৫৬) কাজেই অন্যান্যরা হাদীসটিকে মুরসালান রিওয়াত করলেও ইমাম আবু হানীফা রহ. যে এটাকে মারফুআন রিওয়াত করেছেন তা নির্দিধায় গ্রহণযোগ্য। সুতরাং হাদীসটি মারফু হওয়াই সঠিক।

আসলে হাদীসটিকে আবু হানীফা রহ. ও হাসান ইবনে আশ্মারা হ ব্যতীত আর কেউ মারফুআন রিওয়াত করেননি। ইমাম দারা কুতনীর এ কথাও সঠিক নয়। কারণ, এটিকে আরও অনেকেই মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। যেমনঃ সুফিয়ান সাওরী তিনি বুখারী ও মুসলিমে রাবী ও শরীক রহ. তিনি মুসলিম শরীফের রাবী, তারা উভয় হাদীসটিকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন। তাদের রিওয়াতটি মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানীতে বিদ্যমান আছে। অনুরূপভাবে হাসান ইবনে সালেহ আবু জুবায়ের থেকে, তিনি হযরত জাবের রহ. থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন। তার সেই রিওয়ায়াতটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে ১/৩৩০ (৩৭৭) রয়েছে। বুখা গেল হাদীসটিকে মারফুআন বর্ণনাকারীগণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ও হাসান ইবনে আশ্মারার সাথে আরো অন্তত তিনজন রয়েছে। কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হাদীসটি মূলতঃ মারফু। তবে রাবী সিকাহ হওয়ার কারণে তারা কখনো মুরসাল হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। আর হযফকৃত ব্যক্তি যদি জানা থাকে এবং তিনি সিকাহ হন, সেই মুরসালও পরিপূর্ণ প্রমাণযোগ্য। উপরন্তু এ হাদীসটি আটজন সাহাবা থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে সেগুলো একক ভাবে কিছু যঈফ হলেও সামগ্রিক ভাবে শক্তিশালী।

৩৫-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন। বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ীও হাদীসটি সহীহ, যদিও তারা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবী রহ. ও বলেন বাস্তবেই এটা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। আল্লামা নিমাতী রহ. ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা-১২৪ তিনি বলেন: তবে এর মতনের মধ্যে কিছুটা ইযতিরাব (উলট পালট) রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, কোন কোন আলেম হাদীসটির মধ্যে কিছু কিছু খুঁত বের করেছেন তা আসলে ভিত্তিহীন। আল্লামা নিমাতী রহ. তার আছারুস সুনানের ১২৪ পৃষ্ঠা ও হযরত জাফর আহমদ উসমানী রহ. তার ইলাউস্ সুনানের ২/২৫০-২৫৫ পৃষ্ঠায় তা প্রমাণ করেছেন। এবং অপরাপর রিওয়াযাতের উপর এ রিওয়াযাতের প্রাধান্য দেখিয়েছেন।

৩৬-অবশিষ্ট: আল্লামা নববী রহ. বলেন হাদীসটি সহীহ, দ্রষ্টব্য: শরহুলে মুহাযযাব ৩/৪৫৪ তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫৫ ইলাউস্ সুনান ২/১১২

অনুরূপ ভাবে ইমাম বাইহাকী রহ. ও বলেন হাদীসটি সহীহ, দ্রষ্টব্য: বাযলুল মাজহুদ ৫/৩১৯ শায়েখ শুয়াইব আল আরনাউত বলেন হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। দ্রষ্টব্য: শরহুস্ সুন্নাহ (টিকা) ৩/১৭৮

৩৭-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি রিওয়াযাত করার পর বলেন: “হাদীসটির সনদ সহীহ”। যদিও ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. হাদীসটি তাদের কিতাবে আনেননি। আর সনদের একজন রাবী ইয়াহিয়া ইবনে আবী সুলাইমান মিসরী নির্ভরযোগ্য রাবীদের একজন।

ইমাম যাহাবী রহ. ও তালখীসের মধ্যে এ ব্যাপারে ইমাম হাকিম রহ. কে সমর্থন করেছেন। ইমাম হাকিম রহ. মুস্তাদরাকের অন্য এক জায়গায় (২/২৭৪) ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেখানেও তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এবং এটাও বলেছেন যে, সনদের সকল রাবীর মাধ্যমে ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. প্রমাণ পেশ করেছেন। আর ইয়াহইয়া নামক রাবীর ব্যাপারে কোন জরাহ বা অভিযোগ জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী রহ. ও বলেন হাদীসটি সহীহ, আর ইয়াহইয়ার ব্যাপারে কোন অভিযোগ উল্লেখ নেই। কিন্তু বর্ণিত ইয়াহইয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. তাঁর “কিরাত খালফাল ইমাম” নামক রিসালায় অভিযোগ করেছেন। তাঁর এ অভিযোগকে আইম্মায়ে জরাহ তাদীলগণ গ্রহণ করেননি। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইলাউস্ সুনান জুয নং ৪ পৃষ্ঠা ৩৮-৩৩৯। সার কথা হল: হাদীসটি সহীহ যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। এবং হাসান হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৩৮-অবশিষ্ট: ইমাম নববী রহ. তাঁর “আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব” নামক কিতাবের ৪/৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, “হাদীসটির সনদ সহীহ”। আল্লামা যাইলাঈ রহ. “নসবুর রাযা” ২/২৪০ নামক কিতাবে বলেন: ইমাম আবু দাউদ রহ. ও আল্লামা মুনযিরী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কাজেই হাদীসটি তাদের কাছে সহীহ। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. ও ফাতহুল কাদীরে ১/৩৮৮ অনুরূপ কথা বলেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. ও “উদাতুল কারীতে” ৫/৫৫৪ বলেন: “হাদীসটি সহীহ”।

হাদীসটির সনদের মধ্যে শুআইব নামক একজন রাবীর ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক থাকলেও ইমাম বুখারীর রহ. তার প্রতি মৌন সমর্থন ছাড়াও বড় বড় কয়েক জন ইমামুল জরহে ওয়াত্তা দিলের স্পষ্ট সত্যায়ন রয়েছে। দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত্তাহযীব ৪/৩৫৮ সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান বরং সহীহ।

৩৯-অবশিষ্ট: এই হাদীসটির সনদের মধ্যে “ইবরাহীম ইবনে উসমান আবু শাইবা আল আবাসী” নামক এক জন রাবী রয়েছে, যাতে প্রায় অনেক ইমামই যঈফ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: তাহযীবুত তাহযীব ১/১৪৫

তবে আল্লামা ইবনে আদী রহ. তার ব্যাপারে বলেন: له أحاديث صالحة و هو خير من إبراهيم بن أبي حنيفة অর্থাৎ, “তার অনেক গ্রহণযোগ্য হাদীস আছে। এবং তিনি ইবরাহীম ইবনে আবী হাইয়্যা অপেক্ষা উত্তম”। আর ইবরাহীম ইবনে আবী হাইয়্যার ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. “লিসানুল মীযান” নামক কিতাবে ১/৫৩ ইবনে মাঈন রহ. থেকে নকল করেন شيخ ثقة كبير অর্থাৎ, তিনি একজন বড়মাপের নির্ভরযোগ্য শায়েখ। যদিও তার ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণ শক্ত বাক্যও ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, লোকটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। আর এমন লোকের হাদীস কারীনার ভিত্তিতে হাসান হওয়ার যোগ্য। সুতরাং ইবনে আদী রহ. যখন আলোচ্য হাদীসের রাবী ইবরাহীম ইবনে উসমানকে ইবরাহীম ইবনে আবী হাইয়্যার চেয়েও উত্তম বলেছেন, তখন বর্ণিত সনদটিকে হাসান বলাই মুনাসেব। বিশেষতঃ যখন একাধিক সহীহ সনদের মওকুফ হাদীস দ্বারা এ হাদীসের বিষয়টি সমর্থিত তখন আমাদের উপরোক্ত মতামত আরো শক্তিশালী হয়ে যায়।

৪০-অবশিষ্ট: আল্লামা নিমাভী রহ. তার “আত্‌তালীকুল হাসান” নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা: ২৫১) বলেন: “হাদীসটির সনদকে একাধিক জুফফায় সহীহ বলেছেন”। যেমনঃ আল্লামা নববী রহ. তার “খুলাসা” নামক কিতাবের মধ্যে, ইবনুল ইরাকী রহ. শরহুত্‌তাকরীবে, আল্লামা সুয়ুতী রহ. “আল মাসাবীহ” নামক কিতাবে। অনুরূপভাবে তিনি বলেন হাদীসটিকে ইমাম বাইহাকী রহ. তার মারিফাতুস্ সুনান অল আছারে অপর এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং সেটির সনদকে আল্লামা সুবকি রহ. তার “শরহুল মিনহাজ” নামক কিতাবে এবং মুল্লা আলী কারী রহ. তার “শরহুল মুআত্তাতে” সহীহ বলেছেন। দ্রষ্টব্য: আসারুস্ সুনান পৃষ্ঠা: ২৫২

৪১-অবশিষ্ট: হাদীসের সনদের সকল রাবী ছিক্বাহ, তবে সনদের একজন রাবী “জাররাহ ইবনে মালীহের” ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে, সবকিছু মিলিয়ে তিনি ----বরং----(দ্রষ্টব্য: তাহযীবুল কামাল ৩/৩৪০ তাহযীবুত তাহযীব ২/৩৪-৩৫) কাজেই, এই সনদটি হাসান। হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। কারণ এই

হাদীসের সহীহ শাওয়াহেদ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/১৭ (৭৭৩৭)

৪২-অবশিষ্ট: তুহাভী শরীফ ২/১০ মুসনাদে আহমাদ ৩/৪২৮/৪৪৪, তাবরানী আউসাত ১/১৪২, ২/১৭০ মুসনাদে আবু য়ায়ালা ৩/৮৮(১৫১৮) হাদীসটিকে আল্লামা হাইসামী রহ. মাজমাউয়্ যাওয়ায়েদে উল্লেখ করার পর বলেন: “হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য” আমাদের কথা হল আসলেও সনদটি সহীহ। এর সকল রাবী মুসলিম শরীফের রাবী। শুধু মাত্র আবু রাশেদ আল হুবরানী নামক একজন রাবী ব্যতীত তবে তিনিও ছিকাহ (দ্রষ্টব্য: তাকরীব ২/৭১৯) তরজমা নং (৮৩৭৩)

৪৩-অবশিষ্ট: ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অনুরূপ ভাবে আল্লামা মুনযিরী রহ. ও নীরবতা অবলম্বন করেছেন। উসূল অনুযায়ী হাদীসটি তাদের নিকট হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে দ্রষ্টব্য: আল বা'ইসুল হাদীস পৃষ্ঠা: ৩৬ তা'লীকু কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃষ্ঠা: ৮৭) আল্লামা নিমাতী রহ. বলেন হাদীসটির সনদ হাসান ১) দ্রষ্টব্য: আছারুস সুনান পৃষ্ঠা: ৩১৪

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাদীসটির সনদে আবু আয়িশা নামক একজন রাবী আছে যার ব্যাপারে ফয়সালা হল তিনি مجهول الحال দ্রষ্টব্য: তাকরীবুত্তাহযীব (৪/২২৭) আর এরূপ ব্যক্তির রিওয়ায়াত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট গ্রহণযোগ্য। দ্রষ্টব্য: কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪ এছাড়াও এ হাদীসের অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি বরং সহীহ লিগাইরিহি হওয়ার যোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। সে সকল শাওয়াহেদের মধ্য থেকে একটি তা, যা সহীহ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক কিতাবে আরো বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ হয়েছে। দ্রষ্টব্য: ৩/২৯৩-২৯৪ (৫৬৮৭)

৪৪-অবশিষ্ট: ইমাম হাকিম রহ. হাদীসটি বর্ণনা করার পরে বলেছেন “এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. প্রমাণ পেশ করেছেন। শুধু মাত্র আব্দুল হামীদ ইবনে সিনান নামক এক জন বর্ণনা কারী ব্যতীত। আর ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ ব্যক্তির ব্যাপারে তার “তাকরীব” নামক কিতাবে বলেছেন বা সাধারণ গ্রহণ যোগ্য। (দ্রষ্টব্য: আততাকরীব পৃষ্ঠা: ১১৭) এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার “আদদিরায়াহ” পৃষ্ঠা: ১৪৯ কিতাবে লিখেন “হাদীসটিকে ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন”। দ্রষ্টব্য: ইলাউস্ সুনান ৮/৩০৮

৪৫-অবশিষ্ট: ইমাম হাইসামী রহ. হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: رجاله موثقون তবে, বাইহাকী শরীফে হাদীসটি ইবনে উমর রাযি. থেকে মওকুফান রিওয়াযাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যা তাবারানী ১৬/৪৪৪ (১৩৬১৩) শুআবুল ঈমান ৭/১৬ (৮৮৫৪) ও বাইহাকী ৪/৫৬ মূসনাদে ফির'দাউস ১/২৮৪ (১১১৫) ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও একটি অপরটির মাধ্যমে শক্তি লাভ করে তা আমল যোগ্য হয়ে গেছে। হাদীসটির বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ মহানবী ﷺ ইরশাদ ফরমান “তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে নিজেদের মাঝে আটকিয়ে না রেখে তাকে দ্রুত কবরস্থ কর, আর তার কবরে মাথার কাছে যেন সূরা ফাতিহা ও পায়ের কাছে সূরা বাকারা পড়া হয়”। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত উভয় বিষয় বস্তুর উপর আমল করা যেতে পারে।

৪৬-অবশিষ্ট: উল্লেখ্য যে, হাদীসটি ব্যাহাতঃ মওকুফ মনে হলেও বাস্তবে এটা মারফুর হুকুমে। কারণ ধারাবাহিকতার ওয়াজিব কে লঙ্ঘন করার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কারও উপর দম দেয়া আবশ্যিক তখনই সাব্যস্ত করে দিতে পারেন যখন বিষয়টি তার নিকট প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত থাকবে। এই হাদীসের সনদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে মুহাজির নামক এক জন রাবী আছে যার ব্যাপারে আইস্মায়ে জরাহ তাদীল থেকে تعديل ও تجريح উভয় ধরনের কালামই উল্লেখ রয়েছে। তবে তার ব্যাপারে কেউ মারাত্মক ধরনের কালাম করেননি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ তাকে পরিপূর্ণ ثقة বা নির্ভরযোগ্য ও বলছেন। দ্রষ্টব্য: তাহযীবুল কামাল ১/৪৩৬ (২৪৬) তাহযীবুত্তাহযীব ১/১৪৬, কাজেই তিনি حسن الحديث এর মর্তবায় অবশ্যই থাকবেন। এ ছাড়া সনদের অপরাপর সকল রাবীই ثقات ফলে হাদীসটির সনদ অন্তত হাসান। তাছাড়া তাহাভী শরীফের এক রিওয়াযাতে এ লোকটির ও متابعة রয়েছে সুতরাং হাদীসটির সনদ হাসান। আর তার মুতাবে ও শাওয়াহেদ মিলিয়ে সহীহ লিগাইরিহি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪৭-অবশিষ্ট: মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৭৫ ইমাম হাকিম রহ. বলেন: “হাদীসটি সহীহ”। এবং ইমাম যাহাবী রহ. ও তার কথার সমর্থন করেন। আর ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন : حديث حسن অর্থাৎ, হাদীসটি হাসান।

সমাপ্ত